রাণা প্রতাপ সিংহ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

একাদশ মুদ্রণ
শ্রাবণ—১৩৬৬

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উৎসর্গ

বঙ্গভূমির উজ্জ্বল রত্ন,

বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের গুরু,

রসিক, উদার ও ভাবুক

চিরস্মরণীয়

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের

স্মৃতিস্তম্ভোপরি

এই প্রীতিমাল্য

সভক্তি সম্মানে

অর্পিত হইল

কুশীলবগণ

পুরুষগণ

মেবারের রাণা	... ...	প্রতাপ সিংহ
প্রতাপের পুত্র	... ...	অমর সিংহ
প্রতাপের ভ্রাতা	... ...	শক্ত সিংহ
ভারত-সম্রাট্	... ...	আকবর সাহ
আকবরের পুত্র	... ...	সেলিম
আকবরের সেনাপতি	...	মানসিংহ
আকবরের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ	...	মহাবৎ
আকবরের সভাকবি	...	পৃথ্বীরাজ

প্রতাপের সর্দ্দারগণ ও মন্ত্রী, ভীলসর্দ্দার মাহু, সম্রাটের সভাসদ্‌গণ,
সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাবাজ, দৌবারিক ইত্যাদি

নারীগণ

প্রতাপের স্ত্রী	...	
প্রতাপের কন্যা	...	ইরা
পৃথ্বীরাজের স্ত্রী	...	যোশী
আকবরের কন্যা	...	মেহের উন্নিসা
আকবরের ভাগিনেয়ী		দৌলত উন্নিসা
মানসিংহের ভগিনী		রেবা

পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ, ইত্যাদি

প্রতাপ সিংহ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের কাননাভ্যন্তর; সম্মুখে কালীর মন্দির। কাল—প্রভাত। কালীমূর্ত্তির নিকটে কুলপুরোহিত দণ্ডায়মান। কালীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রতাপ সিংহ ও রাজপুত সর্দ্দারগণ দক্ষিণ জানু পাতিয়া ভূমিতলস্থ তরবারি স্পর্শ করিয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট।

প্রতাপ। কালী মায়ের সম্মুখে তবে শপথ কর।

সকলে। শপথ কর্চ্ছি—

প্রতাপ। যে আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব—

সকলে। আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব—

প্রতাপ। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

সকলে। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

প্রতাপ। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

প্রতাপ। আর শপথ কর, যে, আমাদের জীবিতবংশে ও বংশ-পরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হব না।

সকলে। আমাদের জীবিতবংশে ও বংশ-পরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হব না—

প্রতাপ। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

সকলে। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

প্রতাপ। তা'র আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাকবে।

সকলে। তা'র আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাকবে।

পুরোহিত "স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি" বলিয়া পূত বারি ছিটাইলেন।

প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দারগণও উঠিলেন। পরে তিনি সর্দ্দারগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

"মনে থাকে যেন রাজপুত সর্দ্দারগণ, যে, আজ মায়ের সম্মুখে নিজের তরবারি স্পর্শ ক'রে এই শপথ করেছো। এ শপথ ভঙ্গ না হয়।"

সকলে। প্রাণান্তেও না, রাণা।

প্রতাপ। কেন আজ এই কঠিন পণ,—জানো ?

সর্দ্দারগণ চলিয়া গেল। প্রতাপ সিংহ উত্তেজিতভাবে মন্দিরের সম্মুখে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কুল-পুরোহিত পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে পুরোহিত ডাকিলেন

"প্রতাপ !"

প্রতাপ মুখ ফিরাইলেন

পুরোহিত। প্রতাপ! যে ব্রত আজ নিলে, তা পালন কর্ত্তে পার্ব্বে?

প্রতাপ। নইলে এ ব্রত ধারণ কর্ত্তাম না!

পুরোহিত। আশীর্ব্বাদ করি—যেন ব্রত সম্পূর্ণ কর্ত্তে পারো প্রতাপ—

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন

প্রতাপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি মন্দির-সম্মুখে পূর্ব্ববৎ পাদচারণ করিতে করিতে কহিলেন

"আকবর! অন্যায় সমরে, গুপ্তভাবে জয়মলকে বধ ক'রে চিতোর অধিকার করেছো। আমরা ক্ষত্রিয়; ন্যায়-যুদ্ধে পারি ত চিতোর পুনরধিকার কর্ব্ব। অন্যায় যুদ্ধ কর্ব্ব না। তুমি মোগল, দূরদেশ থেকে এসেছো। ভারতবর্ষে এসে কিছু শিখে যাও।—শিখে যাও—ধর্ম্মযুদ্ধ কাকে বলে; শিখে যাও—একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, প্রকৃত বীরত্ব কাকে বলে; শিখে যাও—দেশের জন্য কি রকম ক'রে প্রাণ দিতে হয়।" পরে কালীর সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে কহিলেন—"মা কালী! যেন এই পণ সার্থক হয়, যেন ধর্ম্ম জয়ী হয়, যেন মহত্ত্ব মহৎই থাকে।—কে?"

প্রতাপ উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—তাঁহার ভ্রাতা শক্ত সিংহ দণ্ডায়মান

প্রতাপ। কে? শক্ত সিংহ?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি।

প্রতাপ। তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে?

শক্ত। কতক্ষণ?

প্রতাপ। যতক্ষণ কালীর পূজা দিচ্ছিলাম।

শক্ত। এই কতক্ষণ?

প্রতাপ। হাঁ!

শক্ত। অঙ্ক কষছিলাম।

প্রতাপ। অঙ্ক কষ্ছিলে?

শক্ত। হাঁ দাদা, অঙ্ক কষ্ছিলাম। ভবিষ্যতের অন্ধকারে উঁকি মার্চ্ছিলাম। জীবনের প্রহেলিকা সমূহের খণ্ডন কর্চ্ছিলাম।

প্রতাপ। কালীর পূজা দিলে না?

শক্ত। পূজা!—না দাদা, পূজায় আমার বিশ্বাস নাই। আর পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। কালী-মা ঐ জিভ বার ক'রেই আছেন—মূক, স্থির, চিত্রিত মৃন্মূর্ত্তি। কোন ক্ষমতা নাই, প্রাণ নাই। কালীর পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। তার চেয়ে অঙ্ক কষা ভাল। তাই অঙ্ক কষ্ছিলাম। সমস্যা-ভঞ্জন কচ্ছিলাম।

প্রতাপ। কি সমস্যা?

শক্ত। সমস্যা এই যে, জন্মান্তরবাদ সত্য কি না। আমি মানি না। কিন্তু হ'তেও পারে সত্য। মানুষ এ পৃথিবীতে এসে চলে' যায়, যেমন ধূমকেতু আকাশে এসে চলে' যায়। তা'কে এ আকাশে আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু সে হয়ত আবার অন্য কোন আকাশে ওঠে। আবার এও হতে পারে যে কতকগুলো শক্তির সমষ্টিতে মানুষের জন্ম, আবার তাদের বিচ্ছিন্নতায়ই তা'র মৃত্যু। এই "আমি" বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, আর, একটা বড় "আমি" দশটা ক্ষুদ্র "আমি"তে পরিণত হয়।

প্রতাপ। শক্ত! জীবনে কি মনে মনে শুধু প্রশ্নই তৈরি কর্ব্বে, আর তা'র মীমাংসাই কর্ব্বে? প্রশ্নের শেষ নাই, নিষ্পত্তির চূড়ান্ত নাই। নিষ্ফল চিন্তা ছেড়ে, এস কার্য্য করি। সহজ বুদ্ধিতে যেমন বুঝি, যেমন স্বাভাবিক সরল প্রবৃত্তি, সেই রকমই অনুষ্ঠান করি।

এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী ভীম সাহ প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন

"রাণা!"

প্রতাপ। কি মন্ত্রী! সংবাদ কি?

ভীম। অশ্ব প্রস্তত।

প্রতাপ। চল শক্ত, রাজধানীতে চল। অনেক কাজ কর্ব্বার আছে। চল, কমলমীরে চল।

শক্ত। চল যাচ্ছি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন ; ভীম সাহ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

শক্ত কিছুক্ষণ পাদচারণ করিতে লাগিলেন পরে কহিলেন

"জন্মভূমি? আমি তা'র কে? সে আমার কে? আমি এখানে জন্মেছি ব'লেই তার প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই। আমি এখানে না জন্মে' সমুদ্র-বক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে পার্ত্তাম! জন্মভূমি? সে ত এতদিন আমাকে নির্ব্বাসিত করেছিল! চারটি খেতে দিতেও পারে নি। তা'র জন্য আমি জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে যা'ব কেন প্রতাপ? তুমি মেবারের রাণা, তুমি তা'র জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে পারো, আমি কর্ব্ব কেন? সে আমার কে?—কেউ না।"

এই বলিয়া শক্ত সিংহ ধীরে ধীরে সেই কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের প্রাসাদনিকটস্থ হ্রদতীর। কাল—সায়াহ্ন। প্রতাপ সিংহের কন্যা ইরা একাকিনী সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিতে চাহিতে উল্লাসে করতালি দিয়া কহিলেন—

"কি গরিমাময় দৃশ্য। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।—সমস্ত আকাশে আর কেউ নাই, একা সূর্য্য! চার প্রহর কাল আকাশের জন্মভূমি বিচরণ করে,' এখন অগ্নিময় বর্ণে বিশ্ব-জগৎ প্লাবিত করে' অস্ত যাচ্ছে। যেমন গরিমায় উঠেছিল, সেই রকম গরিমায় নেমে যাচ্ছে।—ঐ অস্ত গেল। আকাশের পীতাভ ক্রমে ধূসরে পরিণত হচ্ছে। আর যেন দেবারতির জন্য সন্ধ্যা সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিতে চাহিতে, ধীরপদ-বিক্ষেপে বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ কচ্ছে!—কম্র সন্ধ্যা! প্রিয় সখি! কি চিন্তা তোমার ও হৃদয়ে!—কি গভীর নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন?—এত নীরব—এত কাতর?—বল, বল, প্রিয় সখি!"

ইরার মাতা লক্ষ্মী-বাই আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন

"ইরা!"

ইরা সহসা চমকিয়া উঠিলেন। পরে মাতাকে দেখিয়া উত্তর দিলেন

"কি মা?"

লক্ষ্মী। এখনো তুই এখানে কি কচ্ছিস্?

ইরা। সূর্য্যাস্ত দেখ্‌ছি মা। দেখ দেখ মা, কি রমণীয় দৃশ্য! আকাশের কি উজ্জ্বল বর্ণ! পৃথিবীর কি শান্ত মুখচ্ছবি! আমি সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে বড় ভালবাসি।

লক্ষ্মী। সে ত রোজই দেখিস্।

ইরা। রোজই দেখ্‌তে ভাল লাগে। সে পুরানো হয় না।

সূর্য্যোদয়ও বেশ সুন্দর। কিন্তু সূর্য্যাস্তের মধ্যে এমন একটা কি আছে, যা' তা'তে নাই।—কি যেন গভীর রহস্য, কি যেন নিহিত বেদনা—যেন অসীম অগাধ বিষাদ-মাখানো—কি যেন মধুর নীরব বিদায়। বড় সুন্দর মা, বড় সুন্দর!

লক্ষ্মী। তোর যে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

ইরা। না মা, আমার ঠাণ্ডা লাগে না,—আমার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে। ঐ তারাটি দেখ্‌ছো মা?

লক্ষ্মী। কোন্ তারাটি?

ইরা। ঐ যে, দেখ্‌ছো না পশ্চিম আকাশে, অস্তগামী সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে?

লক্ষ্মী। হাঁ দেখ্‌ছি।

ইরা। ওকে কি তারা বলে জানো?

লক্ষ্মী। না।

ইরা। ওকে শুকতারা বলে। ঐ তারাটি ছয় মাস উদীয়মান সূর্য্যের পুরশ্চর, আর ছয় মাস অস্তগামী সূর্য্যের অনুচর। কখন বা প্রেমরাজ্যের সন্ন্যাসী কখন বা সত্যরাজ্যের পুরোহিত। মা, দেখ দেখি তারাটি কি স্থির, কি ভাস্বর, কি সুন্দর!

বলিয়া ইরা একদৃষ্টিতে তারাটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। লক্ষ্মী ক্ষণেক কন্যার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পরে ইরার কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া কহিলেন

"এখন ঘরে চল্ ইরা,—সন্ধ্যা হ'য়ে এল।"

ইরা। আর একটু দাঁড়াও মা—ও কে গান গাচ্ছে?

লক্ষ্মী। তাই ত! এ নির্জ্জন উপত্যকায় কে ও?

দূরে জনৈক উদাসী গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

শঙ্করা—একতালা

সুখের কথা বোলোনা আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি।
দুঃখে আছি, আছি ভালো, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা,
দুদণ্ডের হাসি হেসে. মৌখিক ভদ্রতা রাখি'।
দয়া করে' মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে, মুখের হাসি হাসতে হবে;
চো'খে বারি দেখলে পরে, সুখ চলে' যা'ন বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে' আদর করে' মুছায় আঁখি।

দুই জনে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া গানটি শুনিলেন। লক্ষ্মী-বাই কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার চক্ষু দুইটি বাষ্পভারাবনত। ইরা সহসা মাতার পানে চাহিয়া কহিলেন

"সত্য কথা মা। অনেক সময় আমার বোধ হয় যে, সুখের চেয়ে দুঃখের ছবি মধুর।"

লক্ষ্মী। দুঃখের ছবি মধুর!

ইরা। হাঁ মা। পথে হেসে খেলে অনেক লোক যায়। তাদের পানে কি কেউ চেয়েও দেখে! কিন্তু তাদের মধ্যে যদি একটি অশ্রুসিক্ত, আনতচক্ষু, বিষণ্ণবদন ব্যক্তি দেখি, অমনি কৌতূহল হয় না যে, তাকে ডেকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি? আগ্রহ হয় না কি তা'র দুঃখের কাহিনী শুন্তে? ইচ্ছা হয় না কি তার প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে, চুম্বনে তা'র অশ্রুটি মুছে নিতে? যুদ্ধে যে জয়ী হয় ভাল লাগে তার ইতিহাস শুন্তে, না যা'র যুদ্ধে পরাজয় হয় তা'র ইতিহাস শুন্তে?—কা'র সঙ্গে সহানুভূতি হয়? গান—উদাসের গান মধুর, না বিষাদের গান মধুর, উষা সুন্দর, না সন্ধ্যা সুন্দর? গিয়ে দেখে আস্‌তে ইচ্ছা হয়—সালঙ্কারা সৌভাগ্য-গর্বিতা, সঙ্গীতমুখরা দিল্লী নগরী? না বিগতবৈভবা, ম্লানা, নীরবা

মথুরাপুরী—সুখে যেন মা একটা অহঙ্কার আছে। সে বড় স্ফীত, বড় উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু বিষাদ বড় বিনয়ী, বড় নীরব।

লক্ষ্মী। সে কথা সত্য, ইরা।

ইরা। আমার বোধ হয় যে দুঃখ মহৎ, সুখ নীচ। দুঃখ যা জমায়, সুখ তা খরচ করে। দুঃখ স্বষ্টিকর্ত্তা, সুখ ভোগী। দুঃখ শিকড়ের মত মাটি থেকে রস আহরণ করে, সুখ পত্র-পুষ্পে বিকশিত হয়ে' সেই রস ব্যয় করে। দুঃখ বর্ষার মত নিদাঘতপ্ত ধরণীকে শীতল করে, সুখ শরতের পূর্ণচন্দ্রের মত তার উপরে এসে হাসে। দুঃখ কৃষকের মত মাটি কর্ষণ করে, সুখ রাজার মত তা'র জাত-শস্য ভোগ করে। সুখ উৎকট, দুঃখ মধুর।

লক্ষ্মী। অত বুঝি না ইরা। তবে বোধ হয় যে এ পৃথিবীতে যা'রা মহৎ, তা'রাই দুঃখী, তারাই হতভাগ্য, তা'রাই প্রপীড়িত। মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে এই নিয়ম কেন, তাই মাঝে মাঝে ভাবি।

এমন সময়ে প্রতাপ সিংহের পুত্র অমর সিংহ আসিয়া ডাকিল

"মা!"

লক্ষ্মী ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি অমর?"

অমর। মা, বাবা ডাকৃছেন।

লক্ষ্মী কহিলেন—"এই যাই"—ইরাকে কহিলেন—"চল মা।"

লক্ষ্মী ও ইরা চলিয়া গেলেন

অমর সিংহ হ্রদতটে একখানি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। পরে বলিল

"আঃ! সমস্ত দিন পরে একটু বিশ্রাম করে' বাঁচা গেল। দিবারাত্র যুদ্ধের উদ্যোগ। পিতার আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল শিক্ষা, ব্যায়াম, মন্ত্রণা। আমি রাজপুত্র তবু যুদ্ধ ব্যবসা শিখ্‌ছি সামান্য সৈনিকের মত!

তবে রাজপুত্র হয়ে লাভ কি? তা'র উপরে স্বেচ্ছায় বৃত এই অসীম দারিদ্র্য, চিরস্থায়ী দৈন্য, দুরপনেয় অভাব,—কেন যে, কিছুই বুঝি না—ঐ কাকা যাচ্ছেন না?—কাকা—!"—

শক্ত সিংহ বেড়াইতে বেড়াইতে অমরের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কে? অমর?"

অমর। হাঁ কাকা। এ সময়ে আপনি এখানে?

শক্ত। একটু বেড়াচ্ছি। এখানে একটু বাতাস আছে। ঘরে অসহ্য গরম। উদয়সাগরের তীরটি বেশ মনোরম।

অমর। কাকা, আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে এমন হ্রদ নাই?

শক্ত। না অমর।

অমর। এই কমলমীর আপনার কেমন লাগ্‌ছে?

শক্ত। মন্দ নয়।

অমর। আচ্ছা কাকা! আপনাকে বাবা এখানে ডেকে এনেছেন কি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য?

শক্ত। না! তোমার পিতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

অমর। আশ্রয় দিয়েছেন! আপনি কি তবে আগে নিরাশ্রয় ছিলেন?

শক্ত। এক রকম নিরাশ্রয় বৈকি।

অমর। আপনি ত পিতার আপন ভাই?

শক্ত। হাঁ অমর।

অমর। তবে এ রাজ্য ত বাবারও যেমন আপনারও তেমন।

শক্ত। না অমর। তোমার বাবা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমি কনিষ্ঠ।

অমর। হলেই বা।—ভাই ত!

শক্ত। শাস্ত্র অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভাই রাজ্য পায়। কনিষ্ঠ ভাই পায় না।

অমর। এই নিয়ম কেন কাকা? জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না! তবে এ নিয়ম কেন?

শক্ত উত্তর দিলেন—"তা জানি না।" ভাবিলেন—"সমস্যা বটে! জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। তবে এরূপ সামাজিক নিয়ম কেন হয়েছে? নিয়ম হওয়া উচিত ছিল যে শ্রেষ্ঠ, সেই রাজ্য পাবে! কেন সে নিয়ম হয় নাই, কে জানে—সমস্যা বটে!"

অমর। কি ভাব্‌ছেন কাকা?

শক্ত। কিছু নয়, চল বাড়ী চল। রাত্রি হয়েছে।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজকবি পৃথ্বীরাজের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত। পৃথ্বীরাজ ও সম্রাটের সভাসদ্—মাড়বার, অম্বর, গোয়ালীয়র ও চান্দেরী-অধিপতি আরাম আসনে উপবিষ্ট।

মাড়বার। প'ড় ত পৃথ্বী তোমার কবিতাটা। (অম্বরের দিকে চাহিয়া) অতি সুন্দর কবিতা।

অম্বর। আরে কেন জ্বালাতন কর? ও কবিতা ফবিতা রাখো। দুটো রাজসভার খোস গল্প করো।

মাড়বার। না না, শোন না। কবিতাটার যেমন সুন্দর নাম, তেমনি সুন্দর ভাব, তেমনি সুন্দর ছন্দ।

চান্দেরী। কবিতাটার নাম কি?

পৃথ্বীরাজ। "প্রথম চুম্বন।"

চান্দেরী। নামটা একটু রসাল ঠেক্‌ছে বটে—আচ্ছা পড়।

অম্বর। প্রথম চুম্বন! সে বিষয়ে কখন কবিতা হতে পারে?

পৃথ্বীরাজ। কেন হবে না?

মাড়বার। আচ্ছা, শোনই না কবিতাটা। যতক্ষণ তর্ক কচ্ছ ততক্ষণ সে কবিতাটা আবৃত্তি হয়ে যেত।—শোনই না।

অম্বর। আরে রেখে দাও কবিতা। পৃথ্বী! সভার কোন নূতন খবর আছে?

পৃথ্বী। এঁ্যা—খবর আর কি—ঐ এক রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ!

অম্বর। হুঁ! প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ আকবর সাহার সঙ্গে! তা কখন হয়, না হতে পারে? সম্ভব হ'লে কি আমরা কর্ত্তাম না?

গোয়ালীয়র। হুঁ!—তা'লে কি আর আমরা কর্ত্তাম না?

চান্দেরী। হুঁঃ!

মাড়বার। "নহ বিকশিত কুসুমিত ঘন পল্লবে"। সুন্দর! সুন্দর! বেঁচে থাক পৃথ্বী

অম্বর। মোটে ত মেবারের রাণা!

গোয়ালীয়র। একটা সামান্য জনপদ, তারি ত রাজা!

চান্দেরী। আর রাজাও ত ভারি! তার প্রধান দুর্গ চিতোর, তাও ত মোগল জয় করে নিয়েছে।

অম্বর। কথায় বলে ভূমিশূন্য রাজা, তাই।

মাড়বার। একটা বাহাদুরী দেখানো আর কি!

পৃথ্বী। হাঁ, প্রতাপ সিংহ বেশী বাড়াবাড়ি সুরু করেছে! সম্প্রতি তিনটে মোগল কটক হঠাৎ আক্রমণ ক'রে নির্ম্মূল করেছে।

অম্বর। অহঙ্কার শীঘ্রই চূর্ণ হবে।

চান্দেরী। চল ওঠা যাক্, আবার এক্ষণি ত রাজ-সভায় হাজিরি দিতে হবে—

এই বলিয়া উঠিলেন

মাড়বার। "চল," বলিয়া উঠিলেন।

গোয়ালীয়র ও অম্বর নীরবে উঠিলেন

অম্বর। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত গোঁয়ার্ত্তমি।

মাড়বার। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত ক্ষ্যাপামি।

চান্দেরী। আর আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত বোকামী।

তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন

পৃথ্বী। এদের মধ্যে মাড়বারপতিই সমজদার।—এবার তৈয়ার কর্ত্তে হবে একটা কবিতা—বিদায় চুম্বনের বিষয়। বড় সুন্দর বিষয়! কি ছন্দে লেখা যায়? আমি দেখিছি যে কবিতা লিখ্‌তে বস্‌লে, ছন্দ বেছে নেওয়া ভারি শক্ত। তার উপরেই কবিতার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

এই সময়ে পৃথ্বীর স্ত্রী যোশী প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। কি যোশী! তুমি যে বাহিরে এসে হাজির!

যোশী। আজ কি তুমি মোগল-রাজসভায় যাবে?

পৃথ্বী। যাবো বৈকি! তা আর যাব না? আজ সম্রাটের দরবারী দিন!" আর আমিও লোকটা ত বড় কেওকেটা নই। মহারাজাধিরাজ ধুমধড়াক্কা ভারতসম্রাট্ পাতসাহ আকবরের সভাকবি। আবুল ফজল হচ্ছে নম্বর এক, আমি হচ্ছি নম্বর দুই।

যোশী কৃপাপ্রকাশকস্বরে কহিলেন

"হায় তাতেও অহঙ্কার! যেটা অসীম লজ্জার হেতু, সেইটে দিয়ে অহঙ্কার!"

পৃথ্বী। তোমার যে ভারি করুণ রসের উদ্রেক হোল! সম্রাট্ আকবর লোকটা বড় যা তা বুঝি! আসমুদ্রক্ষিতীশানাং—জানো?—সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত যাঁর পদতলে!

যোশী। ধিক্! একথা বল্‌তে বাধলো না?—একথা বল্‌তে লজ্জায়, ঘৃণায়, রসনা কুঞ্চিত হোল না? এতদূর অধঃপতিত! ওঃ!—না প্রভু, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত এখনো আকবরের পদতলে নয়। এখনো আর্য্যাবর্ত্তে প্রতাপ সিংহ আছে। এখনো একজন আছে, যে দাস্যজনিত বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সম্রাট্‌দত্ত সম্মানকে পদাঘাত করে।

পৃথ্বী। হাঁ কবিত্ব-হিসাবে এটা একটা অতি সুন্দর ভাব বটে! এর বেশ এই রকম একটা উপমা দেওয়া যায়—যে বিরাট্ সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে, গ্রাম নগর জনপদ সব ভেসে গিয়েছে; কেবল দাঁড়িয়ে আছে, দূরে অটল, অচল, দৃঢ় পর্ব্বতশিখর। যদিও সত্য কথা বল্‌তে কি, আমি সমুদ্রও দেখিনি জলোচ্ছ্বাসও দেখিনি।

যোশী। প্রাসাদ ছেড়ে স্বেচ্ছায় পর্ণকুটীরে বাস, ভূর্জ্জপত্রে আহার,

তৃণশয্যায় শয়ন—যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন স্বেচ্ছায় গৃহীত এই কঠোর সন্ন্যাস ব্রত। কি মহৎ! কি উচ্চ! কি মহিমাময়!

পৃথ্বী। কবিত্ব হিসাবে দেখ্‌তে গেলে এ একটা বেশ ভাল ভাব। আর আমি উপরে যে উপমাটি দিলাম, তার সঙ্গে খুব মেলে।

যোশী। সুবিধা নয় কি রকম?

পৃথ্বী। এই দেখ, দারিদ্র্য হতে স্বচ্ছলতা অনেকটা আরামের—দারিদ্র্যে বিলাস ত নেইই, তার উপর এমন কি অত্যাবশ্যক জিনিসেরও অনাটন। শীতের সময় বেজায় শীত লাগে, খাবার সময় খেতে না পেলে, ক্ষিধেয় পেট চাঁ চাঁ করে; যদি একটা জিনিস কিন্‌তে ইচ্ছে হোল যা সব সাংসারিক ব্যক্তির কখন না কখন হয়ই, হাতে পয়সা নেই; মেলা ছেলেপিলে হলে, তারা দিবারাত্রি ট্যাঁ ট্যাঁ ক'চ্ছেই।—এটা অসুবিধার বল্‌তে হবে।

যোশী। যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ব্রত নেয়, তার পক্ষে দারিদ্র্য এত কঠোর নয় প্রভু। সে দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা দেখে, এমন একটা সৌন্দর্য্য দেখে, যা রাজার রাজমুকুটে নাই, যা সম্রাটের সাম্রাজ্যে নাই। মহৎ হৃদয় দারিদ্র্যকে ভয় করে না—ভালবাসে; দারিদ্র্যে মাথা হেঁট করে না, মাথা উঁচু করে; দারিদ্র্যে নিভে যায় না, জ্বলে ওঠে।

পৃথ্বী। দেখ যোশী। কবিতার বাহিরে দারিদ্র্যের সৌন্দর্য্য দেখা, অন্ততঃ শাদা চোখে দেখা, কারও ভাগ্যে ঘটেনি।

যোশী। তবে বুদ্ধদেব রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন কি হিসাবে?

পৃথ্বী। ভয়ঙ্কর বোকামীর হিসেবে। যার ঘর বাড়ী নেই, তার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জলে ভেজা—বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু ঘর বাড়ী থাকা সত্ত্বেও যে এ রকম ভেজে, তার মাথার ব্যারাম—কবিরাজি চিকিৎসা করা উচিত।

যোশী। ঐ বোকামীই সংসারে ধন্য হয়, প্রভু! মহৎ হ'তে হ'লে ত্যাগ চাই।

পৃথ্বী। বলি মহৎ হ'তে হলে ত ত্যাগ চাই। কিন্তু নাই বা হ'লাম।

যোশী। প্রভু! মহৎ হওয়া তোমার মত বিলাসীর কাজ নয়, তা আমি জানি।

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—প্রথমতঃ স্ত্রীজাতি অত সংস্কৃত ভাষায় কথা কৈলে একটু বাড়াবাড়ি ঠেকে; তার উপর দস্তুরমত নৈয়ায়িকের মত তর্ক কল্লে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।

যোশী। চারুটি চারুটি করে খাওয়া আর ঘুমানো—সে ত ইতরজন্তুও করে! যদি কারো জন্য কিছু উৎসর্গ কর্ত্তে না পারো, যদি মায়ের সম্মানরক্ষার জন্য একটি আঙুলও না ওঠাতে পারো, তবে ইতর-প্রাণীতে আর মানুষে তফাৎ কি?

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—তুমি অন্তঃপুরে যাও। তোমার বক্তৃতার মাত্রা বেশী হচ্ছে। আমার মাথায় আর ধর্চ্ছে না—ছাপিয়ে পড়ছে। যা বলেছ আগে তা হজম করি, পরে আবার বোলো। যাও—

যোশী আর উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন

পৃথ্বী। মাটি করেছে!—হার স্বীকার কর্ত্তে হয়েছে। পার্ব্বো কেন? বোধ হচ্ছে সব ঘুলিয়ে দিলে। একে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, তার উপর যোশী উচ্চশিক্ষিতা নারী। পার্ব্বো কেন? সেই জন্যই ত আমি স্ত্রীলোকের বেশী লেখা পড়া শেখার বিরোধী।—এঃ, একেবারে মাটি!

এই বলিয়া পৃথ্বী চিন্তিতভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত ভয়াবহ পরিত্যক্ত বন। কাল—প্রভাত

সশস্ত্র প্রতাপ একাকী দাঁড়াইয়া সেই দুঃবিসর্পী অরণ্যের প্রতি চাহিয়া ছিলেন

অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক স্বরে কহিলেন

"আকবর! মেবার জয় করেছ বটে! কিন্তু মেবার রাজ্য শাসন কর্চ্ছি আমি! এই বিস্তীর্ণ জনপদকে গৃহশূন্য করেছি। গ্রামবাসীদের পর্ব্বতদুর্গে টেনে এনেছি। আকবর! যত দিন আমি আছি, মেবার থেকে এক কপর্দ্দকও তোমার ধনভাণ্ডারে যাবে না। সমস্ত দেশে একটি বাতী জ্বালতেও কাউকে রাখিনি। সমস্ত রাজ্য ধূ ধূ কর্চ্ছে। প্রান্তরে পরিত্যক্ত শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ কর্চ্ছে। শস্যক্ষেত্রে উলুখড় তরঙ্গায়িত। পথ বাবলা গাছের জঙ্গলে অগম্য। যেখানে মনুষ্য থাকৃত, সেখানে আজ বন্যপশুদের বাসস্থান হয়েছে! জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসূ মা! এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে' আবার ডাকৃতে পারি ত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ পরিয়ে দেব। নৈলে তোমাকে এই শ্মশানচারিণী তপস্বিনীর বেশই পরিয়ে রেখে দেবো মা।—মা আমার! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা।"

বলিতে বলিতে প্রতাপের স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল এই সময়ে একজন মেষরক্ষক-সমভি-ব্যাহারে জনৈক সৈনিক প্রবেশ করিয়া প্রতাপসিংহকে অভিবাদন করিয়া কহিল

"রাণা!"

প্রতাপ ফিরিয়া কহিলেন

"কি সৈনিক!"

সৈনিক। এই ব্যক্তি চিতোর-দুর্গপার্শ্বস্থ উপত্যকায় মেষ চরাচ্ছিল।

প্রতাপ মেষরক্ষকের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন

"মেষরক্ষক, এ সত্য কথা?"

মেষরক্ষক। হাঁ, সত্য কথা।

প্রতাপ। তুমি আমার আজ্ঞা জানো যে, মেবার রাজ্যের কোন স্থানে কর্ষণ কর্লে কিংবা গো মেষাদি চরালে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড?

মেষরক্ষক। তা জানি।

প্রতাপ। তথাপি তুমি মেষ চরাচ্ছিলে কি জন্য?

মেষরক্ষক। মোগল-দুর্গাধিপতির আজ্ঞায়।

প্রতাপ। তবে দুর্গাধিপতি তোমাকে রক্ষা করুন। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম।

মেষরক্ষক। দুর্গাধিপতি এ সংবাদ পেলে অবশ্যই রক্ষা কর্বেন।

প্রতাপ। সে সংবাদ আমিই পাঠাচ্ছি। যাও সৈনিক, একে নিয়ে' যাও, শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখ। সপ্তাহকাল পরে এর প্রাণ-বধ হবে। মোগল-দুর্গাধিপতিকে আমি অদ্যই সংবাদ দিচ্ছি।—দেখবে, এর প্রাণবধের পরে যেন এর মুণ্ড চিতোরের দুর্গপথে বংশখণ্ডশিখরে রক্ষিত হয়। যাতে সকলে দেখে, যে, আমার আজ্ঞা ছেলেখেলা নয়; যাতে লোকে বোঝে, যে, মোগল চিতোর-দুর্গ জয় কর্লেও, এখনো মেবারের রাজা আমি, আকবর নহে।—যাও নিয়ে যাও।

সৈনিক মেষরক্ষককে লইয়া প্রস্থান করিল

প্রতাপ। নিরীহ মেষপালক! তুমি বেচারী নিগ্রহের মধ্যে পড়ে মারা গেলে। রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয়ে গেল, দুর্য্যোধনের পাপে মহাত্মা দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ মারা গেল। তুমি ত সামান্য জীব।—এ সব বড় নিষ্ঠুর কাজ। কিন্তু নিষ্ঠুর হয়েছি—মা জন্মভূমি! তোমার জন্য। তাই তোমাকে তৃণশস্যহীনা করেছি, প্রিয়তমা মহিষীকে চিরধাত্রিণী কুটীর-

বাসিনী করেছি, প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদের দারিদ্র্যব্রত অভ্যাস করাচ্ছি—নিজে সন্ন্যাসী হয়েছি।

এই সময়ে শস্ত্রধারী শক্ত সিংহ বামপার্শ্বস্থ শ্বাপদকঙ্কালের দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরপদক্ষেপে সেস্থানে প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। দেখে এলে?

শক্ত। হাঁ দাদা।

প্রতাপ। কি দেখলে?

শক্ত। স্থান পরিত্যক্ত।

প্রতাপ। জনমানব নাই?

শক্ত। জনমানব নাই।

প্রতাপ। কারণ?

শক্ত। কারণ জিজ্ঞাসা কর্ব্বার লোক নাই।

প্রতাপ। মন্দিরে পুরোহিত কোথায়? তিনিই মোগল-সৈন্যের আগমন-সংবাদ আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি কোথায়?

শক্ত। আবাসে নাই।

প্রতাপ। তবে আমাদের আগমন নিষ্ফল।

শক্ত। নিষ্ফল কেন? এখানে অনেক বন্যপশু আছে। এস ব্যাঘ্র-শিকার করি।

প্রতাপ। শেষে ব্যাঘ্র-শিকার!

শক্ত। নৈলে আর কি করা যায়। এমন সুন্দর প্রভাত। এমন নিস্তব্ধ অরণ্য, এমন ভয়াবহ নির্জ্জন পথ। এ সৌন্দর্য্য পূর্ণ কর্ত্তে রক্ত চাই। যখন মনুষ্য-রক্ত পাচ্ছি না, তখন পশুর রক্তপাত করা যাক্।

প্রতাপ। বিনা উদ্দেশ্যে রক্তপাত!

শক্ত। ভল্ল নিক্ষেপ অভ্যাস করাই উদ্দেশ্য হোক। আজ দেখবো দাদা, কে ভল্ল নিক্ষেপ কর্ত্তে ভালো পারে—তুমি কিংবা আমি।

প্রতাপ। প্রমাণ কর্ত্তে চাও?

শক্ত। হাঁ। (স্বগত) দেখি, তুমি কি স্বত্বে মেবারের রাণা, আমি যার কৃপাদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট।

প্রতাপ। আচ্ছা চল। তাই প্রমাণ করা যাক্। শিকার, ক্রীড়া দুই হবে।

উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত একটী মৃত ব্যাঘ্রদেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন

প্রতাপ। ও বাঘ আমি মেরেছি।

শক্ত। আমি মেরেছি।

প্রতাপ। এই দেখ আমার ভল্ল।

শক্ত। এই আমার ভল্ল।

প্রতাপ। আমার ভল্লে ও মরেছে।

শক্ত। আমার ভল্লে।

প্রতাপ। আচ্ছা, চল ঐ বন্য-বরাহ লক্ষ্য করি।

শক্ত। সমান দূর থেকে মার্ত্তে হবে।

প্রতাপ। আচ্ছা।

উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত

শক্ত। বরাহ পালিয়েছে।

প্রতাপ। তবে কারও ভল্ল লাগেনি।

শক্ত। না।

প্রতাপ। তবে কিছুই প্রমাণ হোল না—আজ থাক্, বেলা হয়েছে। আর একদিন দেখা যাবে।

শক্ত। আর একদিন কেন দাদা! আজই প্রমাণ হয়ে যাক্ না।

প্রতাপ। কি রকমে?

শক্ত। এস পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করি।

প্রতাপ। সে কি শক্ত সিংহ?

শক্ত। ক্ষতি কি?

প্রতাপ। না শক্ত—কাজ নাই, এতে লাভ কি হবে?

শক্ত। লোকসানই বা কি? হদ্দ দেহের একটু রক্তপাত বৈত নয়। দেহে বর্ম্ম আছে। মর্ব্বো না কেউই—ভয় কি!

প্রতাপ। মর্ব্বার ভয় করি না শক্ত।

শক্ত। না না, নেও ভল্ল! আমরা দুজনে আজ নররক্ত নিতে বেরিইছি—অন্ততঃ ফোঁটা দুই নররক্ত চাই। নেও ভল্ল, নিক্ষেপ কর।—(চীৎকার করিয়া) নিক্ষেপ কর।

প্রতাপ। উত্তম—নিক্ষেপ কর।

শক্ত। একসঙ্গে নিক্ষেপ কর।

উভয়ে ভূমিতলে তরবারি রাখিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে প্রতাপের কুলপুরোহিত প্রবেশ করিয়া উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া কহিলেন

"এ কি! ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব! ক্ষান্ত হও।"

শক্ত। না না ব্রাহ্মণ! দূরে থাক! নইলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

পুরোহিত। মৃত্যুকে ভয় করি না—ক্ষান্ত হও।

শক্ত। কখন না। নররক্ত নিতে বেরিইছি। নররক্ত চাই।

পুরোহিত। নররক্ত চাও? এই নাও, আমি দিচ্ছি।

এই বলিয়া পুরোহিত ভূমি হইতে শক্তের পরিত্যক্ত তরবারি লইয়া স্বীয় বক্ষে
তরবারি আঘাত করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন

প্রতাপ। এ কি গুরুদেব! কি কল্লে তুমি!

পুরোহিত। কিছু না!—প্রতাপ! শক্ত! তোমাদের ক্ষান্ত কর্ব্বার জন্য এ কাজ করেছি।

প্রতাপ। কি কল্লে শক্ত?

শক্ত। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) সত্যই ত! কি কল্লাম!

প্রতাপ। শক্ত! তোমার জন্যই সম্মুখে এই ব্রহ্মহত্যা হোলো। শুনেছিলাম যে, তোমার কোষ্ঠীতে আছে যে, তুমিই একদিন মেবারের সর্ব্বনাশের কারণ হবে।—এতদিন তা বিশ্বাস হয়নি। আজ বিশ্বাস হোলো।

শক্ত। আমার জন্য এই ব্রহ্মহত্যা হোলো!

প্রতাপ। তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে, আমি আদর করে' মেবারে এনেছিলাম। কিন্তু মেবারের সর্ব্বনাশের হেতুকে আর মেবারে রাখ্‌তে পারি না। তুমি এই মুহূর্ত্তে রাজ্য পরিত্যাগ কর।

শক্ত। উত্তম!

প্রতাপ। যাও। আমি এখন এ ব্রাহ্মণের সংকারের ব্যবস্থা করি; পরে প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব। যাও।

উভয়ে বিপরীতদিকে প্রস্থান করিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—অম্বর-প্রাসাদের স্তম্ভযুক্ত স্ফটিকনির্ম্মিত একটি বারান্দা। কাল—অপরাহ্ণ। মানসিংহের ভগিনী রেবা একাকিনী সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন, ও মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন।

গীত

হাম্বির—মধ্যমান

ওগো জানিস্ ত, তোরা বল্ কোথা সে, কোথা সে।
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘ নিশীথে, ভোরে আধজাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারির তানের মত, প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,—
মন্দারসৌরভের মত বসন্ত বাতাসে ;
মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে ফুলের কোণে, চাঁদের পাশে।

রেবার বৃদ্ধা পরিচারিকা প্রবেশ করিল

পরিচারিকা। হাঁগা বাছা! তুমি আচ্ছা যাহোক্।

রেবা। কেন?

পরিচারিকা। তুমি এখানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে খাসা হাওয়া খাচ্ছ, আর এদিকে আমি তোমার জন্যে আঁতিপাঁতি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।

রেবা। কেন? আমাকে তোর দরকার কি?

পরিচারিকা। দরকার কি! ওমা কি হবে গা! বলে 'দরকার কি'। —কথায় বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়্শির ঘুম নেই।' 'দরকার কি?' তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, আর তোমাকে নিয়ে দরকার কি? তবে কি আমাকে নিয়ে দরকার? ওমা বলে কি গো!

আমার বিয়ে যা হবার তা একবার হয়ে গিয়েছে। মেয়ে মানুষের বিয়ে কি আর দু'বার করে' হয় বাছা? তাহ'লে কি আর ভাবনা ছিল? আর এই বয়সে আমাকে বিয়ে কর্ব্বেই বা কে?—যখন আমার বিয়ে হয় বাছা তখন তোরা জন্মাস্‌নি। তখন আমিই বা কতটুকু। এগার বছরও হয়নি—হাঁ, এগার বছরে পড়িছি বটে।

রেবা। তুই যা। তোর এখানে এসে বিড়ির বিড়ির ক'রে বক্‌তে হবে না—যা বুড়ি।

পরিচারিকা। কথায় বলে 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।' আমি এলাম বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, কোথায় তুমি লাফিয়ে উঠে আমার গলা ধরে, চুমো খাবে; না বলে কি না 'যা বুড়ি।' না হয় আজ আমি বুড়িই হইছি। তাই বলে' কি কথায় কথায় বুড়ি বলে' গাল দিতে হয়! হাঁগা বাছা!—না হয় আজ বুড়িই হইছি। চিরকাল ত বুড়ি ছিলাম না। এককালে আমারও যৈবন ছিল, তখন আমার চোখ দুটো ছিল টানা টানা, গাল দুটো ছিল টেবো, টেবো, আর গড়নটাও নেহাইৎ কিছু অমন্দ ছিল না।—মিন্সে তখন আমার কত খোসামোদ কর্ত্ত। একদিন কাছে ডেকে কত আদর করে'—

রেবা। কে তোর প্রেমের ইতিহাস শুন্তে চাচ্ছে?—যা, বিরক্ত করিস্‌নে বল্‌ছি। ভাল হবে না।

পরিচারিকা। ওমা সে কি গো! যাবো কি গো! তোমাকে ডাক্‌তে এসেছি। তোমার মা ডাক্‌ছিল, তা শেষে বলে কিনা, "না, ডেকে কাজ নাই"। বিয়ের সম্বন্ধ শুনেই একেবারে তেলে বেগুন। বর—বিকানীরের রাজা রায়সিংহ। হাঃ হাঃ হাঃ। ওমা সে পোড়ারমুখো কোথাকার এক ষাট বছরের বুড়ো, তিনকাল গিয়ে, এককালে ঠেকেছে। দেখতে মর্কটের মত; না আছে রূপ, না আছে যৈবন।

রেবা। আমাকে তবে দরকার নেই ত, তবে যা।

পরিচারিকা। দরকার নেই কি গো! ওমা বলে কি গো! তোমার বাপ না তাই শুনে তোমার মার সঙ্গে লুটোপাটি ঝগড়া;—এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি মা, এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি! কুরুক্ষেত্তর। এই মারে ত, এই মারে।

রেবা। এ্যাঁ!

পরিচারিকা। সত্যি সত্যিই কিছু মারেনি।—তবে—

রেবা। তবে বলছিলি যে?

পরিচারিকা। আঃ! তোমার ঐ বড় দোষ। নিজেই বক্‌বে আর কাউকে কথা কইতে দেবে না; তা আমি বলবো কি।—তোমার মা বলে যে,—"না—এমন বুড়োর হাতে আমার সোণার মেয়েকে সঁপে' দিতে পার্ব্ব না।" তা তোমার বাপ তাতে বলে "ঠিক কথাই ত, এমন বুড়োর হাতে কিছুতে আর মেয়েকে সঁপে দিতে পার্ব্ব না!" তাই তিনি মেয়ের সম্বন্ধ কর্ত্তে মানসিংহকে পত্র লিখ্‌তে বসেছেন।

রেবা। তবে তিনি রাগেন নি ত?

পরিচারিকা। রাগেনি বটে; কিন্তু পুরুষ মানুষ ত! রাগতে কতক্ষণ। আমার মিন্সে। সে একদিন এমনি রেগেছিল! বাবা, কি তার চোখ রাঙানি! আমি বল্লুম 'ওগো তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্বে; ওগো তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্বে!' তার পর ভাই রাম সিং পাঁড়ে আসে, তাকে হাতে ধরে' টেনে নিয়ে যায়, তবে রক্ষে। নৈলে সেই দিনই একটা কুরুক্ষেত্তর বাধত নিচ্চয়। তার পরদিন মিন্সে এসে আমায় কি সাধাসাধি! যত আদরের কথা সে জান্ত, তা বলে' পায়ে ধরে, তবে আমি কথা কই। তার পরে আর এক দিন—

রেবা। জ্বালাতন কর্লে। যা বলছি। যাবিনে?

পরিচারিকা। ওমা যাবো কি গো!—তোমাকে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইতে এলাম; তাকি ছোট নোক বলে' এমনি করে' মেরে তাড়িয়ে দিতে হয়!

এই বলিয়া পরিচারিকা কাঁদিতে লাগিল

রেবা। মার্লাম কখন?

পরিচারিকা। না বাছা, তুমি মারোনি ত' আমি মেরেছি। বল মহারাজকে গিয়ে বল, রাণীকে গিয়ে বল, আমি মেরেছি। এত দিন কোলে ক'রে মানুষ কর্লাম, এখন তোমাদের চাকরী কর্ত্তে কর্ত্তে বুড়ি হইছি। আর কি! এখন তাড়িয়ে দাও। আমি রাস্তায় গিয়ে না খেয়ে মরি। আমার মিন্সেও নেই, যৈবনও নেই, তা তোমাদের ধর্ম্মে নেয়, তাড়াও। কোলে করে' মানুষ করেছি।—তখন তুমি এমনি ছোট্টটি ছিলে। তখন আর কিছু এত বড় হও নি!—একদিন তোমাকে লুকিয়ে রামলীলে দেখ্তে নিয়ে গিইছিলাম। শুনে মহারাজ আমার গর্দ্দান নিতে বাকি রেখেছিল আর কি। বলে 'ওকে ওই ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যেতে আছে।' তা আমি বল্লাম—

নেপথ্যে। রেবা, রেবা!

পরিচারিকা। ওই শুন্লে!

রেবা "যাই মা" বলিয়া চলিয়া গেলেন!

পরিচারিকা ক্ষণমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল; পরে উঠিয়া কহিল

"যাই, আমিও যাই। আর কা'র কাছে বক্বো।"

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় আকবরের মন্ত্রণাকক্ষ। কাল—প্রভাত

আকবর ও শক্ত সিংহ উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীনভাবে দণ্ডায়মান

আকবর। আপনি রাণা প্রতাপ সিংহের ভাই?

শক্ত। আমি রাণা প্রতাপ সিংহের ভাই।

আকবর। এখানে আপনার আসার উদ্দেশ্য কি?

শক্ত। রাণার বিপক্ষে আমি মোগল-সৈন্য নিয়ে যেতে চাই; রাণাকে মোগলের পদানত কর্ত্তে চাই। রাণার সৈন্যদের রক্তে মেবার-ভূমি রঞ্জিত কর্ত্তে চাই।

আকবর। তা'তে মোগলের লাভ? মেবার হ'তে ত এক কপর্দ্দকও আজ পর্য্যন্ত মোগল-ধনভাণ্ডারে আসে নি।

শক্ত। রাণাকে জয় কর্ত্তে পার্লে প্রচুর অর্থ রাজভাণ্ডারে আস্‌বে। আজ রাণার আজ্ঞায় সমস্ত মেবার অকর্ষিত, নহিলে মেবার-ভূমি স্বর্ণ-প্রসূ! সে দিন এক ব্যক্তি চিতোর-দুর্গাধিপতির আজ্ঞায় মেবারের কোন এক স্থানে মেষ চরাচ্ছিল; রাণা তার ফাঁসি দিয়েছেন।

আকবর। (চিন্তিতভাবে) হুঁ!—আচ্ছা, আপনি আমাদের কি সাহায্য কর্ব্বেন?

শক্ত। আমি রাজপুত, যুদ্ধ কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে যুদ্ধ কর্ব্ব। আমি রাজপুত্র, সৈন্যচালনা কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে মোগলসেনা চালনা কর্ব্ব।

আকবর। তা'তে আপনার লাভ?

শক্ত। প্রতিশোধ।

আকবর। এই মাত্র?

শক্ত। এই মাত্র।

আকবর। আপনাকে মোগলসেনা সাহায্য দিলে প্রতাপ সিংহকে জয় কর্ত্তে পার্ব্বেন ?

শক্ত। আমার বিশ্বাস পার্ব্বো। আমি প্রতাপের সৈন্যবল জানি, যুদ্ধকৌশল জানি, অভিসন্ধি জানি, সৈন্যচালনাপ্রণালী জানি। প্রতাপ যোদ্ধা, আমিও যোদ্ধা। প্রতাপ ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়! প্রতাপ রাজপুত্র, আমিও রাজপুত্র! তবে প্রতাপ জ্যেষ্ঠ—আমি কনিষ্ঠ। একদিন প্রসঙ্গক্রমে প্রতাপেরই পুত্র অমর সিংহ বলেছিল যে, জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সে কথায় সে দিন ধাঁধা লাগিইছিল। আজ সেটা সত্য বলে' জেনেছি।

আকবর। হুঁ—

এই মাত্র বলিয়া ভূমিতলে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া ক্ষণেক পাদচারণ করিতে লাগিলেন ; পরে ডাকিলেন

"দৌবারিক !"

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

আকবর। মহারাজ মানসিংহকে সেলাম দেও।

দৌবারিক "যো হুকুম খোদাবন্দ" বলিয়া চলিয়া গেল।

আকবর পুনরায় শক্তসিংহের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"শুন্তে পাই যে আপনি রাণা প্রতাপ সিংহের কাছে কৃতজ্ঞ।"

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে ?

আকবর। নয়! তবে আমি অন্যরূপ শুনেছি।—প্রতাপ সিংহ কখনো কি আপনার উপকার করেন নি ?

শক্ত। করেছিলেন। আমার পিতা উদয় সিংহ যখন আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন—

আকবর আশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি? আপনার পিতা আপনাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন?"

শক্ত। তবে শুনুন সম্রাট, আমার জীবনের ইতিহাস বলি। যখন আমার পাঁচ বছর বয়স, তখন একখানা ছোরা দেখে, তার ধার পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য, আমার হাতে বসিয়েছিলাম। আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে যে, আমি একদিন আমার জন্মভূমির অভিশাপস্বরূপ হবো। আমার পিতা যখন দেখলেন যে, আমি একখানা ছোরা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে নিজের হাতে বসিয়ে দিলাম, তখন তিনি স্থির কর্ল্লেন যে, আমার কোষ্ঠী সত্য এবং আমার দ্বারা সব দুঃসাধ্য সাধন হ'তে পারে। তখন তিনি আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দিলেন!

আকবর। আশ্চর্য্য!

শক্ত। সম্রাট্! কেন আশ্চর্য্য হচ্ছেন;—সম্রাট্ কি ভীরু উদয় সিংহকে জান্তেন না? তিনি যদি চিতোর-দুর্গ অবরোধের সময় কাপুরুষের মত না পালাতেন, তা হলে চিতোরের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্ত যেত না।

আকবর। যুবক! চিতোর রাজপুতের হাত হতে যে মোগলের হাতে এসেছে, সে চিতোরের সৌভাগ্য নয় কি?

শক্ত। কেন সম্রাট্?

আকবর। আপনি বোধ হয় নিজেই স্বীকার কর্ব্বেন যে বর্ব্বর রাজপুত রাজ্য শাসন কর্ত্তে জানে না।

শক্ত। জনাব! বর্ব্বর রাজপুত কি বর্ব্বর মুসলমান, তা জানি না। তবে আজ পর্য্যন্ত কোন জাতিকে নিজে বল্‌তে শুনি নাই যে সে বর্ব্বর।

আকবর যুবকের স্পর্দ্ধায় ঈষৎ স্তম্ভিত হইলেন। পরে বিষয়-পরিবর্ত্তন মানসে কহিলেন

"আচ্ছা, শুনি তারপর আপনার ইতিহাস। আপনার পিতা অপনার বধের হুকুম দিলেন—তার পর?"

শক্ত। ঘাতকেরা আমাকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে স্নেহচক্ষে দেখ্‌তেন। তাই আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী কর্ত্তে প্রতিশ্রুত হয়ে, রাণার কাছে গিয়ে আমার প্রাণভিক্ষা ল'ন। আমি সালুম্ব্রাপতির পোষ্যপুত্র হবার পরে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়। তখন প্রতাপ সিংহ মেবারের রাণা। সালুম্ব্রাপতির দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে' তাঁর রাজধানীতে আমাকে নিয়ে এসে, আমাকে সমাদরে রাখেন।

আকবর। আপনি মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবেন, এ কথা জেনেও?

শক্ত। হাঁ, এ কথা জেনেও।

আকবর। তবে আপনি প্রতাপ সিংহের কাছে কৃতজ্ঞ নহেন বল্লেন যে।

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে? আমি অন্যায়ক্রমে স্বীয় জন্মভূমি, স্বীয় রাজ্য, স্বীয় স্বত্ব হতে বঞ্চিত হয়েছিলাম। প্রতাপ আমাকে রাজ্যে ফিরিয়ে এনে, কতক ন্যায়কার্য্য করেছিলেন। এরই জন্য কৃতজ্ঞতা— তবু আমার স্বত্ব আমি ফিরে পাই নি। কি স্বত্বে তিনি মেবারের সিংহাসনে, আর আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য! তিনি আর আমি এক পিতারই পুত্র। বটে তিনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সম্রাট্! কে শ্রেষ্ঠ তাই একদিন পরীক্ষা কর্ত্তে গিয়েছিলাম। সহসা সম্মুখে এক ব্রহ্মহত্যা হওয়ায় সেটা প্রমাণ হয় নি। তা প্রমাণ করে' যদি প্রতাপ আমাকে নির্ব্বাসিত কর্ত্তেন—আমার ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু তা যখন প্রমাণ হয় নাই, তখন আমাকে নির্ব্বাসিত করা অন্যায়। আমি সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ চাই!

আকবর ঈষৎ হাসিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন

"প্রতাপ আপনাকে বিশ্বাস করেন?"

শক্ত। করেন।

আকবর। তবে আপনি তাঁকে বন্ধুভাবে ধরিয়ে দেন না কেন—যুদ্ধে প্রয়োজন কি ?

শক্ত। সম্রাট্, তা আমার দ্বারা হবে না। তবে বান্দা বিদায় হয়।

আকবর। শুনুন। কেন ? কি আপত্তি ? যদি বিনা রক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে বৃথা রক্তপাত কেন ?

শক্ত। সম্রাট্, আপনারা সভ্য মুসলমানজাতি ; আপনাদের এ সব ফেরপেঁচ্ শোভা পায়। আমরা বর্ব্বর রাজপুত—বন্ধুত্ব করি ত বুক দিয়ে আলিঙ্গন করি, আর শত্রুতা করি ত সোজা মাথায় খড়্গাঘাত করি। গুপ্ত ছুরিকার ব্যবহার জানি না। রাজপুত বন্ধুত্বেও রাজপুত, প্রতি-হিংসায়ও রাজপুত। আমি ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী সমাজদ্রোহী বটে। কিন্তু আমি রাজপুত। তার অনুচিত আচরণ কর্ব্ব না !

আকবর। মানসিংহ কিন্তু—কৈ—সে বিষয়ে দ্বিধা করেন না। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তিনিই একা যুদ্ধকৌশল বোঝেন। তাঁর অর্দ্ধেক জয়ই কৌশলে। সৈন্যবল তিনি দেখান অনেক সময়, কিন্তু ব্যবহার করেন কদাচিৎ।

শক্ত। তা কর্ব্বেন না ? নইলে তিনি মোগল-সেনাপতি না হ'য়ে ত আমিই মোগল-সেনাপতি হ'তাম।

আকবর। তিনিও ত রাজপুত।

শক্ত। হাঁ, তার মা বাবা শুনেছি উভয়েই রাজপুত ছিলেন !

আকবর নিহিত ব্যঙ্গ বুঝিলেন, কিন্তু দেখাইলেন যেন বুঝেন নাই ; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন

"তবে ?"

শক্ত। তবে কি জানেন জনাব ! টোকো আঁব গাছের এক একটা

আঁব কি রকমে উত্‌রে যায়, মানসিংহ রাজপুত হয়েও, কি রকম উত্‌রে গিয়েছেন। তার উপরে—

বলিয়া শক্তসিংহ সহসা আত্মসংবরণ করিলেন

আকবর। তার উপরে কি?

শক্ত। তিনি হলেন সম্রাটের শ্যালকপুত্র, আর আমি সম্রাটের কেহই নই। তিনি মহাশয়ের সঙ্গে অনেক পোলাও কোর্ম্মা খেয়েছেন—একটু মহাশয়দের খাঁজ পাবেন না?

আকবর কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে কহিলেন

"আচ্ছা আপনি এখন যান, বিশ্রাম করুন গে! যথাযথ আজ্ঞা আমি কাল দেব!"

শক্ত। যে আজ্ঞা—

এই বলিয়া শক্তসিংহ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন; যতক্ষণ শক্ত দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হইলেন, আকবর তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শক্ত চলিয়া গেলে আকবর কহিলেন

"প্রতাপ সিংহ, যখন তোমার ভাইকে পেয়েছি, তখন তোমাকেও মুষ্টিগত করেছি! এরূপ সৌভাগ্য মাঝে মাঝে না হ'লে কি এই বিপুল আর্য্যাবর্ত্ত আজ জয় কর্ত্তে পার্ত্তাম। যদি মহারাজ মানসিংহ সহায় না হতেন, তা হলে এ মোগল সাম্রাজ্য আজ কতটুকু স্থান ব্যেপে থাক্‌তো! এই যে মহারাজ আস্‌ছেন।"

মানসিংহ প্রবেশ করিয়া সম্রাট্‌কে বিনীত অভিবাদন করিলেন

আকবর। বন্দেগি মহারাজ!

মানসিংহ। বন্দেগি জনাব! সম্রাট্‌ আমাকে ডেকেছেন?

আকবর। হাঁ মহারাজ! প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহকে দেখেছেন?

মানসিংহ। হাঁ, পথে যেতে দেখ্‌লাম। যতক্ষণ সম্মুখে ছিলেম ততক্ষণ তিনি আমার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

আকবর। যুবকটি বিদ্বান্, নির্ভীক, ব্যঙ্গপ্রিয়। সে এ বিশ্ব জগতে স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পায়নি। তবে ধাতু খাঁটি, গড়ে' নিতে পারা যাবে।

মানসিংহ। তিনি চান প্রতিহিংসা!

আকবর। প্রতিহিংসা নয়; প্রতিশোধ। প্রেম কি হিংসা লোকটার মনে প্রবেশ করেনি। যার যতটুকু পাওনা, শেষ ক্রান্তি পর্য্যন্ত তা মিটিয়ে দিতে চায়, যা'র যতটুকু দেনা, শেষ ক্রান্তি পর্য্যন্ত আদায় কর্ত্তে চায়। লোকটা ধর্ম্ম মানে না, কিন্তু বংশ-গরিমা মানে।

মান। তবে সম্রাটের এখন কি আদেশ?

আকবর। মহারাজ কি শুনেছেন যে প্রতাপ সিংহ একজন মোগল-মেষরক্ষককে ফাঁসি দিয়েছে?

মান। না, শুনি নাই।

আকবর। তিনবার হঠাৎ আক্রমণ ক'রে তিনটি মোগল কটক নির্ম্মূল করেছে!

মান। সে কথা শুনেছি।

আকবর। আর কতদিন এই ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রকে ছেড়ে রাখা যায়? তাকে আক্রমণের এর অপেক্ষা অধিক সুযোগ আর হবে না। মহারাজের কি মত?

মান। আমি ভাব্‌ছিলাম কি, যে, আমি শোলাপুর থেকে আস্‌বার সময় পথে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' আস্‌বো; যদি কার্য্যে ও কৌশলে তাঁকে বশ কর্ত্তে পারি, অর্থাৎ বিনা রক্তপাতে কার্য্য উদ্ধার হয়, ভালো। না হয়, যুদ্ধ হ'বে।

আকবর। উত্তম! মহারাজ বিজ্ঞের মতই উপদেশ দিয়েছেন। তবে তাই হোক্। আপনি শোলাপুর যাচ্ছেন কবে?

মান। পরশ্ব প্রত্যূষে—

আকবর। উত্তম! তবে অন্য বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ মহারাজকে এখন একাকী রেখে যেতে হচ্ছে।

মান। যে আজ্ঞা।

আকবর মানসিংহকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন

মানসিংহ। আমি এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। রেবার বিবাহের জন্য পিতা পুনঃপুনঃ অনুরোধ করে পাঠাচ্ছেন। আমার ইচ্ছা যে প্রতাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করে' দেখি, যদি প্রতাপকে সম্মত কর্ত্তে পারি। এই কলঙ্কিত অম্বর বংশকে যদি মেবারের নিষ্কলঙ্ক রক্তে পরিশুদ্ধ করে' নিতে পারি। আমরা সব পতিত। এই কলঙ্কিত বিপুল রাজপুতকুলে—প্রতাপ, উড়ছে কেবল তোমারই এক শুভ্র পতাকা!—ধন্য প্রতাপ!

এই বলিয়া সেস্থান হইতে নিক্রান্ত হইলেন

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার মোগল-প্রাসাদ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান। কাল—অপরাহ্ন। আকবর-কন্যা মেহের উন্নিসা একাকিনী বৃক্ষতলে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গান গাহিতেছিলেন

খাম্বাজ—খং

বসিয়া বিজন বনে, বসন আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ; নিজ মনে গাই গান;
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে করে' সাথী।
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,
—সোহাগ, আদর, মান, অভিমান দিন রাতি।

সহসা আকবরের ভাগিনেয়ী দৌলৎ উন্নিসা দৌড়িয়া প্রবেশ করিয়া মেহেরকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া কহিলেন

"মেহের ঐ দেখ্ দেখ্—এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যাচ্ছে,—দেখ্ না বেকুফ্!"

মেহের। আঃ—পায়রা উড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আর আশ্চর্য্যটা কি? তার আর দেখ্‌বো কি?—[গীত] "নিজ মনে কাঁদি হাসি—"

দৌলৎ। আশ্চর্য্য নৈলে কি কিছু আর দেখতে হবে না? আশ্চর্য্য জিনিস পৃথিবীতে কটা আছে মেহের?

মেহের। আশ্চর্য্য জিনিস? পৃথিবীতে আশ্চর্য্য জিনিস খুঁজতে হয়?

দৌলৎ। শুনি গোটাকতক আশ্চর্য্য জিনিস? শিখে রাখা যাক্।

মেহের মালা রাখিয়া একটু গম্ভীরভাব ধরিয়া কহিলেন

"তবে শোন্। এই দেখ, প্রথমতঃ এই পৃথিবীটা নিজে একটা অতি আশ্চর্য্য জিনিস, কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, বিশ্রাম নেই, উদ্দেশ্য নেই,

সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে মর্চ্ছে, কেউ জানে না,—কেন! তারপর মানুষ একটা ভারি আশ্চর্য্য জানোয়ার; মাংসপিণ্ড হয়ে জন্মায়, তারপর সংসার তরঙ্গে দিনকতক উলট-পালট খেয়ে, হঠাৎ একদিন কোথায় যে ডুব মারে, কেউ আর তাকে খুঁজে বের করতে পারে না।—কৃপণ টাকা জমায়, ভোগ করে না; এটা আশ্চর্য্য!—ধনী টাকা উড়িয়ে দিয়ে শেষে ফতুর হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে' বেড়ায়; এ আর এক আশ্চর্য্য! পুরুষ মানুষগুলো—বুদ্ধি শুদ্ধি আছে মন্দ নয়, কিন্তু তবু বিয়ে করে, খয়েবন্ধনে পড়ে—না পারে থৈ খেতে, না পায় হাত খুল্‌তে—এটা একটা ভারি রকম আশ্চর্য্য।

দৌলৎ। আর মেয়েমানুষগুলো বিয়ে করে, সেটা আশ্চর্য্য রকম বোকামি নয়?

মেহের। সেটা দস্তুরমত স্বাভাবিক। তাদের ভবিষ্যতে একেবারে খাওয়া দাওয়ার বিষয় ভাব্‌তে হয় না। তবে আমি সম্রাট আকবরের মেয়ে হয়ে, যদি আর একজনের পায়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিই—হাঁ, সেটা একটা আশ্চর্য্য বটে। খাসা আছি—খাচ্ছি দাচ্ছি;—আমি যদি বিয়ে করি, তবে আমার দস্তুর মত চিকিৎসার দরকার।

দৌলৎ। তুই কি বিয়ে কর্ব্বিনে ঠিক করে' বসে আছিস্?

মেহের। বিয়ে কর্ব্বো না ঠিক করেছি বটে, কিন্তু ব'সে নেই।

দৌলৎ। কি রকম?

মেহের। কি রকম! এই বয়স্থা কুমারী,—বিশেষতঃ হাতে কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে যে রকম হয়, সেই রকম। শুচ্ছি, বস্‌ছি, উঠ্‌ছি, বেড়াচ্ছি, হাই তুল্‌ছি, তুড়ি দিচ্ছি। শুন্‌তে বেশ কুমারী। কিন্তু এদিকে শু'য়ে শু'য়ে ওমরখাইয়াম পড়ছি, চিত্তচকোরের চেহারাটা কড়ি-কাঠের গায়ে এঁকে নিচ্ছি। সুবিধা হ'লে আল্‌সের ফোঁকর দিয়ে উঁকি

মেয়ে দুনিয়াটা চিনে নিচ্ছি। আর পুরুষমানুষগুলোর মধ্যে মনের মতন কেউ হতে পারে কিনা, মনে মনে তাই একটা বিচার কচ্ছি,—

এই বলিয়া মেহের উন্নিসা শির নত করিয়া ঈষৎ হাসিলেন

দৌলৎ। বিচার করে' কি কিছু ঠিক করে' উঠিছিস্ না কেবল বিচারই কর্চ্ছিস ? মনের মতন কি কাউকে পেলি ?

মেহের পুনরায় গম্ভীর হইয়া কহিলেন

"এটা ভাই তোমার জিজ্ঞাসা করা অন্যায়। মনের মতন যদি পাইই, তা কি তোমাকে বলতে যাবো ?"

দৌলৎ। বলবিনে কেন ? আমি তোর বোন, আর অন্তরঙ্গ বন্ধু—

মেহের। দেখ্ দৌলৎ, তোর বন্ধুত্ব আমার হৃদমন্দ মাংস কেটে একটু ভেতর পর্য্যন্ত পৌঁছেছে—হাড়ে ঠেকেনি। এ বিষয়টা কিন্তু হাড়ের মজ্জার জিনিস। শরীরের ভিতর যদি আর একটা শরীর থাকে, তা'রি জিনিস। একথা তোকে খুলে বলতে পারি নে। তবে তুই যদি নেহাতই ধরাপাকড়া করিস্, আমার মনোচোরের চেহারাটা ইসারায় একটু বলতে পারি।

দৌলৎ। আচ্ছা ভাই শুনি' দেখি যদি তোর মনোচোরকে চিন্তে পারি।

মেহের। তবে শোন্—আমার মনোচোরের চেহারাটা কি রকম ! নাক—আছে। কান—হাঁ, বিশেষ লক্ষ্য করে' দেখিনি, তবে থাকাই সম্ভব। সে হাসলে মুক্তা ছড়িয়ে পড়ুক না পড়ুক, দাঁত বেরোয়। চেঁচিয়ে কাঁদলে—অবিশ্যি যদি সত্যি সত্যিই কাঁদে, তাতে তার চেহারাটার সৌন্দর্য্য বাড়েও না, আর গান গাচ্ছে ব'লেও ভ্রম হয় না।—আমার মনোচোরের নক্সা একরকম পেলি, বাকিটা মনে গ'ড়ে নিতে পার্ব্বি ?

দৌলৎ। একেবারে হুবহু। সত্যি কথা বলতে কি মেহের, তোর মনোচোরকে যেন চক্ষের সামনে দেখ্‌ছি।

মেহের। তা দেখ। কিন্তু দেখিস ভাই, তাকে যেন ভালবেসে ফেলিস্ না। বাস্‌লে যে বিশেষ যায় আসে তা' নয়—এই যে সম্রাটের, আমাদের পিতার ত শতাধিক বেগম আছে। তবে না বাস্‌লেই ব্যাঁপারটা বেশ সোজা হয়ে আসে—

এমন সময়ে স্বীয় পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে মন্দগতিতে সেই কক্ষে সেলিম প্রবেশ করিলেন

সেলিম। তোরা এখানে? তোরা এখানে কি কচ্ছিস্ মেহের।

মেহের। এই দৌলৎ বল্লে পৃথিবীতে যত আশ্চর্য্য জিনিস আছে তার একটা ফিরিস্তি দাও। তাই এতক্ষণ তা'র একটা তালিকা দিচ্ছিলাম।

সেলিম। আশ্চর্য্য জিনিসের কি ফিরিস্তি দিচ্ছিলি, শুনি।

মেহের। আবার বলতে হবে? বলনা দৌলৎ, মুখস্থ বলনা! এতক্ষণ টিয়াপাখীর মত শিখ্‌লি ত, বলনা। আমি কি বলছিলাম তা আমার মনেও নেই, ছাই। দেখ সেলিম, আমার কল্পনাশক্তি খুব আছে; কিন্তু স্মরণশক্তি নেই। দৌলত উন্নিসার কল্পনাশক্তি নেই; স্মরণশক্তি আছে। আমি যেন একটা খরুচে সওদাগর,—রোজগারও করি খুব; আবার যা পাই তা উড়িয়ে দিই। দৌলৎ খুব হিসেবী গেরোস্ত।—বেশী রোজগার কর্ত্তে পারে না বটে, কিন্তু যা পায় জমাতে পারে।—হাঁ, হাঁ, আমি বল্‌ছিলাম বটে যে, কৃপণ খেটে আজীবন টাকাই রোজগার করুছে, তার পুত্র বা প্রপৌত্রের উড়োবার জন্যে;—ঐ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

দৌলৎ। কি এমন আশ্চর্য্য! বল ত সেলিম!

মেহের। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়! বল ত সেলিম!

সেলিম। কিন্তু তোরা যে সব আশ্চর্য্য ব্যাপার বল্‌ছিস্‌, তার চেয়েও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে।

মেহের। কি রকম? কি রকম?

সেলিম। সম্রাট্‌ আকবরের সঙ্গে রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাটের সঙ্গে এক ক্ষুদ্র জমীদারের লড়াই এর চেয়ে আর কি আশ্চর্য্য আছে!

দৌলৎ। পাগল বোধ হয়।

সেলিম। আমারও সেই রকম জ্ঞান ছিল। কিন্তু অল্পদিনেই যে রকম সম্রাট-সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করে' তুলেছে, তাতে আর পাগল বলি কি করে। ১০০ রাজপুত, ৫০০ মোগল-সৈন্যের সঙ্গে লড়্‌ছে। কখন বা হারিয়ে দিচ্ছে।

মেহের। তোমরা একটা দস্তুরমত যুদ্ধ ক'রে তা'দের হারিয়ে দাও না কেন?

সেলিম। এবার তাই হ'বে। মানসিংহ শোলাপুর থেকে আস্‌বার সময়, পথে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে', তার সৈন্যবল পরীক্ষা করে' আস্‌বেন। তিনি তাকে কথায় বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেন ত ভালো; নৈলে যুদ্ধ হ'বে।

মেহের। যুদ্ধে তুমি যাবে?

সেলিম। আমি যাবো না? আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না কি পঙ্গুর মত ঘরে বসে' থাকবো?

মেহের। তবে আমিও সঙ্গে যাবো।

সেলিম। তুমি!

মেহের। তার আর আশ্চর্য্য কি?

দৌলৎ। তা'হলে আমিও যাবো।

সেলিম। সে কি? স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে কি?

মেহের। কেন যাবে না? তোমরা আমাদের কাছে এসে 'এমনি যুদ্ধ কল্লাম, অমনি যুদ্ধ কল্লাম' বলে' বড়াই কর। আমরা গিয়ে দেখ্‌বো, তোমরা সত্য সত্য যুদ্ধ কর কি না?

সেলিম। যুদ্ধ করি না ত কি বিনা যুদ্ধে জয় পরাজয় হয়?

মেহের। আমার ত তাই বোধ হয়।—এ পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে, ও পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে; তারপর একটা টাকার এক পক্ষ নেয় এ পিঠ, অন্য পক্ষ নেয় ও পিঠ, তারপরে একজন সেটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘুরিয়ে উঁচু দিকে ফেলে দেয়—মাটিতে পড়্‌লে যার দিকটা উপরে থাকে, সেই পক্ষের জয় সাব্যস্ত হয়।

সেলিম। তবে এত সৈন্য নিয়ে যাই কি জন্য?

মেহের। একটা হাঁক্ ডাক্ কর্ত্তে, এটা লোক দেখাতে। তুমি ত এই তালপাতার সেপাই, তুমি আবার যুদ্ধ কর্ব্বে। তোমার আর যুদ্ধ কর্ত্তে হয় না—কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। তা বৈকি।

মেহের। সেলিম দুধের ছেলে, ও যুদ্ধ কর্ব্বে কি?

সেলিম। বটে! তোমরা তবে নিতান্তই দেখ্‌বে?

মেহের। হাঁ দেখ্‌বো। কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। হাঁ দেখ্‌বো বৈকি!

সেলিম। আচ্ছা, আলবৎ দেখ্‌বে। আমি বাদসাহের অনুমতি নিয়ে এবার তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি! দেখ, যুদ্ধ করি কিনা।

এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন

মেহের। হাঃ হাঃ হাঃ! দৌলৎ, সেলিমকে ক্ষেপিয়ে দিলেই হ'ল। ওর এমনি দেমাক্, যে তাতে ঘা' পড়্‌লে একেবারে অজ্ঞান।

এই সময়ে পরিচারিকা শশব্যস্তে প্রবেশ করিল

"সম্রাট্ আস্‌ছেন!"

বলিয়া চলিয়া গেল

মেহের। পিতা? এ সময়ে হঠাৎ?

দৌলৎ। আমি যাই।

মেহের। যাবি কোথা? সম্রাটের কাছে আর্জ্জি কর্ত্তে হবে। দাঁড়া না।

দৌলৎ। না, আমি যাই।

মেহের। তুই ভারি ভীরু, কাপুরুষ। সম্রাট্ কি বাঘ না ভালুক? তোকে খেয়ে ফেল্‌বেন না ত!

দৌলৎ। না আমি যাই।

এই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন

মেহের। দৌলৎ সম্রাট্‌কে ভারি ভয় করে,—আমি ডরাই না। বাহিরে না হয় তিনি সম্রাট্। বাড়ীতে তাঁকে কে মানে?

সম্রাট আকবর প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"মেহের এখানে একেলা বসে'?"

মেহের সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন

"হাঁ, আপাততঃ একা বটে। দৌলৎ এখানে ছিল। আপনি আস্‌ছেন শুনে দৌড়্।"

আকবর। কেন?

মেহের। কি জানি! সম্রাট্‌কে শত্রুরা ভয় করে করুক আমরা ভয় কর্ত্তে যাবো কেন?

আকবর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন

"তুমি আমাকে ভয় কর না?"

মেহের। কিছু না। আমি ত দেখি যে, আপনি ত ঠিক মানুষের

মতই দেখতে। তা সম্রাটই হোন্ আর তুর্কীর সুলতানই হোন্। ভয় কর্ত্তে যাবো কেন ?—তবে মান্য করি।

আকবর। কেন ?

মেহের। কেন ? মান্য কর্ব্ব না !—বাবা ! একে বাপ, তাতে বয়সে বড় !

আকবর। সত্য কথা মেহের। তোরাও যদি আমায় ভয় কর্ব্বি তা'হলে আমায় ভালোবাস্‌বে কে ?—সেলিম এখানে এসেছিল না ?

মেহের। হাঁ বাবা। ভাল কথা, রাণা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে নাকি যুদ্ধ হবে ?

আকবর। সম্ভব। মানসিংহ সেখানে যাচ্ছেন। তিনি ফিরে এলে সেটা স্থির হবে।

মেহের। সেলিম এ যুদ্ধে যাবেন ?

আকবর। নিশ্চয়। তার যুদ্ধ শিক্ষা কর্ত্তে হ'বে। মানসিংহ চিরকাল থাক্‌বে না।

মেহের। পিতা ! আমার একটা আর্জ্জি আছে।

আকবর। কি আর্জ্জি ?

মেহের। মঞ্জুর কর্ব্বেন, বলুন আগে।

আকবর। বলা দরকার কি ? জানো না কি মেহের, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই।

মেহের। বেশ। তবে এ যুদ্ধ দেখ্‌তে দৌলৎ আর আমি যাবো।

আকবর। সেকি ! স্ত্রীলোক যুদ্ধে যাবে কি ?

মেহের। কেন, স্ত্রীলোক কি মানুষ নয় যে চিরকালটা চাবিবন্ধ হয়ে থাকবে ? তাদের সখ নেই ?

আকবর। কিন্তু এ সখ কি রকম ? এ কখন হ'তে পারে ?

মেহের। খুব হ'তে পারে। শুধু হ'তে পারে না, তাই হ'বে। বাপ আব্দার কর্ত্তে পারে, আর মেয়ে আব্দার কর্ত্তে পারে না?

আকবর। আমি কবে আব্দার কল্লাম?

মেহের। কেন, সে দিন চিতোর জয় করে এসে বল্লেন, 'মেহের, হিন্দু শাস্ত্র থেকে একটা গল্প বল্ দেখি, যা'তে কোন ধার্ম্মিক বীর ছলে শত্রু বধ করেছে'। তা আমি বালি-বধের কথা বল্লাম; দ্রোণ-বধ করবার কথা বল্লাম। তখন আপনি হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন।

আকবর। সে আর এ সমান হোল?

মেহের। নাই বা হোল।—বাবা, আমি এ যুদ্ধে যাবোই।

আকবর। তা কি হয়?

মেহের। হয় কি না হয় দেখুন।

আকবর। আচ্ছা এখন যা। পরে বিবেচনা করে' দেখা যাবে। যুদ্ধই ত আগে হোক্।

উভয়ে বিপরীত দিকে গমন করিলেন

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয় সাগর হ্রদতীর। কাল—মধ্যাহ্ন। একদিকে রাজপুত সর্দারগণ—মানা, গোবিন্দ সিংহ, রাম সিংহ, রোহিদাস ও প্রতাপ সিংহের মন্ত্রী ভীম সা সমবেত, অপর দিকে মহারাজা মানসিংহ দণ্ডায়মান

মানসিংহ। আমার অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজনের জন্য আমি রাণা প্রতাপ সিংহের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ভীম। আমাদের আধুনিক অবস্থায় মানসিংহের অভ্যর্থনার যোগ্য আয়োজন কোথা থেকে কর্ব্বো। তবে আমরা জানি যে অম্বরের অধিপতি এই যৎসামান্য অভ্যর্থনা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা কর্ব্বেন এবং সকল ত্রুটি মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

মানসিংহ। ভীম সা। প্রতাপ সিংহের আতিথ্য গ্রহণ করা আজ প্রত্যেক রাজপুতের পক্ষে সম্মানের কথা।

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ। আপনি সত্য কথা বলেছেন।

মানা। মহারাজ মানসিংহ কথায় মাত্র প্রতাপের স্তাবক। কিন্তু কার্য্যে তিনি প্রতাপের চিরশত্রু মোগলের পদ-লেহী!

রোহিদাস। চুপ কর মানা। মানসিংহ আকবরের শ্যালকপুত্র। তাঁর কাছে অন্যরূপ কি আচরণ প্রত্যাশা কর্ত্তে পারো?

ভীম। মানসিংহ যাহাই হউন, তিনি আজ আমাদের অতিথি। মানার কথা ধর্‌বেন না মহারাজ।

মানসিংহ। কিছু মনে করি নাই। মানা সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখবেন যে, আকবরের শ্যালকপুত্র হওয়ার জন্য আমি নিজে দায়ী নহি; সে কার্য্য আমার স্বকৃত নহে। তবে আকবরের

পক্ষে যুদ্ধ করি, একথা স্বীকৃত। কিন্তু আকবরের বিপক্ষে, অস্ত্রধারণ কি বিদ্রোহ নহে?

গোবিন্দ। কেন মহারাজ?

মানসিংহ। আকবর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি।

মানা। কোন্ স্বত্বে?

মানসিংহ। শক্তির স্বত্বে। যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ স্থির হ'য়ে গিয়েছে, কে ভারতের অধিপতি।

রাম। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি মানসিংহ! স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ এক বৎসরে কি এক শতাব্দীতে শেষ হয় না। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের স্বত্ব পিতা হতে পুত্রে বর্ত্তে; সে স্বত্ব বংশপরম্পরায় চ'লে আসে।

মানসিংহ। কিন্তু তা' নিস্ফল। প্রভূতবল ও অপরিমিত-শক্তি আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' রক্তপাত করায় ফল কি?

রাম। মানসিংহ! ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। আমরা নিজের বিবেচনামতে কাজ করে' যাই। ফলাফলের জন্য দায়ী নহি।

মানসিংহ। ফলাফল বিবেচনা না করে' কাজ করা মূঢ়তা নয় কি?

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! এই যদি মূঢ়তা হয়, তবে এই মূঢ়তায় পৃথিবীর অর্দ্ধেক উচ্চপ্রবৃত্তি ও মহত্ত্ব নিহিত আছে! এই রকম মূঢ় হয়েই সাধ্বী স্ত্রী প্রাণ বিসর্জ্জন করে, কিন্তু সতীত্ব দেয় না। এই রকম মূঢ় হয়েই স্নেহময়ী মাতা সন্তানরক্ষার্থে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। এই রকম মূঢ় হয়েই ধার্ম্মিক হিন্দু মুণ্ড দেয়, কিন্তু কোরাণ গ্রহণ করে না।—জেনো মানসিংহ! রাণা প্রতাপের দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা আছে, তাঁর এই আত্মোৎসর্গে এমন একটা মহৎ সম্মান আছে, যা মানসিংহের সম্রাট-পদরজোবিমণ্ডিত স্বর্ণমুকুটে নাই। ধিক্ মানসিংহ! তুমি যাই হও, হিন্দু। তোমার মুখে এই কথা ধিক্!

এই সময় অমর সিংহ প্রবেশ করিয়া মানসিংহকে কহিলেন

"মহারাজ মানসিংহ! পিতা বল্লেন—আপনি শ্রান্ত হয়েছেন, তবে আপনার জন্য প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে' তাঁকে সম্মানিত করুন।"

মানসিংহ। প্রতাপ সিংহ কোথায়?

অমর। তিনি অসুস্থ, আজ কিছু আহার কর্ব্বেন না। আপনার আহারান্তে তিনি এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বেন।

মানসিংহ। হাঁ! বুঝেছি অমর সিংহ। তাঁকে বোলো, এ অসুস্থতার কারণ আমি অবগত আছি। আমার সঙ্গে তিনি আহার কর্ত্তে প্রস্তুত নহেন। তাঁকে বল্‌বে যে, এতদিন তাঁর সম্মানরক্ষার্থে আমাদের মান খুইয়েছি। আর সম্রাটের দাস হয়েও তাঁর বিপক্ষে আমি স্বয়ং এতদিন অস্ত্র ধরিনি; তাঁকে বোলো, যে, আজ থেকে মানসিংহ স্বয়ং তাঁর শত্রু। তাঁর এ অহঙ্কার চূর্ণ না করি ত আমার নাম মানসিংহ নহে।

এই সময়ে প্রতাপ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"মহারাজ মানসিংহ, উত্তম! তাই হোক্। প্রতাপ সিংহ স্বয়ং আকবরের প্রতিপক্ষ। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের শত্রুতায় তিনি ভীত নহেন। মহারাজ মানসিংহ আজ রাণার অতিথি; নহিলে এখানেই স্থির হয়ে যেত যে, কে বড়—সম্রাটের শ্যালকপুত্র মহারাজ মানসিংহ, না দীন দরিদ্র রাণা প্রতাপ। মহারাজের যখন ইচ্ছা সমর-ক্ষেত্রে রাণা প্রতাপ সিংহের সাক্ষাৎ পাবেন।"

মানসিংহ। উত্তম! তবে তাই হো'ক। শীঘ্রই সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে।

রোহিদাস। তোমার ফুফো আকবরকে পার ত সঙ্গে কোরে নিয়ে এস।

প্রতাপ। চুপ কর রোহিদাস।

মানসিংহ সরোষে প্রস্থান করিলেন

প্রতাপ। বন্ধুগণ! এতদিন সমরের যে উদ্যোগ করেছি, এখন তার পরীক্ষা হ'বে। আজ স্বহস্তে আমি যে অনল জ্বালিয়েছি, বীর-রক্তে সে অগ্নি নির্ব্বাণ কর্ব্বো। মনে আছে ভাই সে প্রতিজ্ঞা যে, যুদ্ধে যাই হয়—জয় কি পরাজয়—মোগলের নিকট এ উষ্ণীষ নত হবে না? মনে আছে সে প্রতিজ্ঞা, যে চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব?

সকলে। মনে আছে রাণা।

প্রতাপ। উত্তম! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

সকলে। জয়! রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীর অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল—রাত্রি। পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধ-শয়ান পৃথ্বীরাজ, সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী যোশীবাই দণ্ডায়মানা

যোশী। যুদ্ধ বেধেছে—প্রতাপের আর আকবরের সঙ্গে; একদিকে এক ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতি আর একদিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাট।

পৃথ্বী। কি সুন্দর দৃশ্য! কি মহৎ ভাব! আমি ভাব্ছি যে এটার উপর একটা কবিতা লিখবো।

যোশী। তুমি রাজকবি, বোধ হয় কবিতায় সম্রাটকেই বড় কর্ব্বে?

পৃথ্বী। সম্রাটকে বড় কর্ব্বো না? তিনি হলেন সম্রাট্, তার উপরে আমি তাঁর মাহিনা খাই! এটা না হয় কলিকাল, তাই বলে কি আমি নেমকহারামি কর্ব্ব?

যোশী। কলিকালই বটে! নইলে প্রতাপের ভাই শক্ত, প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবৎ খাঁ, আজ এ যুদ্ধে প্রতাপের বিরুদ্ধে মোগল শিবিরে। নহিলে অম্বরপতি রাজপুতবীর মানসিংহ, রাজপুতানার একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন-রাজ্য মেবারের স্বাধীনতার বিপক্ষে বদ্ধপরিকর!—নইলে বিকানীরপতির ভাই ক্ষত্রিয় পৃথ্বীরাজ মোগল সম্রাট্ আকবরের স্তাবক! হায়! চাঁদ কবি বলেছিলেন ঠিক, যে, হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক শত্রু স্বয়ং হিন্দু।

পৃথ্বী। তুমি সত্য কথা বলেছ যোশী—হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু হিন্দু। [চিন্তা] ঠিক্! হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু।—ঠিক!—হুঁ—ঠিক—

এই বলিতে বলিতে পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে শিরঃসঞ্চালন করিতে করিতে, পশ্চাতে সম্বদ্ধ-করযুগ পৃথ্বী কক্ষ মধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। যোশী নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

পৃথ্বী। এটার উপর বেশ একটা কবিতা লেখা যায়। 'হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু।' এই রকম এর একটা সুন্দর উপমা দেওয়া যায়, যে মানুষের অনেক শত্রু আছে, যেমন বাঘ, ভালুক, সাপ, বাজ ইত্যাদি! কিন্তু মানুষের প্রধান শত্রু মানুষ! বাঘ ভালুক থাকে জঙ্গলে, সাপ থাকে গর্ত্তে, বাজ থাকে আকাশে। তাদের শত্রুতাতে বড় যায় আসে না। কিন্তু মানুষ পাশাপাশি থাকে—সে শত্রু হ'লে ব্যাপার বড় গুরুতর! কিম্বা অহংজ্ঞানের প্রধান শত্রু অহঙ্কার। কিম্বা—

যোশী। প্রভু! তুমি জীবনে কি শুদ্ধ উপমা খুঁজেই বেড়াবে?

পৃথ্বী! বড় সুন্দর ব্যবসা!—উপমাগুলো সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা ক'রে দেয়। তা'রা বুঝিয়ে দেয় যে কি বাস্তব-জগতে, কি সংসারক্ষেত্রে, কি মনোরাজ্যে—সব জায়গায়, বিকাশ একই ধারায় চলেছে। বড় কবি সেই,—যে সে সম্বন্ধগুলি দেখিয়ে দেয়। উপমাই তা দেখাবার উপায়। কালিদাস বড় কবি কিসে?—উপমায়—'উপমা কালিদাসস্য!'—উঃ কি কবিই জন্মেছিলে কালিদাস! প্রণাম,—প্রণাম, কালিদাস! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম!—হাঁ যোশী, আমার শেষ কবিতা, সম্রাটের সভাবর্ণনা, শোননি, শোন—

যোশী। প্রভু, এই অসার কবিতা লেখা ছাড়ো!

পৃথ্বী থমকিয়া দাঁড়াইলেন; পরে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন

"কবিতা লেখা ছাড়বো? তার চেয়ে বঁটিটা নিয়ে এসে গলাটা কেটে ফেল না কেন? কবিতা লেখা ছাড়বো? বল কি যোশী!"

যোশী। তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি বিকানীরপতি রায়সিংহের ভাই! তুমি হ'লে সম্রাটের চাটুকার কবি! তুমি শূন্যগর্ভ কথার মালা গেঁথে এই দুর্লভ মানব-জন্ম ব্যয় করে' দিলে! লজ্জাও করে না!

পৃথ্বী পুনরায় বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন

পৃথ্বী। "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"—এও সেই কালিদাস বলে গিয়েছেন। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ—কি না, যেমন কেউ বা গান গাইতে ভালবাসে; কেউ বা তা শুন্‌তে ভালবাসে। কেউ বা রাঁধতে ভালবাসে; কেউ বা খেতে ভালবাসে। প্রতাপ যুদ্ধ কর্ত্তে ভালবাসে; আমি কবিতা লিখ্‌তে ভালবাসি। প্রতাপ অসি ধরেছে, আমি মসী ধরেছি!

যোশী। কি সুন্দর ব্যবসা! এ কাব্যময় সংসারে এসে অসার কথার অসারতর মিল খুঁজে খুঁজে, জীবনটা কেবল বাঁশী বাজিয়ে কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছো?

পৃথ্বী। সেই রকমই ত ইচ্ছা। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, যে পথের পথিক, আমিও যদি সে পথ অবলম্বন করেছি, তাতে কিছু লজ্জিত হবার কারণ দেখি না। কবিতা লেখা নীচ-ব্যবসা নহে।

যোশী। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

পৃথ্বী। বুঝেছো ত? তবে এখন এ রকম বৃথা বিতণ্ডা না করে', যা'তে আমার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে, সেই রকম খাদ্যের আয়োজন কর; যাও দেখি, দেখ খাবারের দেরী কত?

যোশী চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে, পৃথ্বী একটু চিন্তিতভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে কহিলেন

"প্রতাপ! তুমি গৃহ-প্রতাড়িত হয়ে, রিক্তহস্তে একা এই বিশ্বজয়ী সম্রাটের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে? যে সাধনা নিশ্চিত নিষ্ফল, সে সাধনা কেন? এস আমাদের দলে মিশে যাও; পূর্ণ আহার পাবে, বাস কর্ব্বার জন্য প্রাসাদ পাবে, রাজ-সম্মান পাবে। কেন এই একটা গোঁয়ার্ত্তমি করে,' একটা আদর্শ খাড়া করে' অনর্থক যত ক্ষত্রিয়-পুরুষদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের ঝগড়া বাধিয়ে দেও!"

এই বলিয়া পৃথ্বী কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাটের গিরিসঙ্কট; সেলিমের শিবির। কাল—প্রাহ্ণ। সেলিমের শিবিরে দৌলৎ ও মেহের প্রবেশ করিলেন

মেহের। কৈ, সেলিম ত এখানে নেই।

দৌলৎ। তাই ত!

মেহের। ব্যস্‌। আমি বসে' তার অপেক্ষা কর্ব্ব।

দৌলৎ! তুই যে আজ চটিছিস্‌ দেখ্‌ছি।

মেহের। চট্‌বো না?—এলাম যুদ্ধ দেখতে! তা কোথায় যুদ্ধ?—যুদ্ধের চেয়ে বেশী ফাঁকা আওয়াজই শুন্‌ছি। না। আমার পোষালো না। আমি আর এরকম নিশ্চিন্ত উদাসীনভাবে থাকতে চাই না! আমার আর এখানে এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে ইচ্ছে কচ্ছে না। আমি আ'জই চলে' যাবো।

দৌলৎ। তোর ত মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্ল্লাম না। তাড়াতাড়ি এলি যুদ্ধ দেখতে; এখন যুদ্ধ হব হব হচ্ছে, এমন সময় বলিস্‌ চলে যাবো।

মেহের। কোথায় যুদ্ধ! আজ পনর দিন দুই সৈন্য মুখোমুখি হ'য়ে বসে' রয়েছে, আর চোখ রাঙাচ্ছে। একটা যুদ্ধ হোলো কৈ! এতে ধৈর্য্য থাক্‌তে পারে না! ঐ শোন্‌—ঐ সেই ফাঁকা আওয়াজ। না, আমি আর থাক্‌তে পার্ব্বো না! আমি এখনি চলে যাবো।—এই যে সেলিম আস্‌ছে!

সসজ্জ সেলিম পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। ভগ্নীদ্বয়কে নিজের শিবিরে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"এ কি!—তোমরা এখানে? আমার শিবিরে?"

দৌলৎ। দাদা, মেহের ত ভারি চটেছে—

সেলিম। কেন?

দৌলৎ। বলে—আজই চলে' যাবো।

সেলিম। কি রকম?

মেহের। (উঠিয়া) কি রকম! যুদ্ধ কৈ? যত কাপুরুষ রাজপুত-সৈন্য, আর যত কাপুরুষ মোগল-সৈন্য,—সঙের মত দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে হাঁক্ ডাক দিচ্ছে বটে, কিন্তু না হচ্ছে যুদ্ধ, না বাজছে বাদ্যি। এই যদি যুদ্ধ হয় ত কাজ নেই দাদা, আমাকে মানে মানে বাড়ী রেখে এস!

সেলিম। তা কি হয়! যুদ্ধ হ'বে। মানসিংহ কাপুরুষ সেনাপতি,—তাই আক্রমণ কর্ত্তে ভয় পাচ্ছে। আমি যদি সেনাপতি হ'তাম্—

মেহের। তুমি সেনাপতি নও! তবে কি তুমি একটা কাঠের পুতুল হ'য়ে এসেছো? না, আমি সমস্ত ব্যাপারের ওপর চটে' গিছি! আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি আর থাক্‌বো না।

সেলিম। তা কেমন ক'রে হবে। আগ্রায় অম্নি পাঠিয়ে দিলেই হোল? সোজা কথা কি না?

মেহের। সোজাই হোক্, বাঁকাই হোক্, আমাকে কাল সকালে আগ্রায় পাঠিয়ে দেবে ত দাও—নহিলে আমি রসাতল কর্ব্ব—

সেলিম। কি রসাতল কর্ব্বে?

ভূমিতে সজোরে পদাঘাত করিলেন

মেহের। আমি মহারাজ মানসিংহকে নিজে গিয়ে বল্‌বো, কি আত্ম-হত্যা কর্ব্ব,—আমার কাছে দুই সমান। সোজা কথা—(পরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন)—"আর আমি একদিনও এখানে থাক্‌ছিনে।"

সেলিম। তখন ত আস্‌বার জন্য একেবারে পাগল! স্ত্রীজাতির স্বভাব, যাবে কোথা! তখন যে আমার পায়ে ধর্ত্তে বাকি রেখেছিলে।

মেহের। যে টুকু বাকি রেখেছিলাম সে টুকু এখন কর্চ্ছি!—(এই বলিয়া সেলিমের পায়ে ধরিলেন।) "আমার ঘাট হয়েছে দাদা। আমি ভেবেছিলাম—সব বীর-পুরুষের সঙ্গে এসেছি। কিন্তু দেখছি সব ভীরু,

কাপুরুষ। একটা ভেড়ার মধ্যে যতটুকু সাহস আছে তাও তোমাদের নেই।—এই পায়ে ধর্চ্ছি। হয় কালই একটা এস্পার ওস্পার কর, নৈলে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমার যুদ্ধের ওপর ঘৃণা জন্মে গিয়েছে।"

সেলিম। আচ্ছা, তুই দাঁড়া। আমি একবার মানসিংহের কাছে যাচ্ছি। তার পরে যা হয় করা যাবে।—বাবা, তুই ধন্যি মেয়ে। ভাগ্যিস তুই মাত্র ছোট বোন্,—তাতেই এই আবদার!

এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন

দৌলৎ। আচ্ছা বাহানা নিইছিস।

মেহের। নেবো না? এতে কোন ভদ্রলোকের মেজাজ ঠিক থাকতে পারে?

এই সময়ে "সেলিম, সেলিম" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শক্ত সিংহ শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও রমণীদ্বয়কে দেখিয়া

"ওঃ—মাফ কর্ব্বেন!" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন

দৌলৎ। কে ইনি?

মেহের। ইনি শুনেছি রাণা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ। দিব্য চেহারা—না?

দৌলৎ। হাঁ—না,—তা—

মেহের। সেলিমের কাছে শুনেছি—শক্ত সিংহ খুব বিদ্বান, আর তার উপরে অত্যন্ত ব্যঙ্গপ্রিয়! আহা, এসে এমন চট্ করে' চলে' গেলেন! থাক্‌লে, একটু গল্প করা যেত। এ যুদ্ধক্ষেত্র!—অত জেনা-নামি এখানে নাইবা কল্লাম। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, মুসলমান-দের এই বিষম আবরু প্রথার উপর আমি হাড়ে চটা!—আমাদের এই রূপরাশি কি দশজনে দেখলেই অম্‌নি ক্ষয়ে গেল! চল্ নিজের শিবিরে যাই,—কি ভাবছিস্?—আয়!

এই বলিয়া দৌলৎ উন্নিসার হাত ধরিয়া লইয়া মেহের বাহির হইয়া গেলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন। সেলিম ও মহাবৎ মুখোমুখি দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন

সেলিম। মহাবৎ খাঁ। প্রতাপ সিংহের সৈন্য কত জানো?

মহাবৎ। চরের হিসাব অনুসারে ২২০০০ আন্দাজ হ'বে। তার উপরে ভীল-সৈন্য আছে।

সেলিম। মোট ২২০০০? (পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে) আর কিছু নাহোক, প্রতাপের স্পর্দ্ধাকে ধন্যবাদ দিই। ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে যে ২২০০০ মাত্র সৈন্য নিয়ে দাঁড়ায়, সে মানুষটাকে একবার দেখ্তে ইচ্ছা হয়।

মহাবৎ। সমর-ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন। যুদ্ধে প্রতাপ সিংহ সৈন্যের পিছনে থাকেন না, তাঁর স্থান সমগ্র সৈন্যের পুরোভাগে।

সেলিম। মহাবৎ! যুদ্ধের ফলাফলের জন্য আমরা তোমার সমরকৌশলের উপর নির্ভর করি। (পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া) দেখ্‌ব—তুমি পিতৃব্যের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র কি না!

মহাবৎ। যুদ্ধের ফল একরূপ নিশ্চিত! আমাদের সৈন্য মেবার সৈন্যের প্রায় চতুর্গুণ। তার উপরে আমাদের কামান আছে, প্রতাপের কামান নাই। আর স্বয়ং মানসিংহ আজ মোগল-সৈন্যের অধিনায়ক!

সেলিম। এই মানসিংহের কথা শুন্তে শুন্তে আমি জ্বালাতন হইছি! স্বয়ং সম্রাট্ যুদ্ধবিগ্রহে মানসিংহের নাম জপ করেন, যেন মানসিংহ তাঁর ইষ্ট দেবতা; যেন মানসিংহ ভিন্ন মোগল-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হোত না!

মহাবৎ। সে কথা কি মিথ্যা সাহাজাদা? তুষার-ধবল ককেশস্ হ'তে আরাকান, হিমগিরি হ'তে বিন্ধ্য—কোন প্রদেশ আছে যা মানসিংহের বাহুবল ভিন্ন মোগলের করায়ত্ত হয়েছে? সম্রাট তা'

জানেন! আর তিনি প্রতাপকেও জানেন। তাই তিনি এ যুদ্ধে মানসিংহকে পাঠিয়েছেন।

সেলিম। ঢের শুনেছি মহাবৎ, মানসিংহের নাম ঢের শুনেছি! শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ বধিরপ্রায় হয়েছে!

মহাবৎ। বিধাতার লিখন—কুমার, বিধাতার লিখন!

এই সময় মানসিংহ একখানি মানচিত্র লইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন

মান। বন্দেগি যুবরাজ। বন্দেগি মহাবৎ! মেবার-সৈন্য প্রধানতঃ কমলমীরের পশ্চিমদিকের গিরিশ্রেণীতে রক্ষিত। কমলমীরের প্রবেশপথ অতি সঙ্কীর্ণ। দুদিকে অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, তার উপর রাজপুত-সৈন্য ও ভীল তীরন্দাজেরা অবস্থিত।—এই দেখ মানচিত্র।

মহাবৎ মানচিত্র দেখিয়া কহিলেন

"তবে কমলমীরে প্রবেশ দুঃসাধ্য ?"

মান। দুঃসাধ্য নয়,—অসাধ্য। রাজপুত-সৈন্য সহসা আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্বো!

সেলিম। সে কি মানসিংহ! আমরা এরূপ নিরুদ্যমে কত দিন বসে থাকবো ?

মান। যতদিন পারি। দস্তুরমত রসদের বন্দোবস্ত আমি করেছি।

সেলিম। কখ্‌ন না। আমরাই আক্রমণ কর্ব্বো!

মান। না যুবরাজ, আমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্বো! যাও মহাবৎ, এই আজ্ঞা পালন করগে যাও।

সেলিম। তা হ'তে পারে না। মহাবৎ, সৈন্যদিগকে কাল প্রত্যূষে শত্রুর বিপক্ষে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

মান। যুবরাজ! সেনাপতি আমি!

সেলিম। আর আমি কি এ যুদ্ধে সাক্ষীগোপাল হ'য়ে এসেছি?

মান। আপনি এসেছেন সম্রাটের প্রতিনিধিস্বরূপ।

সেলিম। তার অর্থ?

মান। তার অর্থ এই যে, আপনি এসেছেন সম্রাটের নামস্বরূপ, ফার্ম্মানস্বরূপ, চিহ্নস্বরূপ। আপনাকে না নিয়ে এসে সম্রাটের একখানি চর্ম্ম-পাদুকা নিয়ে এলেও সমানই কাজ দেখ্‌তো!

সেলিম। এতদূর আস্পর্দ্ধা মানসিংহ!

এই বলিয়া তরবারি উন্মোচন করিলেন

মান। তরবারি কোষবদ্ধ করুন যুবরাজ! বৃথা ক্রোধ প্রকাশে ফল কি? আপনি জানেন যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনি আমার সমকক্ষ নহেন। আপনি জানেন সৈন্যগণ আমার অধীন, আপনার নহে।

সেলিম। আর তুমি আমার অধীন নও?

মান। আমি আপনার পিতার অধীন, আপনার অধীন নহি। এ যুদ্ধে তাঁর আজ্ঞা নিয়ে এসেছি। আপনার কার্য্যে আমি সাধ্যমত বাধা দিব না। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি দেখি, তবে বাতুলকে যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, আপনাকেও সেইরূপ কর্ব্ব। তার কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সম্রাটের কাছে দিব। মহাবৎ! যাও, আমার আজ্ঞা পালন কর।

মহাবৎ সেলিমকে ক্রোধ-গম্ভীর দেখিয়া বাক্যব্যয় না করিয়া, নীরবে কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিলেন

মানসিংহ "বন্দেগি যুবরাজ" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেলিম। আচ্ছা, এ যুদ্ধ শেষ হো'ক্‌, তার পরে এর প্রতিশোধ নেবো।—ভৃত্যের এতদূর স্পর্দ্ধা!

এই বলিয়া সেলিম বেগে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সমরাঙ্গন। শক্তসিংহের শিবির। কাল—অপরাহ্ন। শক্ত একাকী দণ্ডায়মান

শক্ত। এই মেবার। এই আমার জন্মভূমি মেবার! আজ আমার মন্ত্রণায় মোগল-সৈন্য এসে এই স্বর্ণপ্রসূ মেবার ছেয়েছে। অচিরে এই ভূমি তার নিজের সন্তানদের রক্তে বিরঞ্জিত হ'বে। যে রক্ত সে তার সন্তানদের দিয়েছিল, তা' ফিরে পাবে। ব্যস্! শোধবোধ।—আর প্রতাপ! তোমার সঙ্গেও আমার শোধবোধ হবে! মেবার ছারখার কর্ব্বো, ও সেই শ্মশানের উপর প্রেতের মত বিচরণ কর্ব্বো! এই মাত্র, আর বেশী কিছু নয়। আমি মেবার রাজ্য চাই না, মোগলের কাছে কোন পুরস্কার চাই না। এর মধ্যে দ্বেষ নাই, লোভ নাই, হিংসা নাই। শুধু প্রতাপের কাছে একটা ঋণ ছিল, তাই পরিশোধ কর্ত্তে এইছি। প্রাকৃতিক অন্যায়, সামাজিক অবিচার, রাজার স্বেচ্ছাচার—আমার যতদূর সাধ্য, এর কিছু প্রতিকার কর্ব্বো। জাতি বৃহৎ, আমি ক্ষুদ্র। একা সে উদ্দেশ্য সাধন কর্ত্তে পারি না, তাই মোগলের সাহায্য নিইছি। কে বল্‌তে পারে যে, অন্যায় কাজ করেছি? কিছু অন্যায় করি নাই! বরং একটা বিরাট অন্যায়কে ন্যায়ের দিকে নিয়ে আস্‌তে যাচ্ছি। ঔচিত্যের শান্তিভঙ্গ হয়েছিল, আমি সেই শান্তি ফিরিয়ে আস্তে যাচ্ছি। কোন অন্যায় করি নাই।

এই সময়ে মেহের উন্নিসা সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন. শক্ত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন

"কে?"

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা, আকবর শাহের কন্যা।

শক্ত সহসা সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন

"আপনি সম্রাটের কন্যা? আপনি যে আমার শিবিরে!"

মেহের। আপনি প্রতাপ সিংহের ভাই, আপনি যে তাঁর বিপক্ষ-শিবিরে ?

শক্ত এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন

"হাঁ, আমি প্রতাপ সিংহের বিপক্ষ-শিবিরে।—আমি প্রতিশোধ চাই।"

মেহের। তাহ'লে আপনার চেয়ে আমার উদ্দেশ্য মহৎ। আমি ভাব কর্ত্তে চাই।

শক্ত বিস্মিত হইলেন

মেহের। কি রকম ? আপনি যে অবাক্ হয়ে গেলেন।

শক্ত। আমি ভাব্‌ছি।

মেহের। তা বেশ ভাবুন না ? আমিও ভাবি !

এই বলিয়া মেহের বসিলেন, শক্ত সিংহ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিলেন এবং কহিলেন

"আপনার এখানে আসার অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি ?"

মেহের। পারেন বৈকি, খুব পারেন ! আমি ভারি মুস্কিলে পড়েছি !

শক্ত। মুস্কিল ! কি মুস্কিল ?

মেহের। মহামুস্কিল ! সেলিম আমার ভাই হ'ন, তা' জানেন বোধ হয়। আমি আর দৌলৎ উন্নিসা যুদ্ধ দেখ্‌তে এসেছি, তা'ও হয় ত শুনে থাক্‌বেন। এখন এলাম যুদ্ধ দেখ্‌তে ; কিন্তু, কৈ,—যুদ্ধের নাম গন্ধও নেই ! দুটো প্রকাণ্ড সৈন্য বসে' বসে' কেবল ত খাচ্ছে, এই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা'ত দেখতে আসিনি। এখন বসে' বসে' কি করি বলুন দেখি ? দৌলৎ উন্নিসার সঙ্গে এতক্ষণ বেশ গল্প কচ্ছিলাম। তা' সেও ঘুমিয়ে পড়্‌লো !—বাবা, কি ঘুম ! এই গোলযোগের মধ্যে কোন্ ভদ্রলোক ঘুমোতে পারে !—আমি এখন একা কি করি ! দেখ্‌লাম—আপনিও

এখানে একা ব'সে। তা' ভাবলাম—আপনার সঙ্গে না হয় একটু গল্পই করি। সেলিমের কাছে শুনেছি আপনি একটা বিদ্বান লোক।

শক্ত ভাবিলেন—আশ্চর্য্য বালিকা। তিনি একেবারে অবাক হইয়া গেলেন

শক্ত। না। আমি এ রকমে অভ্যস্ত নই।—সে যাহোক্, কিন্তু আপনি আমার শিবিরে একাকিনী শুনে সেলিমই বা কি বল্‌বেন, সম্রাট আকবরই বা কি বল্‌বেন?

মেহের। সম্রাট্ আকবর কিছু বল্‌বেন না—সে ভয় নেই। তাঁর কাছে আমার একটা কথাই আইন কানুন। আর সেলিম। সেলিম বল্‌বেন আর কি? আমি তাঁর বোন্। আমাদের একই বয়স। তবে কি জানেন, মেয়েমানুষ অল্প বয়সেই বিজ্ঞ হ'য়ে পড়ে। তাই আমি যা' বলি, তিনি তাই শুনে যান, নিজে বড় কিছু বলেন না!—হাঁ, ভালো কথা! আপনি কি বিবাহিত?

শক্ত। না, আমার বিবাহ হয়নি।

মেহের। আশ্চর্য্য ত।

শক্ত। কি আশ্চর্য্য।

মেহের। আপনার বিয়ে হয়নি!—তা' আশ্চর্য্যই বা কি এমন! আমারও ত বিয়ে হয়নি।—তবে আপনার স্ত্রী যদি থাকতেন, আর সঙ্গে যুদ্ধে আসতেন, তা'হলে তাঁর সঙ্গে খুব ভাব কর্ত্তাম! তা' আপনার বিয়েই হয় নি—তা' কি হবে!

শক্ত। আমার দুর্ভাগ্য।

মেহের। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনে! তবে বিবাহ করা একটা প্রথা অনেক দিন থেকে চলে আস্‌ছে—মেনে চল্‌তে হয়। আচ্ছা প্রথম প্রেমিক ও প্রেমিকার কথাবার্ত্তা কি ধরণের। শুন্তে বড় কৌতূহল হয়।

উপন্যাসে যে রকম আছে, সে রকম যদি কথাবার্ত্তা সত্যি সত্যিই হয় ত বড়ই হাস্যকর! ইনি বল্লেন, "প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরী, তোমা বিহনে আমি বাঁচিনে," আর উনি বল্লেন যে, "নাথ, প্রাণেশ্বর, তোমাকে না দেখে আমি ম'লাম;"—সব দুদিন, কি তিন দিনের মধ্যে—আগে চেনাশুনা ছিল না,—দু-তিন দিনের মধ্যে এমনি অবস্থা দাঁড়াল, যে, পরস্পরকে না দেখে একেবারে বাঁচেন না!

শক্ত। আপনি দেখ্‌ছি কখন প্রেমে পড়েননি।

মেহের। না, সে সুযোগ কখনো ঘটেনি। আমি আজ পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে প্রেমে পড়িনি। আর আমার সঙ্গে যে কেউ প্রেমে পড়্‌বে, তার কোন ভয় নেই!

শক্ত। কেন?

মেহের। শুনেছি যে, লোকে যার সঙ্গে প্রেমে পড়ে, তার চেহারাখানা ভালো হওয়া চাই। সব উপন্যাসে পড়ি যে, নায়ক হলেই গন্ধর্ব্ব-কুমার, আর নায়িকা হলেই অপ্সরা হতেই হ'বে। বিশেষ কুরূপা রাজকন্যার কথা আমি ত শুনিনি—দেখেছি বটে।

শক্ত। কোথায় দেখেছেন?

মেহের। আয়নায়।—আমার চেহারাখানা মোটেই ভালো নয়। চোখ-দুটো মন্দ নয়, যদিও আকর্ণবিশ্রান্ত নয়! ভ্রূদুটো—শুনেছি যুগ্ম ভ্রূই ভালো; তা আমার ভ্রূদুটোর মধ্যে একেবারে ফাঁক! তারপরে আমার নাকটার মাঝখানটা একটু উঁচু হ'ত ত, বেশ হ'ত। তা' আমার নাক চেপ্টা—চীনে রকম! অথচ আমার বাবা মা, দু'জনার নাকই ভালো। গালদুটো টেবা।—না, আমি দেখতে মোটেই ভালো নয়। কিন্তু আমার বোন দৌলৎ উন্নিসা দেখ্‌তে খুব ভালো! আমি দেখ্‌তে যা খারাপ, সে তা পুষিয়ে নিয়েছে! তা সেটাতে তার চেয়ে আমারই

লাভ বেশী। আমি দিনরাত্রি একখানা ভাল চেহারা দেখি;—কিন্তু সে ত দিবারাত্রি কিছু আয়না সাম্‌নে ধ'রে রাখ্‌তে পারে না!

এই সময়ে সন্ন্যাসিনীবেশে ইরা শিবিরে প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কে তুমি?

ইরা। আমি ইরা, প্রতাপ সিংহের কন্যা।

শক্ত। ইরা?—আমার শিবিরে! সন্ন্যাসিনীবেশে! এ কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

ইরা। না পিতৃব্য, স্বপ্ন নয়। আমি সত্যই ইরা। আমি আপনাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি, পিতৃব্য!

মেহের উন্নিসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন

"ইনি কেন?"

শক্ত। ইনি আকবর সাহের কন্যা মেহের উন্নিসা। (স্বগত) এ বড় আশ্চর্য্য যে, আমার শিবিরে এক সময়ে মোগলরাজের কন্যা ও রাজপুতরাজের কন্যা অনিমন্ত্রিতভাবে উপস্থিত।

মেহের ইরার কাছে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি হস্ত রাখিয়া কহিলেন

"তুমি প্রতাপসিংহের কন্যা?"

ইরা। হাঁ, সাহজাদি!

মেহের। আমি সাহজাদি টাদি নই। আমি মেহের! সম্রাট্‌ আকবরের মেয়ে বটে, কিন্তু তাঁর এরকম মেয়ে ঢের আছে! একটা বেশী বা একটা কমে বড় যায় আসে না—আমি বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যাবার জন্য অনেক আব্‌দার করিছি, কিন্তু তিনি কোন মতে নিয়ে যাননি! তাই এবার নাছোড়বান্দা হ'য়ে সেলিমের সঙ্গে এসেছি—আমার একটি পিসতুত বোন্‌ও এসেছে, তার নাম দৌলৎ উন্নিসা।

ইরা। তিনি কোথায়?

মেহের। তিনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বাবা—কি ঘুম!—আমি চিম্‌টি কেটেও তার ঘুম ভাঙাতে পার্ল্লাম না। তার উপর এই যুদ্ধের গোলযোগে মানুষ ঘুমোতে পারে?—তুমিই বল!

ইরা। পিতৃব্য! আমার কিছু বল্‌বার আছে।

মেহের। বলনা! আমি এখানে আছি বলে কিছু মনে করোনা। ইরা। তোমার যদি এই ইচ্ছা যে, তুমি তোমার খুড়োকে যা বল্‌বে, তা—কারো কাছে প্রকাশ না পায়, তা আমি যা শুন্‌বো, কাউকে বল্‌বো না, আমার মাথা কেটে নিলেও না। আমি পারি ত সে কথাবার্ত্তায় যোগ দেব! নৈলে কেবল শুনে যাবো। তোমার নাম ইরা বল্লে না? খাসা নাম! আর চেহারাখানা নিখুঁত!—কৈ, কথাবার্ত্তা চলুক না।—চুপ করে' রৈলে যে?—আচ্ছা বেশ, তোমরা কথাবার্ত্তা কও, আমি ততক্ষণ গিয়ে দৌলৎ উন্নিসাকে ডেকে নিয়ে আসি। সে তোমাকে দেখ্‌লে নিশ্চয়ই খুব খুসী হ'বে।

এই বলিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকা বটে!—তুমি একাকিনী এসেছো?

ইরা। হাঁ।

শক্ত। তুমি এখানে একাকিনী নিরাপদে কেমন করে' এলে?

ইরা। নিরাপদে আস্‌বার জন্যই এ সন্ন্যাসিনীবেশ পরিছি!

শক্ত। প্রতাপ সিংহের জ্ঞাতসারে এসেছো?

ইরা। না, পিতৃব্য, আমি তাঁকে জানিয়ে আসিনি।

শক্ত। প্রতাপ সিংহের কুশল ত?

ইরা। হাঁ, শারীরিক কুশল।

শক্ত। তিনি কি কর্চ্ছেন?

ইরা। তিনি যুদ্ধোন্মাদ! কখন সৈন্যদের শেখাচ্ছেন, কখন মন্ত্রণা কর্চ্ছেন, কখনও সামন্তদের উত্তেজিত কর্চ্ছেন।

শক্ত। আর ভ্রাতৃজায়া?

ইরা। তিনি সুস্থ। কিন্তু গত দু'তিন দিন রাত্রে ঘুমোননি, পিতার শিয়রে চৌকি দিচ্ছেন! পিতা ঘুমের ঘোরেও যুদ্ধই স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। কখন চেঁচিয়ে উঠ্‌ছেন 'আক্রমণ কর' কখন বা ভৎর্সনা কর্চ্ছেন, কখন বা বল্‌ছেন 'ভয় নাই'! কখন বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ছেন "শক্ত, তুমি শেষে সত্যিই তোমার জন্মভূমির সর্ব্বনাশের মূল হ'লে!'

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে ইরা অবনতমুখে ডাকিলেন

"পিতৃব্য!"

শক্ত। ইরা!

ইরা। এর কি কিছু কারণ আছে, যার জন্য আপনি—বাবার ভাই,—তাঁর বিপক্ষে স্বচ্ছন্দে মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন; যার জন্য আপনি আজ হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর শত্রু হয়েছেন?

শক্ত। এর কারণ ইরা, তোমার পিতা বিনা অপরাধে আমাকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

ইরা। শুনেছি সেই ব্রহ্মহত্যা।—যে দেশকে উচ্ছন্ন কর্ত্তে আপনি অস্ত্র ধরেছেন, সেই গরীব ব্রাহ্মণ সেই দেশকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিয়েছিল!—আপনার ইতিহাস একবার মনে করুন দেখি, পিতৃব্য! সালুম্ব্রাপতি অনুগ্রহ ক'রে আপনাকে মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা করেছিলেন। আমার পিতা—আপনার ভাই, স্নেহবশে আপনাকে সালুম্ব্রাপতির কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসে প্রতিপালন করেছিলেন। সেই সালুম্ব্রাপতির বিরুদ্ধে, সেই আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে আপনি এই অস্ত্র

ধরেছেন? যাঁরা আপনাকে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁদের প্রাণ নিতে আজ আপনি বদ্ধপরিকর!

শক্ত। সব সত্য কথা ইরা। কিন্তু সেই ভাই যে ভাইকে নির্ব্বাসন করেছেন, এ কথার তুমি উল্লেখ কর নাই।

ইরা। সে কথা সত্য। কিন্তু যদি ভাই একদিন আতঙ্কবশে অপরাধই করে থাকে পিতৃব্য,—পৃথিবীতে ক্ষমা বলে' কি একটা পদার্থ নেই! সে কি শুদ্ধ অভিধানে, শুদ্ধ উপন্যাসেই আছে? চেয়ে দেখুন পিতৃব্য, ঐ শ্যামল উপত্যকা; যে তাকে চরণে দলছে, চষছে, সে প্রতিদানে তাকেই শস্য দিচ্ছে। চেয়ে দেখুন ঐ গাছ, গরু তাকে মুড়িয়ে খাচ্ছে, সে আবার তারই জন্য নূতন পল্লব বিস্তার কর্চ্ছে। হিংসার বাষ্প সমুদ্র হ'তে ওঠে, মেঘ সৃষ্টি করে, আকাশে ক্রোধে গর্জ্জন করে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার শীতল হ'য়ে আশীর্ব্বাদের মত সুমিষ্ট জলধারা সমুদ্রে বর্ষণ করে।—পৃথিবীতে কি সবই হিংসা, সবই দ্বেষ, সবই বিবাদ?

শক্ত। ইরা, পৃথিবীতে ক্ষমা আছে; কিন্তু প্রতিশোধও আছে। আমি প্রতিশোধ বেছে নিইচি!

ইরা। কিসের প্রতিশোধ পিতৃব্য? নির্ব্বাসন দণ্ডের? পিতা আপনাকে নির্ব্বাসন করেছিলেন কি বিনা দোষে? কে প্রথমে সে দ্বন্দ্ব সূচিত করে, যা'র জন্য সে দিন সে ব্রহ্মহত্যা হয়? আর যদিই বা পিতা আপনাকে বিনাদোষে নির্ব্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু তার পূর্ব্বে কি তিনি নিরাশ্রয় আপনাকে সস্নেহে নিকটে আনিয়ে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন নাই?

শক্ত। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি অন্যায়রূপে পরিত্যক্ত, দূরীভূত ও প্রতাড়িত হয়েছিলাম।

ইরা। সে অন্যায় আমার পিতৃকৃত নহে। উদয় সিংহ যা করেছিলেন,

তা'র জন্ত কৈফিয়ৎ দিতে পিতা বাধ্য নহেন। তিনি একবার আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পরে না হয় আবর সেই আশ্রয় হতে বঞ্চিত করেছিলেন। তবে প্রতিশোধ কিসের? উপকারগুলো কি কিছুই নয় যে ভুলে যেতে হবে? আর অপকারগুলোই মনে করে' রাখ্‌তে হবে?

শক্ত স্তম্ভিত হইলেন; ইহার পর কি উত্তর দিবেন! ভাবিলেন,

"সে কি! আমি কি ভ্রান্ত? নহিলে এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে পাচ্ছিনে!" (কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন)—"ইরা। আমি এর কি উত্তর দেবো বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে! ভেবে দেখবো।"

ইরা। পিতৃব্য! সমস্যা এত কঠিন নয়, আর আপনিও এত মূঢ় নন, যে এ সহজ জিনিস বুঝতে এত কষ্ট হচ্চে। প্রতিশোধ! উত্তম! যদি পিতাই অপরাধ করে থাকেন, তবে আপনার প্রতিশোধ পিতার উপর, স্বদেশের উপর নয়। স্বদেশ, জন্মভূমি—সে নিরীহ, তার উপর এ বিদ্বেষ কেন? সেই দেশকে উচ্ছন্ন কর্ব্বার জন্য আপনি এই মোগল-সৈন্য টেনে এনেছেন—যে দেশকে প্রতাপ সিংহ রক্ষা কর্ব্বার জন্য আজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত!

শক্ত। ইরা! আমি বাল্যকাল হতেই জন্মভূমির ক্রোড় হ'তে বঞ্চিত।

ইরা। তবু সে জন্মভূমি!

শক্ত। সে নামে মাত্র। সে জন্মভূমির কাছে আমার কোন ঋণ নাই।

ইরা। ঋণ নাই থাকুক, বিনা অপরাধে তাকে মোগল-পদদলিত কর্ব্বার এ প্রয়াস কি অন্যায় অত্যাচার নয়? যদি প্রতাপ সিংহ আপনার প্রতি অন্যায় করে' থাকেন, সে কৈফিয়ৎ তিনি দিতে বাধ্য, মেবার বাধ্য নয়।

শক্ত কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন

"ইরা, তুমি বোধ হয় উচিত কথাই বলছো। আমি ভেবে দেখ্‌বো। যদি নিজের অন্যায় বুঝি তা'র যথাসাধ্য প্রতিকার কর্ব্ব, প্রতিশ্রুত হচ্ছি।—কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইছি, বুঝি ফিরে যাবার পথ নাই।"

ইরা। পিতৃব্য! আমি যুদ্ধেরই বিরোধী। আমি পিতাকে যুদ্ধ হ'তে বিরত হ'তে সর্বদা অনুরোধ করি! তিনি শুনেন না। তবে যুদ্ধ যখন হবেই, তখন আমার সহানুভূতি পিতার দিকে;—তিনি পিতা, আর মোগল শত্রু বলে' নয়। তা এই বলে', যে মোগল আক্রমণকারী, পিতা আক্রান্ত; মোগল প্রবল, পিতা দুর্ব্বল।

শক্ত। ইরা, তোমারই ঠিক্, আমারই ভুল। প্রতিশ্রুত হচ্ছি, এর যথাসম্ভব প্রতিকার কর্ব্ব।

ইরা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপনার সে চেষ্টা ফলবতী হয়।—পিতৃব্য, তবে প্রণাম হই।

শক্ত। চল, আমি তোমাকে রেখে আসি।

ইরা। না পিতৃব্য, আমি সন্ন্যাসিনী; কেহ বাধা দিবে না। তবে আসি পিতৃব্য।

শক্ত। এসো বৎসে!

ইরা চলিয়া গেলেন

শক্ত। আমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ বলে' অহঙ্কার করি। কিন্তু এই বালিকার কাছে পরাস্ত হোলাম!—তবে কি একটা বিরাট অন্যায়ের সূত্রপাত করেছি? তবে কি অন্যায় আমারই?—দেখি ভেবে।

শক্ত চিন্তামগ্ন হইলেন। এমন সময়ে দৌলৎ উন্নিসা সমভিব্যাহারে মেহের উন্নিসা প্রবেশ করিলেন

মেহের। ইরা কোথায়?

শক্ত। চলে' গেছে।

মেহের। চলে' গেছে! বাঃ এ ভারি অন্যায়! মহাশয়। আপনি জানেন যে আমি দৌলৎকে ডেকে আস্তে গেছি কেবল এই উদ্দেশ্যে, যে ইয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আর আপনি অনায়াসে তাকে ছেড়ে দিলেন? এ কি রকম ভদ্রতা!

শক্ত। মাফ কর্ব্বেন সাহজাদি! আমি সে কথা ভুলে গিয়াছিলাম। ইনিই কি আপনার ভগিনী?

মেহের। হাঁ ইনিই আমার ভগিনী দৌলৎ উন্নিসা। কি সুন্দর চেহারা দেখেছেন?—দৌলৎ! আর একটু ঘোমটাটা খোল ত বোন্।

দৌলৎ। যাও—(এই বলিয়া ঘোম্‌টা দ্বিগুণিত করিলেন।)

মেহের। খোল না। তোর মুখখানি ত একেবারে কাঁচা গোল্লাটি নয় যে, যে দেখ্‌বে সে তুলে নিয়ে টপ্‌ করে' গালে ফেলে দেবে।—খোল না ভাই, খুলে তার পর বাড়ী নিয়ে গিয়ে যদি দেখিস্ যে তার একটু খয়ে গিয়েছে, তা'হলে আমাকে বকিস্।—খোল না। (সবলে দৌলৎএর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কহিলেন)—"এইবার ভাল করে' দেখুন,—দেখ্‌ছেন! সুন্দরী কি না?"

শক্ত। সুন্দরী বটে। এত রূপ আমি দেখিনি! কি বলে' এ রূপকে বর্ণনা করি—জানি না।

মেহের। আমি কর্চ্ছি।—নিস্তব্ধ নিশীথে এস্রাজের প্রথম ঝঙ্কারের মত, নির্জ্জন বিপিনে অস্ফুট গোলাপকলিকার মত, প্রথম বসন্তে প্রথম মলয়হিল্লোলের মত—কেমন, হচ্ছে কিনা—

দৌলৎ। যাঃ!

মেহের। প্রথম যৌবনে প্রথম প্রেমের মধুর স্বপ্নের মত—

দৌলৎ মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিলেন

মেহের। মুখ চেপে ধরিস কিলা? ছাড়্, হাঁফ লাগে। (পরে শক্তকে কহিলেন)—"কি বলেন! আমি অনেক রূপবর্ণনা অনেক উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু এক কথায় এমন বর্ণনা কর্ত্তে পারি, যে আজ পর্য্যন্ত হাফেজ থেকে ফইজি পর্য্যন্ত কেউ সে রকম কর্ত্তে পারেননি।"

শক্ত। কি রকম?

মেহের। সে কথাটি এই, যে, বিধাতা এ মুখখানা এর চেয়ে ভালো কর্ত্তে গিয়ে, যদি কোন জায়গায় বদলাতেন ত খারাপই হোত, ভালো হোত না!—ওকি লা! একদৃষ্টে ওঁর মুখপানে হাঁ করে' চেয়ে রইছিস্ যে! শেষ শক্ত সিংহের সঙ্গে প্রেমে পড়লি নাকি!

দৌলৎ। যা!

মেহের। হুঁ, প্রেমের লক্ষণই সব বোধ হচ্ছে। হাঁ করে' চেয়ে থাকা চো'খোচো'খি হলেই চো'খ নামিয়ে নেওয়া, কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হওয়া, তার উপর যা'র কথার জ্বালায় বাঁচা যায় না, তার মুখে কেবল ঐ এক কথা "যাঃ"—এসব কেতাবে যা যা লেখে সব মিলে যাচ্ছে যে রে! করেছিস্ কি! তা কি হয় যাদু! ওঁরা হোলেন রাজপুত, আমরা হোলাম মোগল!—তা হবে নাই বা কেন! বাবা মোগল, মা রাজপুত; তাদেরও ত বিয়ে হয়েছে।

দৌলৎ। যাঃ!

বলিয়া পলায়ন করিলেন। শক্ত ঈষৎ তদভিমুখে হঠাৎ অগ্রসর হইলে মেহের কহিলেন

"হয়েছে! আপনিও তাই! নহিলে ও যাচ্ছে নিজের শিবিরে, আপনি তাকে বাধা দিতে যান কি হিসাবে? কিন্তু মহাশয় এ রকম

যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রেমে পড়া ত কোন কবিতায় বা উপন্যাসে রেখে না। দেখবেন সাবধান! এমন কাজটি কর্ব্বেন না।"

এই বলিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিলেন

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়;—এক জন অপরূপ সুন্দরী, আর এক জন অসাধারণ মনীষিণী। অসামান্য রূপবতী এই দৌলৎ উন্নিসা, দুদণ্ড দাঁড় করিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। আর মেহের উন্নিসাও দেখবার জিনিস বটে। এমন চপলা, এমন রসিকা, এমন আনন্দময়ী—আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাট ; প্রতাপের শিবির। কাল—মধ্যরাত্রি। শিবির বাহিরে একাকী বক্ষোপরি সম্বদ্ধবাহুযুগল প্রতাপ সিংহ দাঁড়াইয়া দূরে চাহিয়াছিলেন। পরে শুকস্বরে কহিলেন

মানসিংহ আমার আক্রমণের অপেক্ষা কর্চ্ছেন। আমিও তাঁর আক্রমণ প্রতীক্ষা কচ্ছি।—আমি আক্রমণ কর্ব্ব না। কমলমীরের পথ—এই গিরিসঙ্কট রক্ষা কর্ব্ব। আক্রমণ কর্ত্তাম, কিন্তু, একদিকে অশীতি সহস্র সুশিক্ষিত মোগল-সৈন্য, আর একদিকে বাইশ হাজার মাত্র অর্দ্ধশিক্ষিত রাজপুত-সৈন্য।—তার উপর মোগল-সৈন্যের কামান আছে, আমাদের কামান নাই।—হায়! এ সময় যদি পঞ্চাশটি মাত্র কামান পেতাম, তার জন্য এ ডান হাতখানি কেটে দিতে রাজি ছিলাম।—পঞ্চাশটি মাত্র কামান।"

এই বলিয়া ক্ষিপ্র পাদচারণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"রাণার জয় হোক্।"

প্রতাপ। কে? গোবিন্দ সিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ।

প্রতাপ। এত রাত্রে?

গোবিন্দ। বিশেষ সংবাদ আছে।

প্রতাপ। কি সংবাদ?

গোবিন্দ। মোগল-সৈন্যাধিপতি মানসিংহ তাঁর মতলব বদ্‌লেছেন।

প্রতাপ। কি রকম?

গোবিন্দ। শক্ত সিংহ কমলমীরের সুগম পথ মানসিংহকে দেখিয়ে

দিয়েছেন! মানসিংহ তাই তাঁর সৈন্যের এক ভাগকে সেই পথ দিয়ে কমলমীরের দিকে যাত্রা কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়েছেন।

প্রতাপ। শক্ত সিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ রাণা। সেলিম ও মানসিংহের মধ্যে সৈন্যচালনা-সম্বন্ধে বিবাদ হয়। সেলিম রাজপুত-সৈন্য আক্রমণ কর্ব্বার জন্য আজ্ঞা করেন। মানসিংহ তা'র প্রতিরোধ করেন। পরে শক্ত সিংহ এসে কমলমীরের সুগমপথ মানসিংহকে বলে' দেন। মানসিংহ সেই পথে কাল মোগলসৈন্য কমলমীরের দিকে পাঠাতে মনস্থ করেছেন।

প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; পরে কহিলেন—"গোবিন্দ সিংহ! আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই! সামন্তদের হুকুম দাও যে কাল প্রত্যুষে বিপক্ষের শিবির আক্রমণ করে। আমরা আর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্ব না। আমরা আক্রমণ কর্ব্ব। যাও।"

গোবিন্দসিংহ চলিয়া গেলেন

প্রতাপ বেড়াইতে বেড়াইতে আপন মনে কহিতে লাগিলেন—"শক্ত সিংহ! শক্ত সিংহ! হাঁ শক্ত সিংহই বটে। জ্যোতিষীগণনা মনে আছে, যে, শক্ত সিংহ মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবে। আর বুঝি আশা নাই! সেই গণনাই ফল্‌বে।—হোক্! তাই হোক্! চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে না পারি, তার জন্য ত মর্ত্তে পার্ব্বো।"

পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন

লক্ষ্মী। জীবিতেশ্বর। এখনো জাগ্রত?

প্রতাপ। কত রাত্রি লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। দ্বিতীয় প্রহর অতীত! এখনো তুমি শোওনি!

প্রতাপ। চক্ষে ঘুম আস্‌ছে না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। চিন্তাজ্বরেই ঘুম আসছে না! মন হ'তে চিন্তা দূর কর দেখি!—যুদ্ধ—সে ত ক্ষত্রিয়দের ব্যবসা! জয় পরাজয়! সে ত ললাট-লিপি। যা ভবিতব্য তা হবেই। জীবন মরণ! সেও ত ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ছেলেখেলা। কিসের ভাবনা?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! আমি আজ্ঞা দিয়েছি কাল প্রত্যূষে মোগলশিবির আক্রমণ কর্ত্তে। সেই চিন্তায় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়েছে। মাথায় শরীরের সমস্ত রক্ত উঠেছে! ঘুমাতে পাচ্ছিনা!

লক্ষ্মী। চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? ইচ্ছাশক্তি দিয়ে চিন্তাকে দমন কর! কাল যুদ্ধ! সে অনেক চিন্তার কাজ, অনেক পরিশ্রমের কাজ, অনেক সহিষ্ণুতার কাজ! আজ রাত্রিকালে একটু ঘুমিয়ে নেও দেখি। প্রভাতে নূতন জীবন, নূতন তেজ, নূতন উৎসাহ পাবে।

প্রতাপ। ঘুমাতে চাই, কিন্তু পারি না। জানি, গাঢ়নিদ্রায় নব জীবন দেয়, নব তেজ দেয়, নব উৎসাহ দেয়। হায়, আমার নয়নে নিদ্রা কে দিতে পারে!

লক্ষ্মী। আমি দিতে পারি!—এস ঘুমাবে এস।

উভয়ে শিবিরাভ্যন্তরে গেলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রমণীশিবির—বহির্দ্দেশ। কাল—মধ্যরাত্রি। মেহের উন্নিসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে রমণীশিবিরের বহির্ভাগে বেড়াইয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন

ভীমপলশ্রী—মধ্যমান

বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তাঁরি চরণে লুটায়।
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই—
যত বাঁধ বাঁধি—তত ভেঙে যায়।

এমন সময় দৌলৎ উন্নিসা সেস্থানে প্রবেশ করিলেন

দৌলৎ। মেহের। এত রাত্রে তুই জেগে।

মেহের। আর তুই বুঝি ঘুমিয়ে?

দৌলৎ। আমার ঘুম হচ্ছে না।

মেহের। আমারও ঠিক ঐ অবস্থা। আমারও ঘুম হচ্ছে না!

দৌলৎ। কেন? তোর ঘুম হচ্ছে না কেন?

মেহের। বাঃ, আমিও যে ঠিক তাই তোকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে যাচ্ছিলাম। ভারি মিলে যাচ্চে যে দেখছি! তোর ঘুম হচ্ছে না কেন দৌলৎ?

দৌলৎ। তুই কি কথা কাটাকাটি কর্ব্বি?

মেহের। এর জবাব নেই। সত্যি কথা বল্‌তে কি, এবার আমার হার—সম্পূর্ণ হার!—তবে শোন্! রাত্রি গভীর! সে তোরও, আমারও; উভয়েই জেগে,—তুইও আমিও। কারণ এক—ঘুম হচ্ছে না। যদি বলিস্ কেন ঘুম হচ্ছে না! তারও একই কারণ—সে কারণ প্রকাশ কর্ত্তে নেই,—তোরও নেই, আমারও নেই।

দৌলৎ। কি কারণ?

মেহের। বল্‌ছি না যে তা প্রকাশ কর্ত্তে নেই?

দৌলৎ। বল্ না ভাই—কি কারণ?

মেহের। ঐ তোর দোষ। বেজায় নাছোড়বান্দা! পরক করে' দেখ্‌ছিস্ টের পেইছি কিনা? টের পেইছিরে, টের পেইছি।

দৌলৎ। কি—

মেহের। উঃ, মোগল-সৈন্যগুলো কি ঘুমুচ্ছে।

দৌলৎ। বল্ না।

মেহের। এখেন থেকে তাদের নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

দৌলৎ। আঃ বল্ না।

মেহের। দূরে রাজপুত-সৈন্যদের মশালের আলো দেখছিস্?

দৌলৎ। বল্‌বিনে, বল্‌বিনে, বল্‌বিনে?

মেহের। বোধ হয় চৌকি দিচ্ছে।

দৌলৎ। যাঃ, শুন্তে চাইনে!

মেহের। না শোন্।

দৌলৎ। না যাও, শুন্তে চাইনে!

মেহের। আঃ শোন্ না।

দৌলৎ। না তোর বল্‌তে হবে না!

মেহের। আমি বল্‌বোই।

দৌলৎ। আমি শুন্‌বো না।

মেহের। তোর শুন্তেই হবে।

দৌলৎ মুখ ফিরাইয়া রহিল, মেহের তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল

করে' তবে ছাড়ে! এখন চল্ দেখি একটু শুইগে। রাত যে পুইয়ে এল।

দৌলৎ। চল্ ভাই তোকে আর কি বল্‌বো।

মেহের। কিছু বল্‌তে হবে না। যা আমি যাচ্ছি!

দৌলৎ উন্নিসা চলিয়া গেলেন

মেহের। ভগবান্! রক্ষা কর। দৌলৎ জানে না যে, দৌলৎ উন্নিসা যার অনুরাগিণী, দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও তার অনুরাগিণী! যেন সে কথা সে ঘুণাক্ষরেও জান্তে না পারে। সে কথা যেন একা তুমিই জানো ভগবান্, আর আমিই জানি। ভগবান্, এই বর দেও, যেন দৌলৎ উন্নিসার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে পারি। তা'হলেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। নিজের জন্য অন্য বর চাহি না। কেবল এই বর চাই, যে, এই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে দমন কর্ত্তে পারি। সেই শক্তি দাও। আমার কোমল হৃদয়কে কঠিন কর। আমার উন্মুখ প্রেমকে পরের শুভেচ্ছায় পরিণত কর।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—হলদিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত। প্রতাপ সিংহ ও
সমবেত রাজপুত সর্দারগণ

প্রতাপ। বন্ধুগণ! আজ যুদ্ধ। এতদিন ধরে' যে শিক্ষার আয়োজন করেছি, আজ তার পরীক্ষা হবে!—বন্ধুগণ! জানি, মোগল-সৈন্যের তুলনায় আমাদের সৈন্য মুষ্টিমেয়। হোক্ রাজপুত-সৈন্য অল্প; তাদের বাহুতে শক্তি আছে।—বল্‌তে লজ্জা হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, চক্ষে জল আসে, যে এ যুদ্ধে বিপক্ষ-শিবিরে আমার স্বদেশী রাজা, আমার ভ্রাতা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু আমার শিবির শূন্য নহে। সালুম্ব্রাপতি, ঝালাপতি চণ্ড ও পুত্তের সন্ততিগণ এ যুদ্ধে আমাদের দিকে। আর এ যুদ্ধে আমাদের দিকে ন্যায়, আমাদের দিকে ধর্ম্ম, আমাদের দিকে রাজপুতগণের কুল-দেবতারা। যুদ্ধে জয় হোক্, পরাজয় হোক্, সে নিয়তির হস্তে। আমরা যুদ্ধ কর্ব্ব। এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা মোগলের হৃদয়ে বহুশতাব্দী অঙ্কিত থাকবে; এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত হবে; এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা মোগল-সিংহাসনখানি বিকম্পিত কর্ব্বে।—মনে রেখো বন্ধুগণ! যে আমাদের বিপক্ষ রাজা অপর কেহ নহেন, স্বয়ং সম্রাট্ আকবর—যাঁর পুত্র আজ সমরাঙ্গনে, যাঁর সেনাপতি মানসিংহ স্বয়ং এ যুদ্ধে উপস্থিত! এ শত্রুর উপযুক্ত যুদ্ধই কর্ব্ব!

সকলে। জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।

প্রতাপ। রাম সিং! জয় সিং! মনে রেখো যে তোমরা বেদ্‌নোর পতি জয়মলের পুত্র—চিতোররক্ষায় আকবরের গুপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রে যে জয়মল নিহত হয়। সংগ্রাম সিং! শিশোদীয় বীরপুত্তের বংশে তোমার জন্ম—ষোড়শবর্ষীয় যে বীর স্বীয় মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সে চিতোর অবরোধে

যুদ্ধ করেছিল। দেখো যেন তাঁদের অপমান না হয়। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিং। চন্দাওৎ রোহিদাস! ঝালাপতি মানা! তোমাদেরও পূর্ব্ব-পুরুষগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। মনে থাকে যেন, আজ আবার সেই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। তাঁদের কীর্ত্তি স্মরণ করে' এ সমরানলে ঝাঁপ দেও।—(বলিয়া প্রস্থান করিলেন।)

"জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়" বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

দূরে শিঙ্গা বাজিল, দামামা বাজিল

দৃশ্যান্তর (১)

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত। সেলিম ও মহাবৎ

মহাবৎ। কুমার, প্রতাপ সিংহকে চিন্তে পাচ্ছেন?

সেলিম। না।

মহাবৎ। ঐ যে দেখ্‌ছেন লোহিত ধ্বজা, তার নীচে।—তেজস্বী নীল ঘোটকের পৃষ্ঠে—উচ্চ শির, প্রসারিত বক্ষ, হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ—প্রভাত সূর্য্যকিরণকে যেন কেটে শতধা দীর্ণ কচ্ছে; পার্শ্বে শাণিত ভল্ল! —ঐ প্রতাপ।

সেলিম। আর ও কে, প্রতাপ সিংহের ঠিক দক্ষিণ দিকে?

মহাবৎ। ঝালাপতি মানা।

সেলিম। আর বামে?

মহাবৎ। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহ।

সেলিম। কি বিশ্বাস ওদের মুখে! কি দৃঢ়তা ওদের ভঙ্গিমায়! ওরা আমাদের আক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছে। ধিক্ মোগল-সৈন্যদের! তা'রা এখনও প্রস্তরখণ্ডের মত নিশ্চল। আক্রমণ কর।

মহাবৎ। সেনাপতি মানসিংহের হুকুম আক্রমণ প্রতীক্ষা করা।

সেলিম। বিমূঢ়তা!—আমি বিপক্ষকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। যুবরাজ, মানসিংহের আজ্ঞা অন্যরূপ।

সেলিম। মানসিংহের আজ্ঞা!—মানসিংহের আজ্ঞা আমার জন্য নয়। ডাক আমার পঞ্চসহস্র পার্শ্বরক্ষক। আমি শত্রুকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। কুমার! জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবেন না!

সেলিম। মহাবৎ তুমি আমার অবাধ্য! যাও, এক্ষণেই যাও।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা যুবরাজ।

বলিয়া প্রস্থান করিলেন

সেলিম। মানসিংহের স্পর্দ্ধা যে সৈন্যাধ্যক্ষদিগের মধ্যে সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের যে ক্ষমতা, আমার সে ক্ষমতাও নাই। কেহই আমাকে মান্‌তে চায় না—গর্ব্বিত মানসিংহ! তোমার শির বড় উচ্চে উঠেছে। এ যুদ্ধ অবসান হোক্। তোমার এই স্পর্দ্ধা চূর্ণ কর্ব্ব।

বলিয়া প্রস্থান করিলেন

দৃশ্যান্তর (২)

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরাঙ্গন। কাল—অপরাহ্ণ। অশ্বারূঢ় সশস্ত্র প্রতাপ ও সর্দ্দারগণ

প্রতাপ। কৈ? মানসিংহ কৈ?

মানা। মানসিংহ নিজের শিবিরে—প্রভু উষ্ণীষ আমায় দিন।

প্রতাপ। কেন মানা?

মানা। ঐ উষ্ণীষ দেখে সকলেই আপনাকে রাণা বলে' জান্তে পার্চ্ছে।

প্রতাপ। ক্ষতি কি?

মানা। শত্রুদল আপনাকে চিন্তে পেরে আপনার দিকেই ধেয়ে আসছে।

প্রতাপ। আসুক। প্রতাপ সিংহ লুক্কায়িত হয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে চায় না। সেলিম জানুক, মানসিংহ জানুক, মহাবৎ জানুক—যে আমি প্রতাপ সিংহ! সাধ্য হয়, সাহস হয়, আসুক আমার সঙ্গে যুদ্ধে।

মানা। রাণা—

প্রতাপ। চুপ কর মানা। ঐ সেলিম না?

রোহিদাস। হাঁ রাণা।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেলিম প্রবেশ করিলেন

সেলিম। তুমি প্রতাপ সিংহ?

প্রতাপ। আমি প্রতাপ সিংহ।

সেলিম। আমি সেলিম!—যুদ্ধ কর।

প্রতাপ। তুমি সাহসী বটে সেলিম!—যুদ্ধ কর!

উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—সেলিম হঠিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবৎ পিছন হইতে আসিয়া সসৈন্যে প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন ও সেলিম যুদ্ধাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন

"কে কুলাঙ্গার মহাবৎ?

এই বলিয়া প্রতাপ চক্ষু ঢাকিলেন

"হাঁ প্রতাপ!"

এই বলিয়া মহাবৎ প্রতাপকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন। ইত্যবসরে আর একদল সৈন্য আসিয়া পিছনদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ ক্ষত বিক্ষত হইলেন এমন সময় মানা প্রতাপকে রক্ষা করিতে গিয়া অস্ত্রাহত হইয়া ভূপতিত হইলেন

মানা। রাণা, আমি সাংঘাতিক আহত।

প্রতাপ। মানা ভূপতিত?

মানা। আমি মরি ক্ষতি নাই! আপনি ফিরে যান রাণা। শত্রু এখানে দলে দলে আস্‌ছে, আর রক্ষা নাই।

প্রতাপ। তুমি মর্ত্তে জানো মানা, আমি মর্ত্তে জানি না? আসুক শত্রু।

মহাবতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রতাপ সিংহ সহসা স্খলিতপদে এক মৃত দেহের উপর পড়িয়া গেলেন। মহাবৎ খাঁ প্রতাপ সিংহের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে উদ্যত, এমন সময় সসৈন্যে গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিলেন

মানা। গোবিন্দ সিংহ! রাণাকে রক্ষা কর।

গোবিন্দ সিংহ মহাবৎকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় সৈন্য সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

মানা। রাণা! আর আশা নাই, আমাদের সৈন্য প্রায় নির্ম্মূল, ফিরে যান!

প্রতাপ। কখন না। যুদ্ধ কর্ব্ব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, পলায়ন কর্ব্ব না।—(উঠিয়া কহিলেন) "দাও তরবারি।"

মানা। এখনো যান। বিপক্ষ শত্রুর বিরাট তরঙ্গ আসছে।

প্রতাপ। আসুক! তরবারি কৈ—(পরে প্রতাপ তরবারি গ্রহণ করিয়া) "অশ্ব কৈ?"

এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন

মানা। হায় রাণা, কার সাধ্য এ মোগলসেনানী-বন্যার গতিরোধ করে! রাণার মৃত্যু সুনিশ্চিত। মা কালী—তোমার মনে এই ছিল।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—শক্ত সিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা

একাকী শক্ত

শক্ত। যুদ্ধ বেধেছে! বিপুল—বিরাট যুদ্ধ! ঘন ঘন কামানের গর্জ্জন!—উন্মত্ত সৈন্যদের প্রলয় চীৎকার! অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহতি, যুদ্ধডঙ্কার উচ্চ নিনাদ, মরণোন্মুখের আর্ত্তধ্বনি! যুদ্ধ বেধেছে! এক দিকে অগণ্য মোগল সেনানী আর এক দিকে বিংশতি সহস্র রাজপুত, এক দিকে কামান, আর এক দিকে শুদ্ধ ভল্ল আর তরবারি।—কি অসমসাহসিক প্রতাপ! ধন্য প্রতাপ! আজ আমি স্বচক্ষে তোমার অদ্ভূত বীরত্ব দেখেছি! আমার ভাই বটে। আজ স্নেহাশ্রুজলে আমার চক্ষু ভরে আস্ছে। আজ তোমার পদতলে ভক্তিতে ও গর্ব্বে লুণ্ঠিত হতে ইচ্ছা হচ্ছে—প্রতাপ! প্রতাপ! আজ প্রতি মোগলসৈন্যাধ্যক্ষের মুখে তোমার বীরত্বকাহিনী শুন্ছি, আর গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হচ্ছে! সে প্রতাপ রাজপুত; সে প্রতাপ আমার ভাই।—আজ এই সুন্দর মেবাররাজ্য মোগল সৈন্য দ্বারা প্লাবিত, দলিত, বিধ্বস্ত দেখ্ছি, আর ধিক্কারে আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। আমি এই মোগলবাহিনী এই চিরপরিচিত সুন্দর রাজ্যে টেনে এনেছি!

এই সময়ে শিবিরে মহাবৎ খাঁ প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কি মহাবৎ খাঁ! যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ কি?

মহাবৎ। এ উত্তম প্রশ্ন শক্ত সিংহ। এ যুদ্ধের সময় যখন প্রত্যেক সেনানী যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন তুমি নির্ব্বিবাদে কুশলে নিজের শিবিরে বসে'? এই তোমার ক্ষত্রিয়-বীরত্ব?

শক্ত। মহাবৎ! আমার কার্য্যের জন্য তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি। আমি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে এসেছি। কারো ভৃত্য নহি।

মহাবৎ। ভৃত্য নহ! এত দিন তবে মোগলের সভায় চাটুকার সভাসদ্ মাত্র ছিলে?

শক্ত। মহাবৎ খাঁ! সাবধানে কথা কহ।

মহাবৎ। কি জন্য শক্ত সিংহ?

শক্ত। আমার মানসিক অবস্থা বড় শান্ত নয়! নহিলে যুদ্ধের সময় শক্ত সিংহ শিবিরে বসে' থাকৃত না।

মহাবৎ। আর আস্ফালনে কাজ নাই! তুমি বীর যা, তা বোঝা গেছে।

শক্ত। আমি বীর কিনা একবার স্বহস্তে পরীক্ষা কর্ব্বে বিধর্ম্মী?—

এই বলিয়া শক্ত সিংহ তরবারি নিষ্কাসন করিলেন

মহাবৎ। প্রস্তুত আছি কাফের।

বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি নিষ্কাসন করিলেন

ঠিক এই সময়ে নেপথ্য হইতে শ্রুত হইল

প্রতাপ সিংহের পশ্চাদ্ধাবন কর! তা'র মুণ্ড চাই।

শক্ত। এ কি! সেলিমের গলা নয়? প্রতাপ সিংহ পলায়িত? তার বধের জন্য মোগল তার পিছে ছুটেছে? আমি এক্ষণেই আস্ছি মহাবৎ! আমার অশ্ব?—

এই বলিয়া শক্ত সিংহ অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন

মহাবৎ। অদ্ভুত আচরণ! শক্ত সিংহ নিশ্চয়ই প্রতাপ সিংহের রক্ত নিতে ছুটেছে। কি বিধিনির্ব্বন্ধ! প্রতাপ সিংহ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রেরই তরবারির আঘাতে ভূপতিত! আর প্রতাপ সিংহের আপন ভাই-ই ছুটেছে প্রতাপের শেষ-রক্তে নিজের তরবারি রঞ্জিত কর্ত্তে!—

এই বলিয়া মহাবৎ খাঁ চিন্তিতভাবে সে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

নবম দৃশ্য

স্থান—হলদিঘাট, নির্ঝরতীর। কাল—সন্ধ্যা। মৃত ঘোটকোপরি মস্তক রাখিয়া প্রতাপ ভূশায়িত।

প্রতাপ। সব শেষ। তিন দিনের মধ্যে সব শেষ। আমার পনর হাজার সৈন্য ধরাশায়ী। আমার প্রিয় ঘোটক চৈতক নিহত। আর আমি নদীর তীরে শোণিতক্ষরণে দুর্ব্বল, ভূপতিত। আমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে? আমার চিরসঙ্গী বিশ্বাসী অশ্ব চৈতক। আমার বিপদ দেখে সে পালিয়েছে, আমার সংযতরশ্মি সত্ত্বেও, বাধা, বিপত্তি, নিষেধ, না মেনে পালিয়ে এসেছে। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে নয়—সে ত নিজে প্রাণ দিয়েছে;—আমার প্রাণ রক্ষার্থে। পিছনে পিছনে কে যেন পরিচিত স্বরে ডাক্‌লে "হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো।" ভেবেছে আমি পালাচ্ছি!—চৈতক! প্রভুভক্ত চৈতক! কেন তুমি পালিয়ে এলে! যুদ্ধক্ষেত্রে না হয় দুজনেই একত্রে মর্ত্তাম! শত্রুরা হাস্‌ছে, বল্‌ছে প্রতাপ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়েছে। চৈতক! মর্ব্বার পূর্ব্বে জীবনে একবার কেন তুই এমন অবাধ্য হলি! লজ্জায় আমি মরে' যাচ্ছি। আমার মাথা ঘুর্চ্ছে।

এই সময়ে সশস্ত্র খোরাসান ও মুলতানপতি প্রবেশ করিল

খোরাসান। এই যে এখানে প্রতাপ।

মুলতান। মরে' গিয়েছে।

প্রতাপ উঠিয়া কহিলেন—"মরিনি এখনও! যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। অসি বা'র কর।"

মুলতান। আলবৎ।

খোরাসান। আলবৎ, যুদ্ধ কর।

প্রতাপ সিংহ খোরাসানের ও মুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিকটে কাহার স্বর নেপথ্যে শ্রুত হইল "হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো।"

প্রতাপ। আরো আসছে। আর আশা নাই।

মুলতান! আত্ম সমর্পণ কর। তলওয়ার দাও।

প্রতাপ। পারো ত কেড়ে নেও।

পুনরায় যুদ্ধ হইল ও প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। এমন সময়ে যুদ্ধাঙ্গনে শক্ত সিংহ প্রবেশ করিলেন

শক্ত। ক্ষান্ত হও।

খোরাসান। আর এক কাফের।

মুলতান। মারো একে।

তবে মর।

এই বলিয়া শক্ত সিংহ প্রচণ্ড বেগে খোরাসান ও মুলতানপতিকে আক্রমণ করিলেন ও উভয়কে ভূপতিত করিলেন

শক্ত। আর ভয় নাই! এখন প্রতাপ সিংহ এক রকম নিরাপদ।—দাদা! দাদা!—অসাড়!—ঝর্ণার জল নিয়ে আসি।

এই বলিয়া শক্ত জল লইয়া আসিযা প্রতাপ সিংহের মস্তকে সিঞ্চন করিয়া পুনরায় ডাকিলেন

"দাদা! দাদা! দাদা!"

প্রতাপ। কে? শক্ত!

শক্ত। মেবার-সূর্য্য অস্ত যায় নাই!—দাদা!

প্রতাপ। শক্ত! আমি তবে তোমার হস্তে বন্দী! আমায় শৃঙ্খল দিয়ে মোগল-সভায় বেঁধে নিয়ে যেও না, শক্ত। আমাকে মেরে ফেলে তারপরে আমার ছিন্ন-মুণ্ড নিয়ে গিয়ে তোমার মনিব আকবরকে উপহার দিও! শুদ্ধ জীবিতাবস্থায় বেঁধে নিয়ে যেও না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, যে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব! কিন্তু ঠিক্ সেই সময়ে আমার অশ্ব চৈতক রশ্মি-সংযম না মেনে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে

এসেছে! তা'কে কোনরূপেই ফেরাতে পার্লাম না। যদি সময়ে মর্ব্বার গৌরব হ'তে বঞ্চিত হয়েছি, আমাকে বন্দী ক'রে সে লজ্জা আর বাড়িও না। আমাকে বধ কর। শক্ত! ভাই—না, ভাই বলে' ডেকে তোমার করুণা জাগাতে চাইনে। আজ তুমি জয়ী, আমি বিজিত। তুমি চক্রের উপরে, আমি নীচে। তুমি দাঁড়িয়ে আমি তোমার পায়ের তলে পড়ে'। আমি হঠেছি। আর কিছুই চাই না, আমাকে বেঁধে নিয়ে যেও না! আমাকে বধ কর। যদি কখন তোমার কোন উপকার করে' থাকি, বিনিময়ে আমার এ মিনতি, সামান্য ভিক্ষা, এ শেষ অনুরোধ রাখো। বেঁধে নিয়ে যেয়ো না,—বধ কর। এই প্রসারিত-বক্ষে তোমার তরবারি হান।

শক্ত তরবারি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"তোমার ঐ প্রসারিত-বক্ষে আমাকে স্থান দেও, দাদা।"

প্রতাপ। তবে তুমিই কি শক্ত এখন এই মোগল-সৈনিকদ্বয়ের হাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করেছো?

শক্ত। বীরের আদর্শ, স্বদেশের রক্ষক, রাজপুতকুলের গৌরব প্রতাপকে ঘাতকের হস্তে মর্ত্তে দিতে পারি না। তুমি কত বড়, এতদিন তা বুঝিনি। একদিন ভেবেছিলাম, তোমার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। তাই পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য সেদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি মনে আছে? কিন্তু আজ এই যুদ্ধে বুঝেছি যে, তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র; তুমি বীর আর আমি কাপুরুষ। নীচ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জন্মভূমির সর্ব্বনাশ করেছি! কিন্তু যখন তোমাকে রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি, তখন এখনও মেবারের আশা আছে। রাজপুতকুলপ্রদীপ! বীরকেশরী! পুরুষোত্তম! আমাকে ক্ষমা কর।

প্রতাপ। ভাই, ভাই!

ভ্রাতৃদ্বয় আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সেলিমের কক্ষ। কাল—প্রাতঃ। সশস্ত্র ক্রুদ্ধ সেলিম উপবিষ্ট; সম্মুখে শক্ত সিংহ দণ্ডায়মান। সেলিমের পার্শ্বে অম্বর, মাড়বার চান্দেরীপতি ও পৃথ্বীরাজ শক্তের প্রতি চাহিয়া চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান।

সেলিম। শক্ত সিংহ! সত্য বল! প্রতাপ সিংহের নিরাপদে পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। কে দায়ী?—সেলিম!—তোমার বিশেষণপ্রয়োগ সমুচিতই হয়েছে। প্রতাপ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে স্বেচ্ছায় পলায়ন করেন নি! এ অপবাদের জন্য তিনি দায়ী নহেন।

অম্বর। স্পষ্ট জবাব দাও! তাঁর পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। পলায়নের জন্য দায়ী তার ঘোটক চৈতক।

পৃথ্বীরাজ কাসিলেন

সেলিম। তুমি তাঁর পলায়নের কোন সহায়তা করেছিলে কি না?

শক্ত। আমি প্রতাপের পলায়নে কোন সহায়তা করি নাই।

বিকানীর। খোরাসানী ও মুলতানী তবে কিসে মরে?

শক্ত। তলোয়ারের ঘায়ে।

পৃথ্বীরাজ হাস্য-সংবরণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার কাসিলেন

অম্বর। শক্ত সিংহ! এখানে তোমাকে ব্যঙ্গ পরিহাস কর্ব্বার জন্য ডাকা হয় নি। এ বিচারালয়।

শক্ত। বলেন কি মহারাজ! আমি ভেবেছিলাম এটা বাসরঘর। আমি বিয়ের বর, সেলিম বিয়ের কনে, আর আপনারা সব শ্যালিকা-সম্প্রদায়।

পৃথ্বীরাজ এবার হাস্য-সংবরণ করিতে পারিলেন না

সেলিম। শক্ত! সোজা উত্তর দাও।

শক্ত। যুবরাজ! প্রশ্ন কর্ত্তে হয় তুমি কর ; সোজা উত্তর দেবো। এই সব পরভুক্ রাজপারিষদের প্রশ্নে আমার গায়ে জ্বর আসে!

সেলিম। উত্তম! উত্তর দাও! মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ খোরাসানী আর মুলতানীকে কে বধ করেছে?

শক্ত। আমি।

চান্দেরী। তা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম।

শক্ত। বাঃ, আপনার অনুমানশক্তি কি প্রখর!

পৃথ্বীরাজ মাড়বারের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন

সেলিম। তুমি তাদের কেন বধ করেছো?

শক্ত। আমার ক্লান্ত মূর্চ্ছিত ভাই প্রতাপকে অন্যায় হত্যা হ'তে রক্ষা কর্ব্বার জন্য

অম্বর। তবে তুমিই এ কাজ করেছো? কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, ভীরু!

পৃথ্বীরাজ পুনর্ব্বার কাসিলেন

শক্ত। জয়পুরাধিপতি! আমি বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারি, কৃতঘ্ন হ'তে পারি, কিন্তু ভীরু নই! দুজন পাঠান মিলে এক যুদ্ধশ্রান্ত ধরাশায়ী শত্রুকে বধ কর্ত্তে উদ্যত; আমি একাকী দুজনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করে' তাদের বধ করেছি—হত্যা করি নাই।

সেলিম। তবে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছ স্বীকার কর্চ্ছ!

শক্ত। হাঁ কর্চ্ছি। এতে কি আশ্চর্য্য হচ্চ যুবরাজ। আমি বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতকের কাজ কর্ব্ব না? আমি এর পূর্ব্বে স্বদেশের বিরুদ্ধে, স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বীয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে, মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। এ না হয় আর একটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কল্লাম। আমাকে কি সম্রাট বিশ্বাসঘাতক জেনে প্রশ্রয় দেননি? অন্যায়-যুদ্ধে একবার না হয় প্রতাপকে মার্ব্বার জন্য বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলাম; এবার না হয় তাকে অন্যায় হত্যা হতে রক্ষে কর্ত্তে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি।—আর যে প্রতাপ আমার আপন ভাই, আর সে ভাই এমন ভাই, যে হীনাশ্ব হ'য়ে চতুর্গুণ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

পৃথ্বীরাজ ঘাড় নাড়িলেন—তাহার অর্থ প্রতাপের বৃথা চেষ্টা

মাড়বারপতি নির্ব্বিকারভাবে চান্দেরীপতির সহিত গুপ্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন

অম্বর। যে প্রতাপ সিংহ পার্ব্বত্য-দস্যু রাজবিদ্রোহী।

শক্ত। প্রতাপ সিংহ বিদ্রোহী, আর তুমি দেশহিতৈষী বটে, ভগবানদাস!

সেলিম। তুমি কি বলতে চাও যে প্রতাপ বিদ্রোহী নয়?

শক্ত। প্রতাপ বিদ্রোহী! আর আকবরসাহ চিতোরের ন্যায্য অধিকারী। কিম্বা তা হতেও পারে।

পৃথ্বীরাজ অসম্মতি প্রকাশক শিরঃসঞ্চালন করিলেন

সেলিম। তুমি তবে সম্রাটকে কি বলতে চাও?

শক্ত। আমি বলতে চাই যে, সম্রাট ভারতের সর্ব্বপ্রধান ডাকাত! তফাৎ এই যে, ডাকাত স্বর্ণ রৌপ্য লুঠ করে, আর আকবর রাজ্য লুঠ করেন।

পৃথ্বীরাজ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিলেন

সেলিম। হুঁ—প্রহরী! শক্ত সিংহকে বন্দী কর।

প্রহরিগণ তাহাকে বন্দী করিল

সেলিম। শক্ত সিংহ, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি জানো?

শক্ত। না হয়, মৃত্যু। মরার বাড়া ত আর গাল নাই। আমি ক্ষত্রিয়, মৃত্যুকে ডরাইনে। যদি ডরাতাম, তাহলে মিথ্যা বল্‌তাম, সত্য বল্‌তাম না। যদি সে ভয়ে ভীত হতাম, স্বেচ্ছায় মোগল শিবিরে ফিরে আস্‌তাম না। যখন সত্য কথা বল্‌তে ফিরে এসেছিলাম, তখন এ মনে করে' ফিরে আসিনি যে, সত্য বলে' মোগলের কাছে অব্যাহতি পাবো!—মোগলের সঙ্গে অনেক দিন মিশেছি, মোগলকে বেশ চিনেছি। তোমার পিতা আকবরকে বেশ চিনেছি। তিনি এক কূট, বিবেকহীন, কপট, রাজনৈতিক। তোমাকে চিনেছি—তুমি এক নির্ব্বোধ, অনক্ষর বিদ্বেষপরায়ণ রক্তপিপাসু পিশাচ।

পৃথ্বীরাজ কারুণ্যব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিলেন

সেলিম। আর তুমি গৃহ-প্রতাড়িত, মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী, নেমকহারাম কুক্কুর।—চোখ রাঙাচ্ছ কি। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু বটে, কিন্তু তার পূর্ব্বে এই পদাঘাত।—(পদাঘাত করিলেন)—কারাগারে নিয়ে যাও! কাল একে কুকুর দিয়ে খাওয়াব!—

এই বলিয়া সেলিম প্রস্থান করিলেন

শক্ত। একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে কেউ খুলে দাও; এক মুহূর্ত্তের জন্য। তার পর যে শাস্তি হয় দিও।

পৃথ্বীরাজ হতাশব্যঞ্জক অঙ্গ-ভঙ্গী করিলেন। প্রহরিগণ যুধ্যমান শক্তকে লইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দৌলৎ উন্নিসার কক্ষ। কাল—প্রাহ্ন। মেহের ও দৌলৎ সেখানে দণ্ডায়মান। মেহের বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন

বাঁরোয়া—ভরতঙ্গা

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়।
তা হ'লে কি পান করি' মরি যাতনায়!
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়;
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়,
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

দৌলৎ মেহেরকে ধাক্কা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"বল না কি হয়েছে?"

মেহের। গুরুতর।—'প্রেমের সুখ যে সখি'।—

দৌলৎ। কি গুরুতর?

মেহের। বিশেষ গুরুতর।—'পলকে ফুরায়'!

দৌলৎ। কি রকম বিশেষ গুরুতর?

মেহের। ভয়ঙ্কর রকম বিশেষ গুরুতর। "প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়!"

দৌলৎ। যাঃ আমি শুন্তে চাইনে!

মেহের। আরে শোন্ না!—

দৌলৎ। না, আমি শুন্তে চাইনে।

মেহের। তবে শুনিস্ না।—তা শক্ত সিং কি কর্ব্বে বল?

দৌলৎ উন্নিসা উৎসুকভাবে চাহিলেন

মেহের। কি কর্ব্বে বল। ভাইকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে নিজে প্রাণ হারাল।

দৌলৎ। মেহের !—

মেহের। সেলিম অবশ্য উচিত কাজই করেছে—বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দিয়েছে। তার আর অপরাধ কি !

দৌলৎ। মেহের কি বল্‌ছিস্‌ ?

মেহের। কি আর বল্‌বো ! লড়াই ফতে করে' এনেছিলাম, এমন সময়ে সেলিম ব'ড়ের কিস্তি দিয়ে মাৎ করে' দিলেন।

দৌলৎ। সেলিম কি তবে শক্ত সিংহের প্রাণবধের আজ্ঞা দিয়েছে ?

মেহের। সোজা গদ্যের ভাষায় মানেটা ঐ রকমই দাঁড়ায় বটে।

দৌলৎ। না, তামাসা।

মেহের। ভালো। ভালো। কিন্তু শক্ত সিংহের কাছে বোধ হয় সেটা তত তামাসার মত ঠেক্‌ছে না। হাজার হোক পৈতৃক প্রাণ ত।

দৌলৎ। সেলিম শক্তের প্রাণদণ্ড দিয়েছেন কি হিসাবে ?

মেহের। খরচের হিসাবে ! সেলিম বেশ বিবেচনা করে' দেখ্‌লেন যে, বিধাতা যখন শক্ত সিংহকে তৈরী করেছিলেন, তখন একটু ভুল করেছিলেন।

দৌলৎ। সে কি রকম ?

মেহের। এই, হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব যথাস্থানেই বসিয়েছিলেন, তবে সেলিম দেখ্‌লেন যে শক্তের ঘাড়টার উপর মাথাটা ঠিক বসেনি। তাই তিনি এ বেমানান মাথাটা সরিয়ে দিয়ে বিধির ভুলটা শোধ্‌রাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শক্ত সিংহ তাতে কোন রকম প্রতিবাদ কল্লে না—

দৌলৎ। কিসের প্রতিবাদ ?

মেহের। প্রতিবাদ নয়! মানান হোক বেমানান হোক, একটা মাথা জন্মাবার সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল! অন্যের সে বিষয়ে আপত্তি গ্রাহ্যই হ'তে পারে না। আর একজন এসে যদি আমার মাথা ও ঘাড়ের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়, সেটাই বা দেখ্‌তে কি রকম! দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ চেয়ে দেখি আমার মাথাটা পায়ের তলায় পড়ে'। দেখেই চক্ষু স্থির আর কি!—কি! তুই যে চা-খড়ির মত শাদা হয়ে গেলি!

দৌলৎ। মেহের! বোন্! তুই তাঁকে রক্ষা কর। জানিস্ বোন্! তাঁর যদি প্রাণদণ্ড হয়, তা হ'লে এক দিনও বাঁচ্‌বো না। আমি শপথ কচ্ছি যে তাঁর প্রাণদণ্ড হ'লে আমি বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব।

মেহের। প্রাণত্যাগ কর্ব্বি ত কর্ব্বি! তার আর অত জাঁক কেন! ঈঃ! তোর আগে অনেক লোক ওরকম প্রেমের জন্য প্রাণত্যাগ করেছে —অবশ্য যদি উপন্যাসগুলো বিশ্বাস করা যায়। আমার ত বিশ্বাস যে আত্মহত্যা করাতে এমন একটা বিশেষ বাহাদুরি কিছুই নাই, যা'তে সেটা রটিয়ে বেড়ানো যায়,—বিশেষ কর্ব্বার আগে! আত্মহত্যা ত কর্ব্বিই! সে ত অনেকেই করে' থাকে।

দৌলৎ। তবে কি কোনও উপায় নেই?

মেহের গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল

ওর এক উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা করা। তা ত তুই কর্ব্বিই। আর ত কোনই উপায় নেই। ওর উপায় এক আত্মহত্যা করা—তবে দেখ দৌলৎ! যদি আত্মহত্যা করিসই, তা'হলে এমন ভাবে করিস্, যাতে একটা নাম থেকে যায়।"

দৌলৎ। সে কি রকম?

মেহের। এই, তুই তোর নিজের কার্পেটমোড়া কামরায় মখমলমোড়া

গদিতে হেলান দিয়ে বস্। সাম্‌নে একখানা জরির কাজকরা কাপড়ে ঢাকা তেপায়ার উপর একটা রূপোর পেয়ালা—সেটা বেনারসি কাজকরা। তাতে একটু বিষ—বুঝিছিস্? তাকে তোর স্বর্ণালঙ্কৃত শুভ্র করে ধরে' একটা বেশ স্বগত কবিতা আওড়া। তারপর বিষপাত্রটা বিম্বাধরে ঠেকা, একটুমাত্র ঠেকাবি,—যাতে চিবুকটা উঁচু কর্ত্তে হয়। তারপর একটা বীণা নিয়ে হেলে বসে' এই রকম করে' শক্ত সিংহকে উদ্দেশ করে একটা গান গাইবি—রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল মধ্যমান। তার পরে মরে' যা সেই ভাবেই, ঢং বদ্‌লাস্ নে'। তা হলে তোর একটা নাম থেকে যাবে; ছবি বেরোবে; ভবিষ্যতে নাটক লিখবার একটা বিষয় হবে!

দৌলৎ। মেহের! তুই তামাসা কর্ব্বার কি আর সময় পেলিনে!

মেহের। তামাসা কর্‌বার এর চেয়ে সুবিধা কখনও হবে না। দুজনার একবার মাত্র দেখা হোল—কুঞ্জে নয়, যমুনাপুলিনে নয়, চন্দ্রালোকে বক্ষরস হ্রদে নৌকাবক্ষে নয়,—দেখা হোল শিবিরে—যুদ্ধক্ষেত্রে—অত্যন্ত গদ্যময় অবস্থায় বল্‌তে হবে! তাও নিভৃতে নয়, আর একজনের সম্মুখে, এমন কি, সেই দেখাটা করিয়ে দিলে। হঠাৎ চক্ষে চক্ষে সম্মিলন, আর অমনি প্রেম;—একেবারে না দেখ্‌লে প্রাণ যায়, পৃথিবী মরুভূমি ঠেকে—আর তা'র বিহনে আত্মহত্যা কর্ত্তে হয়।—এতেও যদি তামাসা না করি ত কিসে কর্ব্ব!

দৌলৎ। মেহের। সত্যিই কি এর উপায় নাই! তুই কি কিছুই কর্ত্তে পারিস্ নে? সেলিমের কাছে গিয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলে কি পাওয়া যায় না?

মেহের। উহুঃ!—তবে তুই এক কাজ করিস্ ত হয়।

দৌলৎ। কি কর্ত্তে হবে বল। মানুষে যা কর্ত্তে পারে আমি তা কর্ব্ব।

মেহের। এই এমনি একটা অবস্থা করে' শুয়ে পড় যাতে বোঝা যায়

যে, তোর খুব শক্ত ব্যারাম, এখন মরিস্ তখন মরিস্ এই রকম। হাকিম, কবিরাজ, ডাক্তারের যথাক্রমে প্রবেশ। কেউ সারাতে পারে না। আমি বলি সেলিমকে যে এর ওষুধ ফষুধে কিছু হবে না; এর এক বিষমন্ত্র আছে; আর সে মন্ত্র এক শক্ত সিংহই জানে। ডাক্ শক্ত সিংহকে। শক্ত সিংহ আসা, মন্ত্র পড়া, ব্যামো আরাম, শক্তের সঙ্গে দৌলতের বিবাহ। সঙ্গীত!—যবনিকা পতন।

দৌলৎ। মেহের! বোন্! আমি মূর্খতা করে' থাকি, অন্যায় করে থাকি, হাস্যাস্পদ কাজ করে' থাকি, তথাপি আমি তোর বোন দৌলৎ। [ক্রন্দন]

মেহের। কি দৌলৎ। সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেল্লি যে!—না না কাঁদিস্নে। থাম্! দৌলৎ। বোন্, মুখ তোল্।—ছিঃ কাঁদিসনে। ভয় কি। আমি শক্তকে বাঁচাবো। তা যদি না পার্ত্তাম, তা'হলে কি তা'র প্রাণদণ্ড নিয়ে রঙ্গ কর্ত্তে পার্ত্তাম? তোর এই দশার জন্য তুই দায়ী নহিস্ বোন্, দায়ী আমি। আমিই সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিলাম, আমিই তোর এ প্রেমকে নিভৃতে আগুলিয়ে তাকে রক্ষা করেছি। শক্তকে শুদ্ধ বাঁচানো নয়, তোর সঙ্গে শক্তের বিবাহ দেবো। যে কাজ মেহের সুরু করে, সে কাজ সে অসম্পূর্ণ রাখে না। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে' বল্ছি যে, আমি তোর শক্তকে বাঁচাবো।—এখন যা মুখ ধুয়ে আয়। এক ঘড়ির মধ্যে যে তুই কেঁদে চোখে ইউফ্রেটিস্ নদী বহিয়ে দিলি—যা।

দৌলৎ চলিয়া গেলে মেহের গদগদস্বরে কহিলেন

দৌলৎ উন্নিসা। জানিস্ না বোন, আমার এই পরিহাসের নীচে কি আগুন চেপে রেখেছি। শক্ত! যতই তোমাকে আমার হৃদয় থেকে ছাড়াতে যাচ্ছি, ততই কেন জড়িত হচ্ছি। হাজারই চেপে রাখি, উপহাস করি, ব্যঙ্গ করি, এ আগুন নেভে না। আগে তোমার রূপে, বিদ্যাবত্তায়

মুগ্ধ হয়েছিলাম। আজ তোমার শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছি। এ যে উত্তরোত্তর বাড়্‌তেই চলেছে।—না, এ প্রবৃত্তিকে দমন কর্ব্ব;— নিজের সুখের জন্য নয়; অবোধ অবলা মুগ্ধা বালিকা দৌলৎ উন্নিসার সুখের জন্য। সে যেন আমার প্রাণের নিহিত কথা জান্তেও না পারে ভগবান।—বড় ব্যথা পাবে। বড় ব্যথা পাবে।

এই সময়ে অলক্ষিতভাবে সেলিম সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন

"মেহের উন্নিসা।"

মেহের। কে? সেলিম।

সেলিম। মেহের উন্নিসা একা। দৌলৎ কোথায়?

মেহের। এখনি ভিতরে গেল। আসছে।—সেলিম। তুমি নাকি শক্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছো?

সেলিম। হাঁ দিয়েছি।

মেহের। কবে প্রাণদণ্ড হবে?

সেলিম। কাল,—তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

মেহের। সেলিম। তুমি ছেলেমানুষ বটে। কিন্তু তাই বলে' এক জনের প্রাণ নিয়ে খেলা কর্ব্বার বয়স তোমার হয় নাই।

সেলিম। প্রাণ নিয়ে 'খেলা কি। আমি বিচার করে' তা'র প্রাণদণ্ড দিইছি।

মেহের। বিচার। বিচারের নাম করে' পৃথিবীতে অনেক হত্যা হয়ে গিয়েছে। বিচার কর্ব্বার তুমি কে?

সেলিম। আমি বাদশাহের পুত্র। আমার বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

মেহের। আর আমিও বাদশাহের কন্যা; তবে আমারও বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

সেলিম। তোমার অভিপ্রায় কি ?

মেহের। আমার অভিপ্রায় এই যে, তুমি শক্ত সিংহকে মুক্ত করে দাও।

সেলিম। তোমার কথায় ? সেলিম উচ্চহাস্য করিলেন

মেহের। হাঁ। আমার কথায়। সেলিম! উচ্চ হাস্য কর, আর যা'ই কর, এই দণ্ডে শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দাও, নহিলে—

সেলিম। নহিলে

মেহের। নহিলে আমি গিয়ে স্বহস্তে তা'কে মুক্ত করে' দেবো। আগ্রা-নগরীতে কারো সাধ্য নাই যে আমায় বাধা দেয়। তা'রা সকলেই সম্রাটকন্যা মেহের উন্নিসাকে জানে।

সেলিম। পিতা তোমাকে অত্যধিক আদর দিয়ে তোমার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মেহের। বাজে কথায় কাজ নাই। শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি দিবে না ?

সেলিম। জানো যে শক্ত সিংহ দুইজন মোগল-সেনানায়ককে হত্যা করেছে ?

মেহের। হত্যা করে নাই। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে।

সেলিম। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে? না—বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে? মোগলের পক্ষে হয়ে—

মেহের। সেলিম। এ যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয় ত এ বিশ্বাসঘাতকতা স্বর্গীয় আলোক-মণ্ডিত। শক্ত সিংহ যদি তা'র ভাইকে সে বিপদে রক্ষা না করে' তাকে বধ কর্ত্ত, তুমি বোধহয় তাকে প্রশংসা কর্ত্তে ?

সেলিম। অবশ্য।

মেহের। আমি তা হ'লে তাকে ঘৃণা কর্ত্তাম।—সেলিম। সংসারে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বড়, না ভাই ভাইয়ের সম্বন্ধ বড় ? ঈশ্বর যখন

মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তখন কাউকে কারো প্রভু বা ভৃত্য করে' পাঠান নি। কিন্তু ভাইয়ের সম্বন্ধ জন্মাবধি। আমরণ তার বিচ্ছেদ হয় না। শক্ত যখন প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশে প্রতিহিংসা নেবার জন্য মোগলের দাসত্ব নিয়েছিল, তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এ বিদ্বেষ ভ্রাতৃস্নেহের রূপান্তর মাত্র ; সে রূপান্তর, বিরূপ, বিকট কুৎসিত বটে তবু সে ছদ্মবেশী ভ্রাতৃস্নেহ। প্রতিহিংসায় ভালবাসা লোপ পায় না সেলিম। চিরদিনের স্নিগ্ধমধুর বায়ুহিল্লোল ক্ষণিকের ভীষণ ঝঞ্ঝারূপ ধারণ করে মাত্র।

সেলিম। বাহবা, মেহের উন্নিসা। শক্তের পক্ষে খাসা সওয়াল করেছো। তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাইনে। তুমি শক্ত সিংহের পক্ষ নেবে এর আর আশ্চর্য্য কি ? তুমি তার প্রণয়ভিক্ষুক।

মেহের। মিথ্যা কথা।

সেলিম। মিথ্যা কথা ?—তুমি নিভৃতে তা'র শিবিরে গিয়ে তা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি ?

মেহের। করি না করি সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে প্রস্তুত নই।

সেলিম। সম্রাটের কাছে দিতে প্রস্তুত হবে বোধ হয় ?

মেহের। শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি না ?

সেলিম। না। তোমার যা ইচ্ছা তা কর—

এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন, সেলিম চলিয়া গেলে মেহের ক্ষণেক ভাবিলেন পরে একটু হাসিলেন, পরে কহিলেন

"সেলিম, তবে আমারই এই কাজ কর্ত্তে হবে? ভেবেছো পার্ব্বো না— দেখ পারি কি না ?" বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—শেষ রাত্রি। শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্ত সিংহ উপবিষ্ট

শক্ত! রাত্রি শেষ হয়ে আস্‌ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র পরমায়ুও শেষ হয়ে আস্‌ছে। আজ প্রভাত আমার জীবনের শেষ-প্রভাত। এই পেশল সুগৌর সুগঠন দেহ আজ রুধিরাক্ত হয়ে মাটিতে লোটাবে। সবাই দেখ্‌তে পাবে! আমিই দেখ্‌তে পাব না। আমি! এ আমি কে! কোথা থেকে এসেছিলাম! আজ কোথায় যাচ্ছি! ভেবে কিছু ঠিক কর্ত্তে পারিনি, আঁক কষে' কিছু বেরোয় নি,—দর্শন পড়ে, এর মীমাংসা পাই নি। কে আমি! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম! কাল' কোথায় থাক্‌বো! আজ সে প্রশ্নের মীমাংসা হবে।—কে?

হস্তে বাতি লইয়া মেহের প্রবেশ করিলেন

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা।

শক্ত। মেহের উন্নিসা। সম্রাট্‌ আকবরের কন্যা!

মেহের। হাঁ, আকবরের কন্যা মেহের উন্নিসা।

শক্ত। আপনি এখানে?

মেহের। আমি এসেছি আপনাকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার কর্ত্তে।

শক্ত। আমাকে উদ্ধার কর্ত্তে?—কেন!—আমার নিজের সে বিষয়ে অণুমাত্রও আগ্রহ নাই।

মেহের সাশ্চর্য্যে বলিলেন

"সে কি! আপনার সে বিষয়ে আগ্রহ নাই? এমন সুন্দর পৃথিবী ত্যাগ কর্ত্তে আপনার মায়া হচ্ছে না?"

শক্ত। কিচ্ছু না। পুরাণো হয়ে গিয়েছে। রোজই সকালে সেই একই সূর্য্য উঠে, রাত্রিকালে সেই একই চন্দ্র, কখনও বা অন্ধকার। রোজই সেই একই গাছ, একই জীব, একই পাহাড়, একই নদী, একই

আকাশ। নেহাইৎ পুরাণো হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অপর পারে দেখি, যদি কিছু নূতন রকম পাই।

মেহের। জীবনে আপনায় স্পৃহা নাই?

শক্ত। কৈ? জীবন ত এতদিন দেখা গেল। নেহাৎই অসার। দেখা যাক মৃত্যুটা কি রকম। রোজ রোজ তার কীর্ত্তি দেখছি। অথচ তার বিষয়ে কিছু জানি না। আজ জান্‌বো।

মেহের। আপনার প্রিয়জনকে ছাড়্‌তে কষ্ট হচ্ছে না?

শক্ত। প্রিয়জন কেউ নাই। থাকলে হয়ত কষ্ট হোত। কাউকে ভালোবাস্‌তে শিখি নাই। আমাকে কেউ ভালোবাসে নাই। কাহার কিছু ধারিনে। সব শোধ দিইছি। (স্বগত) তবে একটা ঋণ রয়ে গিয়েছে। সেলিমের পদাঘাতের শোধ দেওয়া হয় নাই। একটা কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে।

মেহের। তবে আপনি মুক্ত হতে চান না?

শক্ত সাগ্রহে কহিলেন

"হাঁ, চাই সাহজাদি! একবার মুক্তি চাই। ঋণ পরিশোধ হ'লে আবার নিজে এসে ধরা দিব। একবার মুক্ত করে দিউন, যদি আপনার ক্ষমতা থাকে।"

মেহের ডাকিলেন

"প্রহরী!"

প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিলে মেহের আজ্ঞা করিলেন

"শৃঙ্খল খোল।"

প্রহরী শৃঙ্খল খুলিয়া দিল। মেহের স্বীয় গলদেশ হইতে হীরকহার প্রহরীকে দিয়া কহিলেন

"এই হীরার হার বিক্রয় কোরো। এর দাম কম করেও লক্ষ মুদ্রা

হবে। ভবিষ্যতে তোমার ভরণপোষণের ভাবনা ভাবতে হবে না।—যাও।"

প্রহরী হার লইয়া প্রস্থান করিল

শক্ত ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমার মুক্তির জন্য আপনি এত লালায়িত কেন?"

মেহের। কেন? সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন কি?—

শক্ত। কৌতূহল মাত্র।

মেহের মনে মনে বলিল—"বলিই না, ক্ষতি কি? এখানেই একটা মীমাংসা হয়ে যাক্ না।" পরে শক্তকে কহিলেন—"তবে শুনুন। আমার ভগ্নী দৌলৎ উন্নিসাকে মনে পড়ে?"

শক্ত। হাঁ, পড়ে।

মেহের। সে—সে আপনার অনুরাগিণী।

শক্ত। আমার?

মেহের। হাঁ, আপনার। আর যদি ভুল বুঝে না থাকি, আপনিও তার অনুরাগী।

শক্ত। আমি?

মেহের। হাঁ, আপনি।—অপলাপ কর্চ্ছেন কেন?

শক্ত। আমার মুক্তিতে তাঁর লাভ?

মেহের। তা তিনিই জানেন।—রাত্রি প্রভাত হয়ে আস্‌ছে;—আপনি মুক্ত। বাহিরে অশ্ব প্রস্তুত। যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন—কেহ বাধা দিবে না। আর যদি দৌলৎ উন্নিসাকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত থাকেন—

শক্ত। বিবাহ!—হিন্দু হয়ে যবনীকে বিবাহ! কোন্ শাস্ত্র অনুসারে?

মেহের। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে। যবনীকে বিবাহ আপনার পূর্ব্ব-পুরুষ বাপ্পারাও করেন নি?

শক্ত। সে আসুরিক-বিবাহ।

মেহের। হোক্ আসুরিক। বিবাহ ত বটে।—আর শাস্ত্র? শাস্ত্র কে গড়েছে শক্ত সিংহ? বিবাহের শাস্ত্র এক। সে শাস্ত্র ভালবাসা। যে বন্ধনকে ভালোবাসা দৃঢ় করে, শাস্ত্রের সাধ্য নাই যে সে বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল করে। নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, উল্কা যখন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, মাধবীলতা যখন সহকারকে জড়িয়ে ওঠে, তখন কি তা'রা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের অপেক্ষা করে?

শক্ত। শাস্ত্রের ভয় রাখি না সাহজাদি! যে সমাজ মানে না, তার কাছে শাস্ত্রের মূল্য কি?

মেহের। তবে আপনি স্বীকার?

শক্ত ভাবিলেন

"মন্দ কি! একটু বৈচিত্র্য হয়। আর নারী-চরিত্র পরীক্ষা করে' দেখা হয় নাই।—দেখা যাক্?"

মেহের। কি বলেন? স্বীকার?

শক্ত। স্বীকার।

মেহের। ধর্ম্ম সাক্ষী?

শক্ত। ধর্ম্ম মানি না।

মেহের। মানুন না মানুন। বলুন "ধর্ম্ম সাক্ষী।"

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। শক্ত সিংহ! আমার অমূল্য হার আমার হৃদয় ছিঁড়ে

আমার গলা থেকে উন্মোচন করে' তোমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছি। যেন তার অপমান না হয়।—ধর্ম্ম সাক্ষী!

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। চলুন।

শক্ত। চলুন।—

যাইতে যাইতে স্বগত নিম্নস্বরে কহিলেন

"এতদিন আমার জীবনটা যাহোক একরকম গম্ভীরভাবে চল্‌ছিল। আজ যেন একটু প্রহসন ঘেঁসে গেল।"

মেহের। তবে চলে' আসুন। রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীর অন্তর্ব্বাটি। কাল—রাত্রি। যোশী একাকিনী হতাশভাবে দণ্ডায়মান

যোশী। যাক নিভে গিয়েছে। সমস্ত রাজপুতনায় একটা প্রদীপ জল্‌ছিল। তাও নিভে গিয়েছে। প্রতাপ সিংহ আজ মেবার হতে দূরীভূত; বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িত। হা হতভাগ্য রাজস্থান!

এই সময়ে ব্যস্তভাবে পৃথ্বী কক্ষে প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। যোশী যোশী—

যোশী। এই যে আমি।

পৃথ্বী। রাজসভার শেষ খবর শুনেছো?

যোশী। না, তুমি না বল্লে শুন্‌বো কোথা থেকে।

পৃথ্বী। ভারি খবর।

যোশী। কি হয়েছে?

পৃথ্বী। হয়েছে বলে' হয়েছে!—তুমুল ব্যাপার!—চুপ করে' রৈলে যে।

যোশী। আমি কি বলবো?

পৃথ্বী। তবে শোন!—শক্ত সিংহ কারাগার থেকে পালিয়েছে।

যোশী। পালিয়েছে!

পৃথ্বী। আরো আছে!—তার সঙ্গে দৌলৎ উন্নিসাও—(এই বলিয়া পলায়নের সঙ্কেত করিলেন।)

যোশী। সে কি?

পৃথ্বী। শোন, আরো আছে। সেলিম মানসিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে' সম্রাট্‌কে চিঠি লিখেছিলেন বলেছিলাম।

যোশী। হাঁ।

পৃথ্বী। সম্রাট গুর্জ্জর হ'তে কাল ফিরে আস্‌ছেন।

যোশী। কেন?

পৃথ্বী। বিবাদ মেটাতে!—আবার "কেন"?—বিবাদ ত বড় সোজা নয়।—একদিকে মানসিংহ, অন্যদিকে সেলিম—একদিকে রাজ্য, আর একদিকে ছেলে! কাউকেই ছাড়তে পারেন না। বিবাদ ত মেটাতে হবে।

যোশী। কি রকমে?

পৃথ্বী। এই সেলিমকে বল্‌বেন—'আহা মানসিংহ আশ্রিত'; আর মানসিংহকে বল্‌বেন—'আহা সেলিম ছেলে-মানুষ।'

যোশী। রাণা প্রতাপ সিংহের খবর নাই?

পৃথ্বী। খবর আর কি! চাঁদ এখন বনে বনে ঘুর্চ্ছেন! বলেছিলাম না, যে আকবর সাহার সঙ্গে যুদ্ধ! চাঁদ ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ ত দেখেন নি!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের কক্ষ। কাল—প্রভাত। আকবর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে সেলিম দণ্ডায়মান

আকবর। সেলিম! মানসিংহ তোমাকে অবমাননা করেন. নি। তিনি আমার আজ্ঞামত কাজ করেছেন।

সেলিম। এর চেয়ে আর কি অবমাননা কর্ত্তে পার্ত্ত? আমি দিল্লীশ্বরের পুত্র, আর সে একজন সেনাপতি মাত্র; হল্‌দিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে আমাকে তাচ্ছিল্য করে' সে নিজের আজ্ঞা প্রচার করেছে। একবার নয়; বার বার।

আকবর চিন্তিতভাবে কহিলেন

"হুঁ! কিন্তু এতে মানসিংহের অপরাধ দেখি না।"

সেলিম। আপনি মানসিংহের অপরাধ দেখ্‌বেন কেন! মানসিংহ যে আপনার শ্যালকপুত্র—মানসিংহের এ রকম ঔদ্ধত্য সম্রাটের গুণেই হয়েছে।

আকবর। সেলিম, সাবধানে কথা কহ।—বল মানসিংহের অপরাধ কি?

সেলিম। তা'র অপরাধ আমার প্রতিকূল আচরণ করা।

আকবর। সে অধিকার আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনি সেনাপতি।

সেলিম। তবে আমাকে এ যুদ্ধে পাঠানোর কি প্রয়োজন ছিল?

আকবর। কি প্রয়োজন ছিল? তোমাকে পাঠিয়েছিলাম এ যুদ্ধে তাঁর সহযোগী হতে, তোমাকে পাঠিয়েছিলাম যুদ্ধ শিখ্‌তে!

সেলিম। মানসিংহের অধীনস্থ কর্ম্মচারী হয়ে?

আকবর। কুমার! এই গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। তুমি এই ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট! শেখো, কি রকম করে' রাজ্য জয় কর্ত্তে হয়, জয় ক'রে শাসন কর্ত্তে হয়!—জানো, এই মানসিংহের কাছে আমি অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত—শুদ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত কেন, আফগানিস্থান জয়ের জন্য ঋণী?

সেলিম। সম্রাট্ ঋণী হতে পারেন, কিন্তু আমি ঋণী নহি।

আকবর। বলিছি ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ কর। পরকে শাসন কর্ত্তে হ'লে সকলের আগে আপনাকে শাসন করা চাই। ভেবো না সেলিম, যে, মানসিংহকে আমি অন্তরে শ্রদ্ধা করি। বরং তাকে ভয় করি। তাঁর দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হলে' আমি তাঁকে পুরাতন পাদুকার ন্যায় পরিত্যাগ কর্ব্ব। কিন্তু যতদিন কার্য্য উদ্ধার না হয়, ততদিন মানসিংহকে সমাদর কর্ত্তে হবে।

সেলিম। সে আপনার ইচ্ছা। আমি কাফের মানসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না। যদি সম্রাট্ এ অপমানের প্রতিকার না করেন, আমি আল্লার নামে শপথ করেছি যে, আমি স্বহস্তে এর প্রতিশোধ নেবো। আমি দেখ্‌বো যে সে শ্রেষ্ঠ কি আমি শ্রেষ্ঠ—

এই বলিয়া সেলিম তরবারিতে হস্তক্ষেপ করিলেন

আকবর। সেলিম! যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন সম্রাট্ আমি! তুমি নও।—কি সেলিম!—তোমার চক্ষে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখ্‌ছি। সাবধান! যদি ভবিষ্যতে এ সাম্রাজ্য চাও। নহিলে ভাবী সম্রাট্ তুমি নও।

সেলিম। সে বিচার সম্রাটের আজ্ঞার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, জান্‌বেন—

এই বলিয়া সেলিম কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন

আকবর কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন; পরে কহিলেন

"হা মূঢ় পিতা সব! এই সন্তানের জন্য এত করে' মর! ইচ্ছা কল্লে যাকে মুষ্টির মধ্যে চূর্ণ কর্ত্তে পারো, তা'র দুর্ব্বিনীত ব্যবহার এরূপ নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর!—ভগবান্! পিতাদের কি স্নেহদুর্ব্বলই করেছিলে! এও নীরব হয়ে সহ্য কর্‌তে হোল!—কে?—মেহের উন্নিসা!

মেহের উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"হাঁ পিতা আমি।"

এই বলিয়া তিনি সম্রাট্‌কে যথারীতি অভিবাদন করিলেন

আকবর। মেহের! তোমার বিপক্ষে বিষম অভিযোগ শুনেছি।

মেহের। সেলিম দেখ্‌ছি এসে সে অভিযোগ পিতার সমক্ষে রুজু করেছেন। আমি সেই কথাই স্বয়ং সম্রাটপদে নিবেদন কর্ত্তে এসেছি।

আকবর। এখন উত্তর দাও। শক্ত সিংহের পলায়নের জন্য তুমি দায়ী?

মেহের। হাঁ সম্রাট্! আমি তাকে স্বহস্তে মুক্ত করে' দিয়েছি!

আকবর। আর দৌলৎ উন্নিসা?

মেহের। তাকে আমি শক্ত সিংহের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি।

আকবর ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন

উত্তম!—শক্ত সিংহের সঙ্গে সম্রাট্ আকবরের ভাগিনেয়ীর বিবাহ! হিন্দুর সঙ্গে মোগলের কন্যার বিবাহ!

মেহের। কাফেরের সঙ্গে মোগলের বিবাহ এই নূতন নয় সম্রাট্! আকবর সাহের পিতা হুমায়ুন সে পথ দেখিয়েছেন। স্বয়ং সম্রাট্ সে পথের অনুবর্ত্তী।

আকবর। আকবর কাফেরের কন্যা এনেছেন! কাফেরকে কন্যা দান করেন নি।

মেহের। একই কথা।

আকবর। একই কথা!

মেহের। একই কথা।—এও বিবাহ, সেও বিবাহ!

আকবর। একই কথা নয় মেহের!—তুমি বালিকা; রাজনীতি কি বুঝবে?

মেহের। রাজনীতি না বুঝি ধর্ম্মনীতি বুঝি!

আকবর। ধর্ম্মনীতি মেহের উন্নিসা? ধর্ম্মনীতি কি এতই সহজ, এতই সরল, যে তুমি তাকে এ বয়সে আয়ত্ত করে' ফেলেছো? পৃথিবীতে এত বিভিন্ন ধর্ম্ম কেন? একই ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা কেন হয়েছে? এত পণ্ডিত, এত বিজ্ঞ ব্যক্তি, এত সুধী মহাত্মা আছেন; কিন্তু কোন্ দুই ব্যক্তি ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে একমতাবলম্বী! আমি এত তর্ক শুন্‌লাম, এত ব্যাখ্যা শুন্‌লাম; পার্শী, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান, হিন্দু মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা কর্ল্লাম; কৈ? কিছুই ত বুঝ্‌তে পারিনি। আর তুমি বালিকা, সেটাকে একেবারে মুঠোর মধ্যে ধরে' রেখেছো!

মেহের। সম্রাট্! কিসের জন্য এত তর্ক, এত যুক্তি, এত আলোচনা, বুঝি না! ধর্ম্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুশ স্বার্থপরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে, তাকে বিকৃত করেছে। ধর্ম্ম!—আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন সম্রাট্, দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, সুপ্রসন্না শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন মহারাজ! —সেই এক নাম লেখা; সে নাম ঈশ্বর। মানুষ তাকে পরব্রহ্ম, আল্লা, জিহোভা, এই সব ভিন্ন নাম দিয়ে পরস্পরকে অবজ্ঞা কর্চ্ছে, হিংসা কর্চ্ছে, বিবাদ কর্চ্ছে! মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে' তা'রা ভিন্ন নয়। শক্ত সিংহও মানুষ, দৌলৎ উন্নিসাও মানুষ। প্রভেদ কি?

আকবর। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ মুসলমান, আর শক্ত সিংহ কাফের। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ উন্নিসা ভারতসম্রাট্ আকবরের ভাগিনেয়ী, আর শক্ত সিংহ গৃহহীন, প্রতাড়িত পথের কুকুর।

মেহের। শক্ত সিংহ মেবারের রাণা উদয় সিংহের পুত্র!

আকবর। শক্ত সিংহ যদি মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হ'ত, এ বিবাহে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু শক্ত বিধর্ম্মী।

মেহের। স্তব্ধ হউন সম্রাট্। জানেন, আমার মাতা—সম্রাজ্ঞী এই হিন্দু মনে থাকে যেন।

আকবর। সম্রাজ্ঞী হিন্দু! কিন্তু সম্রাট হিন্দু নয় মেহের! সে সম্রাজ্ঞী আমার কে?

মেহের। সে সম্রাজ্ঞী আপনার স্ত্রী।

আকবর। স্ত্রী! সে রকম আমার একশটা স্ত্রী আছে। স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ, বিলাসের সামগ্রী; সম্মানের বস্তু নহে।

মেহের। কি! সত্যই কি ভারতসম্রাট রাজাধিরাজ স্বয়ং আকবরের মুখে এই কথা শুন্‌লাম? 'স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী, স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ! সম্মানের বস্তু নহে!' সম্রাট জানেন কি যে এই 'স্ত্রী'ও মানুষ, তারও আপনার মত হৃদয় আছে, আর সে হৃদয় আপনারই হৃদয়ের মত অনুভব করে?—স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী! আমি মায়ের কাছে শুনেছি যে, হিন্দুশাস্ত্রে এই স্ত্রী সহধর্ম্মিনী, এই নারীজাতির যেখানে পূজা হয় সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন। নারীও সমান বল্‌তে পারে যে স্বামী প্রয়োজনের সামগ্রী, বিলাসের বস্তু! সে তা বলে না, কারণ তা'র হৃদয় মহৎ; সে তা বলে না, কারণ স্বামীর সুখেই তার সুখ, স্বামীর কাজেই তা'র আত্মোৎসর্গ।—হা রে অধম পুরুষ-জাত! তোমরা এমনই নীচ, এতই অধম, যে, নারী দুর্ব্বল বলে' তার উপর এই অবিচার, এই অত্যাচার

কর; আর তোমাদের লালসামিশ্রিত ঘৃণায় তাদের দুর্ব্বহ জীবনকে আরও দুর্ব্বহ কর!

আকবর। মেহের উন্নিসা! আকবর তাঁর কন্যার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেন না; বিচার করেন না। তিনি কন্যার কাছে এরূপ উদ্ধত বক্তৃতা, এরূপ অসহনীয় আস্পর্দ্ধা, এরূপ পিতৃদ্রোহিতা প্রত্যাশা করেন না। তোমার ও সেলিমের কাজ হচ্ছে—কোন প্রশ্ন না করে' আমার আজ্ঞা পালন করা। মনে থাকে যেন।—

আকবর এই বলিয়া বিরক্তিভরে কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইলেন
মেহের ক্রুদ্ধদৃঢ়স্বরে কহিলেন

"সম্রাট্, আমার কর্ত্তব্য কি' তা আমি জানি। আমার কর্ত্তব্য এই যে, যে পিতা আমার মাতাকে সম্মান করেন না, বাঁদির মত, প্রয়োজন বা বিলাসের সামগ্রী মাত্র বলে' বিবেচনা করেন, আমার কর্ত্তব্য সে পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করা। হোন্ তিনি দিল্লীশ্বর, হোন্ তিনি পিতা।—এস তবে কঙ্কালসার দারিদ্র্য! এস তবে উন্মুক্ত আকাশ, এস শীতের প্রখর বায়ু, এস জনশূন্য নিবিড় অরণ্য! তোমাদের ক্রোড়ে আজি আশ্রয়হীনা মেহেরকে স্থান দেও। আজ আমি আর সম্রাট-কন্যা নহি। আমি পথের ভিখারিণী। সেও শ্রেয়ঃ। এ হেন রাজকন্যা হওয়ার চেয়ে সেও শ্রেয়ঃ।"

নিক্রান্ত

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মানসিংহের ভবন। কাল—সন্ধ্যা। মানসিংহ একাকী কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন

মানসিংহ। পিতা রেবাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন বোধ হয় তা'র বিবাহের জন্য। আর বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা যে সে বিবাহ মোগল পরিবারেই হয়। উঃ! আমরা কি অধোগামীই হয়েছি? ভেবেছিলাম যে মেবারের পবিত্র বংশগরিমায় এ কলঙ্ক ধৌত করে' নেবো। কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল হয়েছে।—প্রতাপ সিংহ! তোমার দম্ভ চূর্ণ কর্ব্ব। আমরা বংশগরিমা হারায়েছি! তুমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে তা বজায় রেখেছ। কিন্তু দেখ্‌বো তোমার উচ্চ শিরকে আমাদের সঙ্গে একদিন সমভূমি কর্ত্তে পারি কি না? তোমাকে বন হতে বনে বিতাড়িত কর্ব্ব। তোমার মাথার উপর আকাশ ভিন্ন আর অন্য ছাউনি রাখ্‌বো না।

এই সময়ে সশস্ত্র সেলিম কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন

মানসিংহ সাশ্চর্য্যে কহিলেন

"যুবরাজ সেলিম! অসময়ে!—বন্দেগি যুবরাজ!"

সেলিম। মানসিংহ! আমি তোমার কোন প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য আসি নাই। আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি।

মান। প্রতিশোধ?

সেলিম। হাঁ মানসিংহ, প্রতিশোধ!

মান। কিসের?

সেলিম। তোমার অসহনীয় দম্ভের।—মামুদ!

কক্ষে মামুদ প্রবেশ করিল

সেলিম তাহার কাছ হইতে অস্ত্র লইয়া মানসিংহকে কহিলেন

"এই দুইখানি তরবারি—যেখানি ইচ্ছা বেছে লও।"

মান। যুবরাজ আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। আপনি দিল্লীশ্বরের পুত্র। আমি তাঁর সেনাপতি। আপনার সহিত যুদ্ধ কর্ব্ব!

সেলিম। হাঁ যুদ্ধ কর্ব্বে! তুমি সম্রাটের শ্যালক ভগবানদাসের পুত্র! তোমার পিতার সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক, আমার নয়। তুমি সম্রাটের অজেয় সেনাপতি। সম্রাট তোমার দম্ভ সইতে পারেন, আমি সইব না!—নেও, বেছে নেও।

মান। যুবরাজ, স্বীকার করি, আপনি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র নহেন। তথাপি আপনি যুবরাজ, আপনার গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ব্ব না—যখন সম্রাটের নেমক খেয়েছি।

সেলিম। ভীরুতার ওজোর!—ছাড়্‌বো না! মানসিংহ অস্ত্র নেও। আজ এখানে স্থির হয়ে যাবে যে কে বড়—মানসিংহ না সেলিম।

মান। ক্ষান্ত হোন্ যুবরাজ সেলিম! শুনুন।

সেলিম। বৃথা যুক্তি। অস্ত্র নেও। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন কথা শুন্‌বো না। নেও অস্ত্র!—

এই বলিয়া মানসিংহের হস্তে তরবারি প্রদান করিলেন

মানসিংহ অগত্যা তরবারি লইয়া কহিলেন

"যুবরাজ, আপনি কি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?"

সেলিম। হাঁ, ক্ষিপ্ত হয়েছি' মহারাজ মানসিংহ—

এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। মানসিংহ স্বীয় শরীর রক্ষ করিতে লাগিলেন

মানসিংহ। ক্ষান্ত হোন্।

"রক্ষা নাই।"

এই বলিয়া সেলিম পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন

মানসিংহ চরণে আঘাত পাইয়া ধৈর্য্য হারাইলেন ; গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন

"তবে তাই হোক্! যুবরাজ আপনাকে রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া মানসিংহ সেলিমকে আক্রমণ করিলেন, ও সেলিম আহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন

মানসিংহ। এখনও ক্ষান্ত হোন্! নহিলে মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার শির আমার পায়ের তলে লোটাবে।

"স্পর্দ্ধা—"

এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন

এই সময় আলুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা রেবা সহসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া উভয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া হস্তোত্তোলন করিয়া কহিলেন

"অস্ত্র রাখুন! এ পরিবারভবন, যুদ্ধাঙ্গন নয়।"

সেলিম এই রূপজ্যোতিতে যেন ক্লিষ্টদৃষ্টি হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য বামহস্তে চক্ষু ঢাকিলেন ; তাহার দক্ষিণ হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িল। যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন সে জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি অর্দ্ধ উচ্চারিত স্বরে কহিলেন

"কে ইনি ?—দেবী না মানবী ?"

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদিপুর কাননস্থ পর্ব্বতগুহার বহির্ভাগ। কাল—সন্ধ্যা।

প্রতাপ সিংহ একাকী দণ্ডায়মান ছিলেন

প্রতাপ। কমলমীর হারিয়েছি! ধুর্ম্মেটী আর গোগুণ্ডা দুর্গ শত্রুহস্তগত। উদিপুর মহাবৎ খাঁর করায়ত্ত। এ সব হারিয়েছি! এ দুঃখ সহ্য হয়! ঘটনাচক্রে হারিয়েছি, আবার ঘটনাচক্রে ফিরে পেতে পারি! কিন্তু মানা আর রোহিদাস। তোমাদের যে সেই হল্‌দিঘাট যুদ্ধে হারিয়েছি, তোমাদের আর ফিরে পাবো না।

ধীরে ধীরে ইরা পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন

প্রতাপ। ইরা! খাওয়া হয়েছে?

ইরা। হাঁ বাবা, আমি খেয়েছি।—বাবা! এ কোন জায়গা?

প্রতাপ। উদিপুরের জঙ্গল।

ইরা। বড় সুন্দর জায়গা! পাহাড়টি কি ধূম্র, কি স্তব্ধ, কি সুন্দর।—

খাদ্য লইয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। ছেলেপিলেদের খাওয়া হয়েছে?

লক্ষ্মী। হয়েছে। এই তোমার খাবার এনেছি, খাও।

প্রতাপ। আমি খাবো? খাবো কি লক্ষ্মী, আমার ক্ষুধা নাই।

লক্ষ্মী। না, ক্ষুধা আছে! সমস্ত দিন খাওনি!

ইরা। খাও বাবা, নইলে অসুখ কর্ব্বে।

প্রতাপ। আচ্ছা খাচ্ছি।—রাখো।

লক্ষ্মী, খাদ্য প্রতাপসিংহের সম্মুখে রাখিলেন। পরে কহিলেন

"আমি ছেলেপিলেদের শোবার আয়োজন করিগে।"

এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন

প্রতাপ সেই ফলমূল আহার করিয়া আচমন করিলেন : পরে কহিলেন

"এই ত রাজপুতের জীবন। সমস্ত দিন অনাহারের পর এই সন্ধ্যায় ফলমূল ভক্ষণ। সমস্ত দিন কঠোর শ্রমের পর এই ভূমিশয্যা। এই ত রাজপুতের জীবন। দেশের জন্য পর্ণপত্রে এই ফলমূল স্বর্গসুধার চেয়েও মধুর। মায়ের জন্য এ ধূলিশয়ন কুসুমের শয্যার চেয়েও কোমল।

এই সময়ে ভীল-সর্দ্দার মাহু আসিয়া রাণাকে অভিবাদন করিল

প্রতাপ। কে? মাহু?

মাহু। হাঁ রাণা! হামি আছি, হামি আপনার আসার কথা শুনে পা দুখানি দেখতে এলাম!

প্রতাপ। মাহু! ভক্ত ভীল-সর্দ্দার!

ইরা। মাহু! ভাল আছ?

মাহু। এই যে বহিন্ হামার! বহিন্ যে আরো কাহিল হয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। বেঁচে আছে এই আশ্চর্য্য মাহু!—এ রুগ্ন শরীর, তার উপরে সেবার কথা দূরে থাকুক, বাসস্থান নাই, সময়ে আহার নাই। এই সমস্ত দিনের পরে এখন খান দুই রুটি খেলে!

মাহু। মরে' যাবে বহিন্ মরে' যাবে। বড় কাহিল আছে। এ রকম কল্লে´ বাঁচবে না।

প্রতাপ। কি কর্ব্ব মাহু! বিঠুর জঙ্গলে খাবার উদ্যোগ করেছি, এমন সময় পাঁচ হাজার মোগল-সৈন্য ঘেরাও কল্লে´। আমি দু'শ অনুচর সঙ্গে করে, পার্ব্বত্য পথে এই দশ ক্রোশ হেঁটে এসেছি। এদের ডুলি করে এনেছি!

মাহু হতাশব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিল

মাহু। এক খবর আছে রাণা!

প্রতাপ। কি?

মাহু। ফরিদ খাঁর সেপাহী সব রায়গড়ে গিয়াছে। এখানে তাঁর এক হাজার সেপাহী আছে।

প্রতাপ। ফরিদ খাঁ—কোথায় সে?

মাহু। এখানে। আজ তার জন্মদিন। ভারি ধূম হবে। আজ তাকে ঘেরাও করা যায়।

প্রতাপ। কিন্তু আমার এখানে একশ'এর বেশী সৈন্য নাই।

মাহু। হামার হাজারো ভীল আছে। তা'রা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা।

প্রতাপ। তবে যাও, তাদের প্রস্তুত হ'তে হুকুম দাও। আজ রাতে তার শিবির আক্রমণ কর্ব্ব।—যাও, শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও।

মাহু। যে আজ্ঞা, তা'রা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা। প্রণাম হই রাণা।—বহিন্ শরীরের যতন করিস্। নৈলে বাঁচ্‌বি না! মরে যাবি।

এই বলিয়া মাহু চলিয়া গেল

প্রতাপ। ভক্ত ভীল-সর্দ্দার! তোমার মত বন্ধু জগতে দুর্লভ। এই দুর্দ্দিনে তুমি আমাকে তোমার ভীল-সৈন্য দিয়ে দেবতার বরের মত ঘিরে আছো।

ইরা। (অতি মৃদুস্বরে ডাকিলেন)—"বাবা!"

প্রতাপ। কি মা!

ইরা। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ কেন? এ সংসারে আমরা ক'দিনের জন্য এসেছি? এ সংসারে এসে পরস্পরকে ভালবেসে, পরস্পরের দুঃখের লাঘব করে' এ দুদিন না কাটিয়ে, বিবাদ করে' দুঃখ বাড়াই কেন বাবা?

প্রতাপ। ইরা! যদি আমরা শুদ্ধ পরস্পরকে ভালবেসে এ জীবন কাটিয়ে দিতে পার্ত্তাম, তা' হলে এ পৃথিবী স্বর্গ হোত।

ইরা। স্বর্গ কোথায়!—স্বর্গ আকাশে? না বাবা, এ পৃথিবীই

একদিন সে স্বর্গ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ কর্ব্বে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ।

প্রতাপ। সে দিন অনেক দূরে ইরা!

ইরা। আমরা যতদূর পারি তাকে এগিয়ে নিয়ে না এসে, এই রক্তস্রোত বইয়ে তাকে পিছিয়ে দিই কেন?

এই সময়ে বালকবেশিনী মেহের উন্নিসাকে লইয়া অমর সিংহ প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। কে? অমর সিংহ?—এ কে?

অমর। এ বলে মহারাজা মানসিংহের চর। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

মেহের একদৃষ্টে প্রতাপ সিংহকে দেখিতেছিলেন

প্রতাপ। বালক! তুমি মানসিংহের চর?

মেহের। আপনি রাণা প্রতাপ?—এই কুটীর আপনার বাসস্থান? এই ফলমূল আপনার ভক্ষ্য? এই তৃণ আপনার শয্যা?

প্রতাপ। হাঁ, আমি রাণা প্রতাপ! তুমি কে? সত্য কহ।

মেহের। মিথ্যা বল্‌বো না। কিন্তু সত্য বল্‌তে ভয় হয়; পাছে আপনি শুনে আমাকে পরিত্যাগ করেন।

প্রতাপ। পাছে তোমাকে পরিত্যাগ করি?

মেহের। আপনি রাজপুতকুলের প্রদীপ। আপনি মনুষ্যজাতির গৌরব। আমি আপনার বিষয় অনেক শুনেছি। অনেক কথা বিশ্বাস করেছি, অনেক কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ যা প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, তা অদ্ভুত, কল্পনার অতীত, মহিমাময়। রাণা, আমি মানসিংহের চর নহি—

বলিতে বলিতে ভক্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে, মেহেরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল

প্রতাপ। তবে?

মেহের। আমি নারী।

প্রতাপ। নারী! এ বেশে! এখানে!

মেহের। এসেছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে; কিন্তু এখন আমার ইচ্ছা যে আপনার পরিবারের সেবা করি।

প্রতাপ। বালিকা—তুমি কে তা এখনও বল নাই।

মেহের। স্ত্রীলোকের নাম জান্‌বার প্রয়োজন কি?

প্রতাপ। তোমার পিতার নাম?

মেহের। আমার পিতা আপনার পরম-শত্রু।—প্রতিজ্ঞা করুন যে পিতার নাম শুন্‌লে আপনি আমাকে পরিত্যাগ কর্ব্বেন না। আমি আপনার আশ্রয় নিয়েছি।

প্রতাপ। আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।—আমি ক্ষত্রিয়।

মেহের। আমার পিতা—

প্রতাপ। বল—তোমার পিতা—

মেহের। আমার পিতা—আপনার পরম শত্রু—আকবর সাহ।

প্রতাপ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে মেহেরের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রশ্ন করিলেন

"সত্য কথা! না প্রতারণা!"

মেহের। প্রতারণা জীবনে শিখি নাই রাণা।

প্রতাপ। আকবর সাহার কন্যা আমার শিবিরে কি জন্য!—অসম্ভব।

মেহের। কিন্তু সত্য কথা রাণা।—আমি পালিয়ে এসেছি।

প্রতাপ। কি জন্য?

মেহের। বিস্তারিত বল্‌ছি এখনই—

ইরা। মেহের না?—হাঁ, চিনেছি।

প্রতাপ। কি! ইরা, এঁকে চেনো?

ইরা। হাঁ, চিনি বাবা। ইনি আকবর সাহার কন্যা মেহের-উন্নিসা!

প্রতাপ। এঁর সঙ্গে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল?

ইরা। হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্রে।

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন। পরে উঠিয়া কহিলেন

"মেহের উন্নিসা! তুমি আমার শত্রুকন্যা। কিন্তু তুমি আমার আশ্রয় নিয়েছো। যদিও সম্প্রতি আমার আশ্রয় দিবার অবস্থা নয়—আমি নিজেই নিরাশ্রয়; তবুও তোমাকে পরিত্যাগ কর্ব্ব না! এস মা, গুহার ভিতরে লক্ষ্মীর কাছে চল!"

অতঃপর সকলে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ফিনশরার দুর্গ। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা। শক্ত সিংহ একাকী উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন

শক্ত। সেলিম! আমি এতদিন চুপ করে' এই দুর্গে বসে' আছি বলে' মনে কোরো না যে, আমি তোমার পদাঘাতের প্রতিশোধ নিতে ভুলে গিয়েছি। আগ্রা হতে পথে আস্‌তে কতিপয় রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ করে', এই ফিনশরার দুর্গ দখল করেছি। কিন্তু তা ক'রেই নিশ্চিন্ত নাই। প্রতিশোধের একটা সুযোগ খুঁজ্‌ছি মাত্র। এর জন্য কত নিরীহ বেচারীকে হত্যা করেছি, আরো কত হত্যা কর্ত্তে হবে, কে জানে!—অন্যায় কর্চ্ছি? কিচ্ছু না। শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য সহস্র সহস্র নিরীহ স্বদেশবৎসল রাজভক্ত রাক্ষস হত্যা করেন নি? কিছু অন্যায় কর্চ্ছি না।

জনৈক দূত প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

শক্ত। সংবাদ পেয়েছো দূত?

দূত। হাঁ। রাণা এখন বিঠুর জঙ্গলে। আর মানসিংহের কমলমীর জ্বালিয়ে দেওয়ার সংবাদ সত্য।

শক্ত। উত্তম! কাল রওনা হব!—দুর্গাধ্যক্ষকে এখানে পাঠাও! মানসিংহ! এর প্রতিশোধ নেবো।—এই যে দৌলৎ উন্নিসা।

সসঙ্কোচে দৌলৎ উন্নিসা প্রবেশ করিলেন

শক্ত দৌলৎকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি চাও দৌলৎ?"

দৌলৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিলেন

"সুশীতল ছায়া।"

শক্ত। হাঁ, সুশীতল ছায়া।—আর কিছু কি বক্তব্য আছে দৌলৎ? —নীরব রৈলে যে!

দৌলৎ। নাথ—

এই বলিয়া দৌলৎ উন্নিসা পুনরায় স্তব্ধ হইলেন

শক্ত। হাঁ 'নাথ'! তার পর?—আচ্ছা দৌলৎ!—এই দুপুর রৌদ্রে 'নাথ, প্রাণেশ্বর' এই সম্বোধনগুলো কি রকম বেখাপ্পা ঠেকে না? প্রণয়ের প্রথম অধ্যায়ে ঐ বিশেষ্যগুলো একরকম চলে' যায়। কিন্তু বৎসরাধিক কাল পরে দিবা দ্বিপ্রহরে 'নাথ, প্রাণেশ্বর' এই শব্দগুলো কি একটা উত্তপ্ত রন্ধনশালায় পাচকের মল্লার রাগিণী ভাঁজার মত ঠেকে না?

দৌলৎ। নাথ! পুরুষের পক্ষে কি, জানি না। কিন্তু রমণীর প্রেম চিরদিনই সমান।

শক্ত। অর্থাৎ পুরুষের লালসা তৃপ্ত হয়। রমণীর লালসা তৃপ্ত হয় না। এই ত!

দৌলৎ। স্বামী স্ত্রীর কি এই সম্বন্ধ প্রভু?

শক্ত। পুরুষ নারীর ত এই সম্বন্ধ। পুরোহিতের গোটা দুই অনুস্বার বিসর্গ উচ্চারণে তার বিশেষত্ব বাড়ে না।—আর আমাদের সেটুকুও হয় নাই। সমাজতঃ তুমি আমার স্ত্রী নও, প্রণয়িনী মাত্র।

দৌলৎ উন্নিসার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হইল, তিনি কহিলেন

"প্রভু!"

শক্ত। এখন যাও দৌলৎ! নারীর অধরসুধাপান ভিন্ন পুরুষের আরো দুই চারিটা কাজ আছে।

দৌলৎ উঠিয়া ধীরে আনত মুখে প্রস্থান করিলেন। দৌলৎ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন

"এই ত নারী। নেহাৎ অসার।—নেহাৎ কদাকার। আমরা লালসায় মাত্র তা'কে সুন্দর দেখি। শুদ্ধ নারী কেন, মনুষ্যই কি জঘন্য জানোয়ার! এমন অতি অল্প জন্তু আছে যে নগ্ন মনুষ্যের চেয়ে সুন্দর নয়! মনুষ্যশরীর এমনি জঘন্য যে, স্বীয় পুষ্টির জন্য নেয় যত সুন্দর, সুস্বাদু, সুগন্ধ জিনিস; আর—(ওষ্ঠদ্বয় নিষ্পীড়িত করিয়া কহিলেন) আর বাহির করে কি বীভৎস ব্যাপার! শরীরের ঘামটা পর্য্যন্তও দুর্গন্ধ। আর এই শরীর স্বয়ং মৃত্যুর পরে তাঁকে দুদিন গৃহে রাখ্‌লে, মন্দার সৌরভ ছড়াতে থাকেন।"

দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"মহাশয়! কাল যাচ্ছেন?"

শক্ত। হাঁ প্রত্যূষে। হাজার সৈন্য এখানে তোমার অধীনে রৈল। —আর দেখ, আমার এই পত্নীর অস্তিত্ব যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়।

দুর্গাধ্যক্ষ। যে আজ্ঞা।

শক্ত। যাও।

দুর্গাধ্যক্ষ চলিয়া গেলে শক্ত কহিলেন

সেলিম! আকবর! মোগল-সাম্রাজ্য। তোমাদের একসঙ্গে দলিত, চূর্ণ, নিষ্পিষ্ট কর্ব্ব—

এই বলিয়া সেখান হইতে নিক্রান্ত হইলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরীণ দৃশ্য। কাল—সন্ধ্যা। রেবা একাকিনী মালার গুচ্ছ সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মানা। বিবিধবেশধারিণী রমণীগণ সেথান দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। তিনি মেঝের উপর বাম-কফোনি এবং বাম করতলে গণ্ডস্থল রাখিয়া উক্ত দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এমন সময় একজন মহার্ঘ্যভূষাভূষিতা ললনা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"এখানে কি বিক্রয় হয় ?"

রেবা। ফুলের মালা।

আগন্তুক। দেখি এক ছড়া। এ কি ফুল ?

রেবা। অপরাজিতা।

আগন্তুক। নামটি অনেকখানি ; কিন্তু মালাটি ছোট। কত দাম ?

রেবা। পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা।

আগন্তুক। এই নেও মুদ্রা! দাও মালাগাছটি। সম্রাটের গলায় পরিয়ে দেবো— বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন

রেবা। ইনি ত সম্রাজ্ঞী! কৈ সম্রাটকে দেখ্‌লাম না ত।

এই সময় অস্তরূপবেশধারিণী অপর এক মহিলা আসিয়া রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"এখানে ফুলের মালা বিক্রয় হয় ?"

রেবা। হাঁ, বিক্রয় হয়।

২য় আগন্তুক। দেখি—(বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে একগাছি মালা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন) এ মালা গাছটি কি ফুলের ?

রেবা। কদম্ব।

২য় আগন্তুক। এই নেও দাম— বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন

রেবা। কি আশ্চর্য্য মেলা! এমন জিনিস নাই যা এখানে নাই। কাশ্মীরি শাল, জয়পুরের স্ফটিকপাত্র, চীনের মৃৎপুত্তলি, তুর্কীর কার্পেট, সিংহলের শঙ্খ—কি নাই ?—এরূপ মেলা দেখিনি!

মালা গলায় সম্রাট্ প্রবেশ করিলেন

আকবর। এ মালা গাঁথা কার হস্তের?

রেবা। আমার হস্তের।

আকবর। তুমি কি মহারাজা মানসিংহের ভগিনী?

রেবা। হাঁ।

আকবর। (স্বগত কহিলেন) সেলিমের উন্মত্ত অনুরাগের কারণ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী হবার উপযুক্ত বটে। (পরে রেবাকে কহিলেন) তোমার আর মালাগুলি দেখি (বলিয়া দেখিতে লাগিলেন) এ সমস্ত মালার দাম কত?

রেবা। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

আকবর। এই নাও দাম। আমি সবগুলিই ক্রয় কর্ল্লাম—

বলিয়া মূল্য প্রদান ও মালা গ্রহণ করিলেন

রেবা। আপনি সম্রাট্ আকবর?

আকবর। যথার্থ অনুমান করেছো— এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন

দৃশ্যান্তর। (১)

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরীণ প্রান্তর। কাল—রাত্রি। নৃত্যগীত।

খাম্বাজ—একতালা

একি, দীপমালা পরি' হাসিছে রূপসী এ মহানগরী সাজি'
একি, নিশীথ পবনে ভবনে ভবনে, বাঁশরি উঠিছে বাজি'।
একি, কুসুমগন্ধ সমুচ্ছ্বসিত তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
একি রূপতরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি।
গায়—"জয় জয় মোগলরাজ ভারতভূপতি জয়"
দক্ষিণে নীল কেনিল সিন্ধু, উত্তরে হিমালয়,
আজ, তার গৌরব পরিকীর্ত্তিত নগরে নগরে—ভুবনে;
আজ, তার গৌরবে সমুদ্ভাসিত গগনে তারকারাজি।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—রাত্রি। পৃথ্বীরাজ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন

পৃথ্বী। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,
কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,
সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
ভারত সম্রাট্ আকবর সাহা।

এই শেষটা থাপ্ খাচ্ছে না। আকবর কথাটা যদি তিন অক্ষরের হ'ত শুন্তে হ'ত ঠিক! কিন্তু—

এমন সময়ে যোশী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। যোশী! খুসরোজ থেকে আস্ছো!

যোশী। হাঁ, প্রভু, খুসরোজ থেকে আসছি!

পৃথ্বী। কি রকম দেখ্লে! কি বিপুল আয়োজন!—কি বিরাট সমারোহ!—বলেছিলাম না! তা হবে না—আকবর সাহার খুসরোজ—

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,
কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,
সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
সম্রাট্ পাতসাহ আকবর সাহা।

যোশী। ধিক্ স্বামী! এই কবিতা আবৃত্তি ক'র্ত্তে লজ্জায় তোমার ক্ষত্রিয়-শির নুয়ে পড়্ছে না? গণ্ড আরক্তিম হ'চ্ছে না? রসনা সঙ্কুচিত হচ্ছে না? এই নীচ স্তুতি, এই তোষামোদ, এই জঘন্য মিথ্যাবাদ—

পৃথ্বী। কেন যোশী! আকবর সাহা এই স্তুতির যোগ্য ব্যক্তি। যিনি স্বীয় বাহুবলে কাবুল হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এই বিরাট রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্; যিনি হিন্দু মুসলমান জাতিকে একসূত্রে বেঁধেছেন—

যোশী। যিনি হিন্দুরাজবধূকে আপনার উপভোগ্যবস্তুমাত্র বিবেচনা করেন,—বলে' যাও।

পৃথ্বী। তুমি আকবরকে দেখনি তাই বলছ।

যোশী। দেখেছি প্রভু! আজ দেখেছি। আর এই ছুরি যদি আমার সহায় না থাক্‌তো, তা হ'লে তোমার স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহস্রাধিক বারাঙ্গনার অন্যতম হোত!

পৃথ্বী। কি বল্‌ছো যোশী!

যোশী। কি বল্‌ছি?—প্রভু! তুমি যদি ক্ষত্রিয় হও, যদি মানুষ হও, যদি এতটুকু পৌরুষ তোমার থাকে, তবে এর প্রতিশোধ নেও! নহিলে আমি মনে কর্ব্ব আমার স্বামী নাই—আমি বিধবা। নহিলে তোমার স্বত্ব নাই, যে স্বত্বে পত্নীভাবে আমাকে স্পর্শ কর।—কি বলবো প্রভু! এই সমস্ত কুলাঙ্গার, ভীরু, প্রাণভয়ে সশঙ্কিত হিন্দুদের দেখে পুরুষ-জাতির উপর ধিক্কার জন্মে; ঘৃণা হয়; ইচ্ছা হয় যে আমরা নিজের রক্ষার্থে নিজেই তরবারি ধরি!—হায়, এক অস্পৃশ্য যবন এসে কামা-লিঙ্গনের প্রয়াসে তোমার স্ত্রীর হাত ধরে! আর তুমি এখনো তাই দাঁড়িয়ে প্রশান্তভাবে শুন্‌ছো?

পৃথ্বী। এ সত্য কথা যোশী?

যোশী। সত্য কথা! কুলাঙ্গনা কখন মিথ্যে ক'রে নিজের কলঙ্কের কথা রটনা করে? যাও, তোমার ভ্রাতৃবধূর নিকট শোনগে যাও,—আরও শুনবে! যে সতীত্ব হারিয়ে, ধর্ম্ম হারিয়ে, সম্রাট-দত্ত অলঙ্কার বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরে এল, আর সেই কুলটাকে তোমার ভাই রায় সিং প্রশান্তভাবে নিজের বাড়ীতে বধূ ব'লে পুনর্ব্বার গ্রহণ কল্লে'ন। আর্য্য-জাতির কি এতদূর অধোগতি হয়েছে যে রজতের জন্য স্ত্রীকে বিক্রয় করে?—ধিক্—

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন

পৃথ্বী। কি শুন্‌ছি! এ সত্য কথা! কিছুই বুঝে উঠতে পার্চ্ছিনে। এখন কি করি?—কি আর কর্ব্ব? আকবর সাহা সর্ব্বশক্তিমান্। কি আর ক'র্ব্ব! উপায় নাই!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গিরিগুহা। কাল—সন্ধ্যা। ইরা রুগ্নশয্যায়। নিকটে মেহের উন্নিসা বসিয়াছিলেন

ইরা। মেহের!

মেহের। দিদি!

ইরা। মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাহিরে গেল কেন?—আমি মর্ত্তে যাচ্ছি বলে'?

মেহের। বালাই! ও কথা বল্‌'তে নেই, ইরা!

ইরা। ও কথা বল্‌তে নেই কেন মেহের? পৃথিবীতে এর চেয়ে কি সত্য কথা আছে?—এ জীবন ক'দিনের জন্য? কিন্তু মরণ চিরদিনের। মরণসমুদ্রে জীবন ঢেউয়ের মত ক্ষণেকের জন্য স্পন্দিত হয় মাত্র! পরে সব স্থির। জীবন মায়া হতে পারে, কিন্তু মরণ ধ্রুব! চিরদিনের অসাড় নিদ্রার মধ্যে জীবন উত্ত্যক্ত মস্তিষ্কের স্বপ্নের মত আসে, স্বপ্নের মত চলে' যায়।—মেহের!

মেহের। বোন্!

ইরা। তুই মোগল-কন্যা, আমি রাজপুত-কন্যা! তোর বাপ আর আমার বাপ শত্রু! এমন শত্রু যে তাঁরা পরস্পরের মুখদর্শন করা বোধ হয় একটা মহাপাতক বিবেচনা করেন! কিন্তু তুই আমার বন্ধু; এ বন্ধুত্ব যেন অনেক দিনের—এ বন্ধুত্ব যেন পূর্ব্ব-জন্মের। তবু তোর সঙ্গে আলাপ ক'দিনের?—সেই পিতৃব্যের শিবিরে প্রথম দেখা মনে আছে?

মেহের। আছে বোন্।

ইরা। তার পর কে যেন স্বপ্নে আমাদের মিলন করিয়ে দিলে। সে স্বপ্ন বড় ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বড় মধুর। আমার যেন বোধ হয় আমি তোকে ছেড়ে যাচ্ছি, আবার মিল্‌বো! তোর বোধ হয় না?

মেহের। আবার মিল্‌বো!—কোথায়?

ইরা উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"ঐখানে! এখন তা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না; কারণ জীবনের তীব্রালোক তাকে ঢেকে রেখেছে, যেমন সূর্য্যের তীব্র জ্যোতি কোটি জ্যোতিষ্ককে ঢেকে রাখে। যখন এ জ্যোতি নেমে যাবে, তখন সে অপূর্ব্ব জ্যোতির রাজ্য মহাব্যাপ্তির প্রান্ত হতে প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয় উঠ্‌বে।—কি সুন্দর সে দৃশ্য!"

মেহের নীরব হইয়া রহিলেন। ইরা আবার কহিতে লাগিলেন

"ঐ যে দেখ্‌ছিস্ মেহের, ঐ আকাশ—কি নীল, কি গাঢ়, কি সুন্দর! ঐ সন্ধ্যার সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, পৃথিবীকে যেন এক তপ্ত স্বর্ণবন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে! আকাশের ঐ রঞ্জিত মেঘমালা—কি রঙের খেলা, যেন একটা নীরব রাগিণী। এ সব কি আসল জিনিস দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ মনে করিস্?"

মেহের। তবে কি বোন্?

ইরা। এ সব একটা পর্দ্দার উপর আসল সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সে আদিম সৌন্দর্য্য আছে—এর পিছনে। ঐ আকাশের পিছনে, ঐ সূর্য্যের পিছনে।

মেহের নীরব রহিলেন

ইরা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন

"ঘুম আস্‌ছে! ঘুমাই!"

এই সময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে

প্রতাপ প্রবেশ করিলেন

"ঘুমোচ্ছে?"

মেহের। হাঁ, এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে!

প্রতাপ। মেহের! তুমি যাও বিশ্রাম করগে, আমি বস্‌ছি।

মেহের। না, আমি বসে' থাকি—আপনি সমস্ত দিবসের শ্রান্তির পর বিশ্রাম করুন।

প্রতাপ। না, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন নাই।—যখন হবে, তোমাকে আবার ডেকে পাঠাবো।

মেহের। আচ্ছা। উঠিলেন

প্রতাপ। লক্ষ্মী কোথায়?

মেহের। ছেলেপিলেদের জন্য রুটি বানাচ্ছেন। ডেকে দেব?

প্রতাপ। কাজ শেষ হলে' একবার আস্‌তে বলো।

মেহের উন্নিসা প্রস্থান করিলেন

প্রতাপ। এই আমার জীবন। তিন দিন একাদিক্রমে বন হ'তে বনান্তরে ফিচ্ছি—মোগলসৈন্যদের হাত এড়াতে। একবেলা আহার হয়নি—খাবার অবসর অভাবে। তার উপর এই রুগ্ন কন্যা আর একাহারী পুত্র কন্যাদের নিয়ে শশব্যস্ত—

এই বলিয়া নিঃশব্দে ইরার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরেই সহসা নেপথ্যে পুত্রকন্যার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

প্রতাপ। কাল মোগল-হস্তে বন্দী হতাম। কেবল বিশ্বস্ত ভীল-সর্দ্দারের অনুগ্রহে সে অপমান থেকে রক্ষা পেয়েছি। ভীলসর্দ্দার নিজের প্রাণ দিয়েছে আমাদের প্রাণ বাঁচাতে। এই রকম কত প্রাণ গিয়েছে আমার প্রাণরক্ষার্থে। তাদের স্ত্রীরা অনাথা হয়েছে, পরিবার নিরাশ্রয় হয়েছে, আমার জন্য—আমাকে বাঁচাতে। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না; আর রাখ্‌তে পারি না।

এই সময়ে লক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"ইরা ঘুমোচ্ছে?"

প্রতাপ। হাঁ, ঘুমোচ্ছে। লক্ষ্মী। ছেলেরা কাঁদছিল কেন?

লক্ষ্মী। তারা খাবার জন্য রুটি সম্মুখে রেখেছে, এমন সময়ে বন্য-বিড়াল এসে রুটি কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। তবে আজ রাতে উপায়?

লক্ষ্মী। আমাদের অংশ তাদের দিয়েছি। আমরা একদিন নিরাহারে থাকতে পারি।

প্রতাপ ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ডাকিলেন

"লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মী। প্রভু!

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি আমার হাতে পড়ে' অনেক সয়েছো আর সইতে হবে না। এবার আমি ধরা দেবো।

লক্ষ্মী। ধরা দেবে! কেন নাথ?

প্রতাপ। আর পারি না। চক্ষের সাম্‌নে তোমাদের এ কষ্ট দেখ্‌তে পারি না। আর কতকাল এই শৃগালের মত বন হতে বনে প্রতাড়িত হব! আহার নাই! নিদ্রা নাই! বাসস্থান নাই! আমি সব সহ্য কর্ত্তে পারি! কিন্তু তুমি!—

লক্ষ্মী! আমি!—নাথ! তোমার আজ্ঞা পালন করে'ই আমার আনন্দ।

প্রতাপ। সহ্য করারও একটা সীমা আছে। আমি কঠিন পুরুষ—সব সহ্য কর্ত্তে পারি! কিন্তু তুমি নারী—

লক্ষ্মী। নাথ! নারী বলে' আমাকে অবজ্ঞা করো না। নারী-জাতি স্বামীর সুখে সুখ কর্ত্তে জানে, আবার স্বামীর দুঃখ ঘাড় পেতে নিতে জানে। নারী জাতি কষ্ট সইতে জানে। কষ্ট সইতেই তার জীবন, আত্মোৎসর্গেই তার অপার আনন্দ। নাথ! জেনো, যখন তোমার পায়ে কাঁটাটি ফোটে, সে কাঁটাটি বিঁধে আমার বক্ষে। আমরা নারী-

জাতি, পিতামাতাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি ; স্বামীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে রক্ষা কর্ত্তে চাই ; সন্তানকে বুকের রক্ত দিয়ে পালন করি।

প্রতাপ। আর এই পুত্র-কন্যারা !—তাদের দুঃখ—

লক্ষ্মী। স্বদেশ আগে না পুত্র-কন্যা আগে ?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি ধন্য। তোমার তুলনা নাই। এ দৈন্যে, এ দুঃখে, এ দুর্দ্দিনে, তুমিই আমাকে উচ্চে তুলে রেখেছো! কিন্তু আমি যে আর পারি না। আমি দুর্ব্বল, তুমি আমাকে বল দাও ; আমি তরল, তুমি আমাকে কঠিন কর ; আমি অন্ধকার দেখ্‌ছি, তুমি আমাকে আলো দেখাও।

ইরা। মা!

লক্ষ্মী। কি বল্‌ছো মা ?

ইরা। কি সুন্দর! কি সুন্দর! দেখো মা কি সুন্দর!

লক্ষ্মী। কি মা ?

ইরা। এক রঞ্জিত সমুদ্র! কত দেহমুক্ত আত্মা তা'তে ভেসে যাচ্ছে, কত অসীম সৌন্দর্য্যময় আলোকখণ্ড ছুটোছুটি কচ্ছে! কত মধুর সঙ্গীত আকাশ থেকে অশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। চিন্তা মূর্ত্তিময়ী, কামনা বর্ণময়ী, ইচ্ছা আনন্দময়ী!

প্রতাপ লক্ষ্মীকে কহিলেন

"স্বপ্ন দেখেছে!"

ইরা সচকিতে জাগ্রত হইয়া কহিলেন

"যাঃ ভেঙে গেল!—একি মা, আমরা কোথায় ?"

লক্ষ্মী। এই যে আমরা মা!

ইরা। চিনেছি ;—মেহের কোথা ?

লক্ষ্মী। ডাক্‌বো ?—ঐ যে আসছে!

নিঃশব্দে মেহের প্রবেশ করিলেন

ইরা। তুমি কোথা গিয়েছিলে! এ সময় ছেড়ে যেতে আছে? আমি যাচ্ছি, দেখা ক'রে দুটো কথা ব'লে যাবো।

লক্ষ্মী। ছিঃ, কি বল্‌ছো ইরা?

ইরা। না, মা, আমি যাচ্ছি। তোমরা বুঝ্‌তে পার্চ্ছো না। কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছি—আমি যাচ্ছি। যাবার আগে দুটো কথা বলে' যাই; মনে রেখো। বাবার শরীর অসুস্থ! কেন আর তাঁকে এই নিষ্ফল যুদ্ধে উত্তেজিত কর! আর সইবে না।—বাবা! আর যুদ্ধ কেন? মানুষের সাধ্য যা, তা করেছ! সম্রাট মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হন্ হোন! কি হবে কাটাকাটি মারামারি করে সব? ছেড়ে দাও, আকবর চিতোর চান, নেন। তার সঙ্গে আরও কিছু তোমার থাকে, দিয়ে দাও! নেন তিনি সব নেন! ক'দিনের জন্য বাবা!—তবে যাই মা! যাই বাবা! যাই বোন্!—বাবা! আমার জায়গায় মেহেরকে বসিয়ে রেখে গেলাম! তাকে নিজের মেয়ের মত, আমার মত দেখো। কি শুভক্ষণে মেহের এখানে এসেছিল, সে না এলে কাকে তোমাদের কাছে রেখে যেতাম? মেহের! তুই আর আমি যে রকম বন্ধু হইছি, তোর বাপ আর আমার বাবা যেন পরিশেষে সেই রকম বন্ধু হন। তুই পারিস্ তো এদের মধ্যে শান্তিবারি ছিটিয়ে দিস্। মনে থাকে যেন বোন।

মেহের। মনে থাকবে ইরা!

ইরা। তবে যাই! বাবা—' মা! চরণধূলি দেও।—

পিতামাতার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া মেহেরকে কহিলেন

"মেহের, যাই বোন্। বড় সুখের মৃত্যু এই। আমি বাপ মায়ের কোলে শুয়ে তাঁদের সঙ্গে শেষ কথা কয়ে মর্ত্তে পার্ল্লাম!—তবে যাই!"

লক্ষ্মী। ইরা! ইরা!—মা চলে গিয়েছে!

প্রতাপ। হা ভগবান্!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের মন্ত্রণা-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন। আকবর পত্রহস্তে উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন। সম্মুখে মহারাজ মানসিংহ দণ্ডায়মান

আকবর। ধন্য মানসিংহ! তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই! তোমার অজেয় শত্রু নাই! তুমি প্রতাপের মত দৃঢ় শত্রুকেও বিচলিত করেছো। —কৈ! পৃথ্বী এখনও এলেন না?

মহাবৎ প্রবেশ করিলেন

মহাবৎ। দিল্লীশ্বরের জয় হোক্।

আকবর। মহাবৎ! আজ আজ্ঞা দাও, প্রতি সৌধচূড়ায় শুভ্র চীনাংশুক পতাকা উড়ুক; রাজপথে যন্ত্রসঙ্গীত হোক; দিল্লীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে রাজপুত ও মুসলমান উৎসব সমিতি করুক; মন্দিরে, মস্জিদে, ঈশ্বরের স্তুতিগান হোক; আগ্রানগরী আলোকিত হোক; দরিদ্রকে অকাতরে অর্থ বিতরণ কর। আজ রাণা প্রতাপসিংহ আকবরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছে। বুঝেছো মহাবৎ! যাও শীঘ্র।

মহাবৎ। যো হুকুম জাঁহাপনা। বলিয়া প্রস্থান করিল

এই সময় সেই কক্ষে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলে আকবর অগ্রসর হইয়া কহিলেন

"পৃথ্বী! ভারী সুখবর! এ বিষয়ে তোমাকে একটা কবিতা লিখ্‌তে হবে।"

পৃথ্বী। কি সংবাদ জাঁহাপনা?

আকবর। রাণা প্রতাপসিংহ বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

পৃথ্বী। একি পরিহাস জাঁহাপনা?

আকবর। এই পত্র দেখ।

পৃথ্বীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন, পৃথ্বী পত্র পাঠ করিতে ব্যস্ত হইলেন

আকবর। মানসিংহ! রাণা প্রতাপকে কি উত্তর দিব বল দেখি?

মানসিংহ। এই উত্তর যে সম্রাটের নিকট তাঁহার আগমনের জন্য

মেবারের রাণার উপযুক্ত সম্মান অপেক্ষা কর্চ্ছে।—(পরে স্বগত কহিলেন) —"কিন্তু প্রতাপ! যে সম্মান আজ হারালে, এ সম্মান সে মুক্তার কাছে নকল মুক্তা।"

পৃথ্বী। জাঁহাপনা, এ জাল-পত্র। আকবর চমকিয়া উঠিলেন

আকবর। কিসে বুঝ্‌লে জাল?

পৃথ্বী। এ কথা অবিশ্বাস্য! আমি অগ্নিকে শীতল, সূর্য্যকে কৃষ্ণবর্ণ, পদ্মকে কুৎসিত, সঙ্গীতকে কর্কশ কল্পনা কর্ত্তে পারি; কিন্তু প্রতাপের এ সঙ্কল্প কল্পনা কর্ত্তে পারি না। এ প্রতাপের হস্তাক্ষর নয়!

আকবর। প্রতাপ সিংহেরই হস্তাক্ষর। পৃথ্বী। কাল প্রভাত হ'তে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আগ্রানগরীতে উৎসবের আজ্ঞা দিয়েছি। যাই, এখন অন্তঃপুরে যাই। উৎসবের যেন কোন ত্রুটি না হয় মানসিংহ—

আকবর এই বলিয়া দ্রুতপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। আকবর চলিয়া গেলে মানসিংহ পৃথ্বীকে কহিলেন

"কি বল পৃথ্বী।"

পৃথ্বী। আমাদের এক আশা—শেষ আশাদীপ নির্ব্বাণ হোল। এখন থেকে সম্রাটের স্বেচ্ছাচার অপ্রতিহত।

মানসিংহ। বুঝেছি পৃথ্বী তোমার মনের ভাব। তোমার আকবরের প্রতি ক্রোধের কারণ আছে।—যদি তুমি মেবারে গিয়ে প্রতাপকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে উত্তেজিত কর্ত্তে চাও, আমি বাধা দিব না। কোন কথা কইব না।

পৃথ্বী। মানসিংহ! তুমি মহৎ। বলিয়া চলিয়া গেলেন

মানসিংহ। প্রতাপ! প্রতাপ! তুমি কল্লে কি? আজ মেবারের সূর্য্য অস্তমিত হলো। আজ পর্ব্বতশৃঙ্গ খসে' পড়লো।

এই বলিয়া মানসিংহ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গিরিগুহা। কাল—রাত্রি। প্রতাপ ও লক্ষ্মী

প্রতাপ। মেহের উন্নিসা কোথায় লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী। রন্ধন কর্চ্ছে।

প্রতাপ। মেহেরকে নিজের কন্যার মত ভালবেসেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, আমার ভাবি পুত্রবধূ যেন তার মত গুণান্বিতা হয়।

লক্ষ্মী নীরব রহিলেন

প্রতাপ। ছিঃ লক্ষ্মী, আবার ? কন্যা ইরা পুণ্যধামে গিয়েছে। সে জন্য দুঃখ কি ?

লক্ষ্মী। নাথ—

বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন

প্রতাপ। আমাদের আর কয় দিনই বা লক্ষ্মী। শীঘ্রই তার সঙ্গে মিলিত হবো। কেঁদো না লক্ষ্মী !

লক্ষ্মী। আমাকে ক্ষমা কর, আর কাঁদ্‌বো না। তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, যেন তোমার উপযুক্ত শিষ্যাই হ'তে পারি প্রাণেশ্বর !

বলিয়া লক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন

কিয়ৎকাল পরে গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিয়া রাণাকে কহিলেন

"রাণা, আপনি বশ্যতা স্বীকার করেছেন বলে' আগ্রানগরে মহোৎসব হয়ে গেছে! গৃহে গৃহে নহবৎধ্বনি, নৃত্যগীত হয়েছিল; সৌধচূড়ায় বিরঞ্জিত পতাকা উড়েছিল; রাজপথ আলোকিত হয়েছিল! ইহা রাণার পক্ষে সম্মানের কথা।"

প্রতাপ ম্লান হাস্যে উত্তর করিলেন

"সম্মানের কথা বটে।"

গোবিন্দ। সম্রাট্ রাজসভায় আপনার জন্য তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথম আসন নির্দ্দেশ করেছেন।

প্রতাপ। সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ!

এই সময়ে সেই গুহায় শক্ত সিংহ প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কৈ? দাদা কৈ?

প্রতাপ। কে? শক্ত?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি। আমি মোগলের সহিত যুদ্ধে তোমার সহায় হ'তে এসেছি।

প্রতাপ। আর প্রয়োজন নাই, শক্ত। আমি মোগলের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছি।

শক্ত। তুমি আকবরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছ দাদা?

প্রতাপ। হাঁ, শক্ত। আর আকবরের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। যাক্ মেবার, যাক্ কমলমীর।

শক্ত। পৃথিবী হাস্‌বে।

প্রতাপ। হাসুক!

শক্ত। মাড়বার, চান্দেরী হাস্‌বে।

প্রতাপ। হাসুক!

শক্ত। মানসিংহ হাস্‌বে।

প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস সহ উত্তর করিলেন

"হাসুক! কি কর্ব্ব!"

শক্ত। দাদা! তোমার মুখে একথা শুনবো যে তা' স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রতাপ। কি কর্ব্ব ভাই।—চিরদিন সমান যায় না।

শক্ত। আমিও বলি, 'চিরদিন সমান যায় না।' এতদিন মেবারের

দুর্দ্দিন গিয়েছে, এখন তাহার সুদিন আস্‌বে। আমি তার সূচনা করে' এসেছি!

প্রতাপ নিস্তব্ধ রহিলেন! শক্ত আবার কহিলেন

"জান দাদা, এখানে আস্‌বার আগে আমি ফিন্‌শরার দুর্গ জয় ক'রে এসেছি।"

প্রতাপ। তুমি!—সৈন্য কোথায় পেলে?

শক্ত। সৈন্য! পথে সংগ্রহ করেছি। যেখান দিয়ে এসেছি, চীৎকার করে' বল্‌তে বল্‌তে এসেছি যে, 'আমি প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহ; যাচ্ছি প্রতাপ সিংহের সাহায্যে।—কে আস্‌বে এসো!'—তা শুনে বাড়ীর গৃহস্থ স্ত্রী ছেড়ে এলো; পিতা ছেলে ছেড়ে এলো; কৃপণ টাকা ছেড়ে এলো; রাস্তার মুটে মোট ফেলে অস্ত্র ধর্ল্লে, কুব্জ সোজা হয়ে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো!—দাদা! তোমার নামে কি যাদু আছে,তা তুমি জান না। আমি জানি।

ভীমসাহা দ্বারা নীত হইয়া সেই গুহায় এই সময়ে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। কৈ রাণা প্রতাপ?

প্রতাপ। কে? পৃথ্বীরাজ! তুমি এখানে!

পৃথ্বী। প্রতাপ সিংহ! তুমি নাকি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছো?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বী। হায় হতভাগ্য হিন্দুস্থান! শেষে প্রতাপ সিংহও তোমাকে পরিত্যাগ কর্ল্লে।—প্রতাপ! আমরা উচ্ছন্ন গিয়েছি; আমরা দাস হয়েছি। তবু এক সুখ ছিল, যে, প্রতাপের গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম। বল্‌তে পার্ত্তাম যে এই সার্ব্বজনীন ধ্বংসের মধ্যে এক প্রতাপের শির সম্রাটের নিকট নত হয় নি। কিন্তু হিন্দুর সে আদর্শও গেল।

প্রতাপ। পৃথ্বী! লজ্জা করে না যে তুমি, তোমার ভাই, বিকানীর, গোয়ালীয়র, মাড়োয়ার, সবাই জঘন্য বিলাসে সম্রাটের স্তুতিগান কর্ব্বে; আর আশা কর যে, এই সমস্ত রাজপুতনায় একা আমি, সামান্য দুবেলা দুমুঠো আহার—তার সুখও বিসর্জ্জন করে' তোমাদের গৌরব কর্ব্বার আদর্শ যোগাবো?

পৃথ্বী। হাঁ প্রতাপ! অধম ভালুককে যাদুকর নাচায়; কিন্তু কেশরী গহনে নির্জ্জনে গরিমায় বাস করে। দীপ অনেক; কিন্তু সূর্য্য এক! শস্যশ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চষে, চরণে দলিত করে; কিন্তু উত্তুঙ্গ পর্ব্বত গর্ব্বিত দারিদ্র্যে শির উন্নত করে থাকে। প্রতাপ! সংসারী তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, তার ক্ষুদ্র অভাব বিলাস নিয়ে থাকে! মধ্যে মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে, রুক্ষ কেশে, অনশনে সিদ্ধ সন্ন্যাসী এসে, নূতন তত্ত্ব, নীতি, ধর্ম্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারীর উন্মুক্ত তরবারি তাঁদের সত্যের জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে', নিরন্ধ্র কারাগারের অন্ধকার তাঁদের মহিমাকে উজ্জ্বল করে; অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁদের কীর্ত্তি প্রথিত করে! তুমি সেই সন্ন্যাসী! প্রতাপ! তুমি মাথা হেঁট কর্ব্বে!

প্রতাপ। যদি রাজপুত এক হয়, যদি সে দৃঢ়পণ করে যে আর্য্যাবর্ত্তকে মোগলসম্রাটের গ্রাস থেকে মুক্ত কর্ব্ব, ত মোগল-সিংহাসন কদিন টিকে! তথাপি আমি বিশ বছর ধ'রে একাকী যুদ্ধ কর্লাম,—একজনও এমন রাজপুত রাজা নাই যে, আমার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, একটি অঙ্গুলি তোলে। হা ধিক্।—আমি আজ জীর্ণ, সর্ব্বস্বান্ত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন! পৃথ্বী! আমার কন্যা ইরা মারা গিয়েছে। না খেয়ে, জঙ্গলের শীতে মারা গিয়েছে। আর আমি সে প্রতাপ নাই। আমি এখন তার কঙ্কালমাত্র।

পৃথ্বী ও শক্ত একত্রে কহিয়া উঠিলেন—"কি ?—ইরা নাই !!"

প্রতাপ। না, নাই ! দারিদ্র্যের কঠোর তুষার-সম্পাতে ঝরে গিয়েছে।

পৃথ্বী। হা-ভগবান ! মহত্ত্বের এই পরিণাম। প্রতাপ ! আমি সম-দুঃখী। তুমি মহৎ, আমি নীচ ; কিন্তু আমাদের দুঃখ সমান !—আমার যোশীও নাই।

প্রতাপ। যোশী নাই।

পৃথ্বী। নাই। সে এই নরাধমকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছে।

প্রতাপ। কিসে তাঁর মৃত্যু হোল পৃথ্বী ?

পৃথ্বী। তবে শুনবে প্রতাপ আমার কলঙ্ককাহিনী ?—খুস্‌রোজে আমার নবোঢ়া বনিতার নিমন্ত্রণ হয় ; তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি সেখানে পাঠাই। শেষে বাড়ী ফিরে এসে সে সমবেত রাজগণের সমক্ষে আপন বক্ষে ছুরি বসিয়ে দিয়ে প্রাণত্যাগ করে।

প্রতাপ। হিন্দুরাজগণের অপমান করেও আকবরের তৃপ্তি হয় নি ? আকবর ! তুমি ভারতবিজয়ী বীর-পুরুষ।

শক্ত। এর প্রতিশোধ নেব।

পৃথ্বী। প্রতাপ সিংহ ! এর প্রতিশোধ নিতে তোমার সাহায্য ভিক্ষা কর্ব্বার জন্য আমি আগ্রা ছেড়ে তোমার দ্বারে এসেছি ! এখন তুমি রক্ষা কর প্রতাপ !

গোবিন্দ। এ কথা শুনেও কি রাণা প্রতাপ মাথা নীচু করে' থাকবেন ?

প্রতাপ। কি ক'র্ব্ব ?—আমার যে কিছুই নাই।—আমি একা কি ক'র্ব্ব। আমার সৈন্য নাই। পাঁচ জন সৈন্যও নাই।

শক্ত। আমি নূতন সৈন্য সংগ্রহ কর্ব্ব।

প্রতাপ। যদি অর্থ থাকতো, তা হ'লে আবার নূতন সেনাদল গঠন কর্ত্তে পার্ত্তাম। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, অর্থ নাই।

ভীমসাহা। অর্থ আছে রাণা!

প্রতাপ। কি বল্‌ছো মন্ত্রী? অর্থ আছে? কোথায়?—মন্ত্রী! তুমি রাজস্বের হিসাব রাখ না। রাজকোষে এক কপর্দ্দকও নাই।

ভীমসাহা। সে কথা সত্য। তথাপি অর্থ আছে।

প্রতাপ। বৃদ্ধ! তুমি বাতুল—না উন্মাদ?—কোথায় অর্থ?

ভীমসাহা। রাণা! চিতোরের সুদিনে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা রাণার দেওয়ানীতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। সে অর্থ এখন এ ভৃত্যের। আজ্ঞা হয় ত আমি সে অর্থ প্রভুর চরণে অর্পণ করি।

প্রতাপ। প্রভূত অর্থ!—কত?

ভীমসাহা। আশ্চর্য্য হবেন না রাণা! সে অর্থ চৌদ্দ বর্ষ ধ'রে বিংশতি সহস্র সেনার বেতন দিতে পারে।

সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

প্রতাপ। মন্ত্রী! তোমার প্রভুভক্তির প্রশংসা করি! কিন্তু মেবারের রাণার এ নিয়ম নহে যে ভৃত্যে-অর্পিত ধন প্রতি গ্রহণ করে! তোমাকে সে অর্থ দিয়েছি ভোগ কর্ত্তে, তুমি ভোগ কর।

ভীমসাহা। প্রভু! এমন দিন আসে যখন ভৃত্যের নিকটে গ্রহণ করাও প্রভুর পক্ষে অপমানকর নহে! আজ মেবারের সেই দিন। স্মরণ কর, প্রতাপ, লাঞ্ছিত হিন্দুনারীদিগকে। ভেবে দেখ, হিন্দুর আর কি আছে? দেশ গিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়াছে, শেষে এক যা আছে—নারীর সতীত্ব, তাও যায়। প্রতাপ! তুমি রক্ষা কর!—রাণা! আমি আমার পূর্ব্বপুরুষের ও আমার আজন্ম অর্জ্জিত এ ধনরাশি দিচ্ছি তোমাকে নহে; তোমার হস্তে দিচ্ছি—

এই বলিয়া জানু পাতিলেন

শক্ত সঙ্গে সঙ্গে জানু পাতিয়া কহিলেন

"দেশের জন্য এ দান গ্রহণ কর দাদা!"

প্রতাপ। তবে তাই হোক্! এ-দান আমি নেবো।

প্রস্থান

পৃথ্বী। আর ভয় নাই! সুপ্তসিংহ জেগেছে।—ভীমসা! পুরাণে পড়েছি, দধীচি—দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণের জন্য নিজের অস্থি দিয়েছেন। সে কিন্তু সত্যযুগে; কলিকালেও যে তা সম্ভব তা জান্তাম না।

শক্ত। দাদা। আমি যাই, সৈন্য সংগ্রহ করিগে যাই! এক মাসের মধ্যে বিংশতি সহস্র সেনার বন্দুকের শব্দে রাজস্থান ধ্বনিত হবে।

এই বলিয়া শক্ত প্রস্থানোদ্যত হইলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন

"দাঁড়াও, আমিও যাবো। জয় মা কালী!"

সকলে। জয় মা কালী।

সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—গিরিসঙ্কট। কাল—প্রভাত। পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণ। দূরে পল্লীবাসিগণ, পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণের গীত।

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয়গাথা!
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্ম্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে প্রাণের মায়া,—
যখন বিপন্না জননী-জায়া?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!
চল সমরে দিব জীবন ঢালি—
জয় মা ভারত, জয় মা কালী!
সাজে শয়ন কি হীনবিলাসে, শত্রুবিদগ্ধ যখন পুরপল্লী?
মোগল-চরণ-চিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী?
কোষ-নিবদ্ধ র'বে তরবারি,
যখন নিলাঞ্ছিত ভারত নারী?
সাজ সাজ (ইত্যাদি)
সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে: শত্রুকরে কভু হবনা বন্দী,
ডরি না, থাকে যাই অদৃষ্টে অধর্ম্ম সঙ্গে করি না সন্ধি।
রবনা, হবনা, মোগল ভৃত্য,
সম্মুখ-সমরে জয় বা মৃত্যু।
সাজ সাজ (ইত্যাদি)
ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, শত্রুসৈন্যদল করিয়া বিভিন্ন;
পুণ্য সনাতন আর্য্যাবর্ত্তে রাখিব নাহি যবন পদচিহ্ন।
মোগল রক্তে করিব স্নান,
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।
সাজ সাজ (ইত্যাদি)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের বাটি। কাল—সন্ধ্যা। মানসিংহ ও মহাবৎ।

মানসিংহ। কি! শক্তসিংহ আমার প্রধান বাণিজ্যনগরী মালপুরা লুঠ করেছে!

মহাবৎ। হাঁ, মহারাজ!

মানসিংহ। অসমসাহসিক বটে!

মহাবৎ। প্রতাপ সিংহ কমলমীর দখল করে', সেখানে দুর্গ তৈরি কর্চ্ছে।

মানসিংহ। যাও তুমি দশহাজার মোগল-সৈন্য নিয়ে শক্তসিংহের ফিনশরার দুর্গ আক্রমণ কর। আরো সৈন্য আমি পরে পাঠাচ্ছি।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা!

বলিয়া প্রস্থান করিলেন

মানসিংহ। কি অদ্ভুত এই মেবারের যুদ্ধ।—কি সাহস! কি কৌশল! সে যুদ্ধে প্রতাপ মোগল সেনাপতি সাহাবাজের সৈন্যকে ঝড়ের মত এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। ধন্য প্রতাপ সিংহ! তোমার মত বীর আজ এ ভারতবর্ষে নাই। তোমার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কেরও যদি গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম; সে আমার কি সম্মান, কি মর্য্যাদার কারণ

হ'ত। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, আমাদের ভাগ্যচক্রের গতি বিপরীত দিকে। তোমার মস্তক দেহচ্যুত হতে পারে, কিন্তু নত হবে না। আর, আমি যতই যাবনিক সম্বন্ধজাল ছাড়াবার চেষ্টা কচ্ছি, ততই সেই জালে জড়িত হচ্ছি। যাবনিক প্রথার উপর আমার বর্দ্ধমান ঘৃণা বিচক্ষণ সম্রাট্ বুঝেছেন। তাই তিনি সেলিমের সঙ্গে রেবার বিবাহরূপ নূতন জালে আমাকে জড়াচ্ছেন, আর সেই সম্বন্ধের প্রলেপ দিয়ে আমার প্রতি সেলিমের বিদ্বেষক্ষত আরাম কর্ত্তে মনস্থ করেছেন।—কি বিচক্ষণ গভীর কূট রাজনৈতিক এই আকবর।

এই সময়ে রেবা ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল

"দাদা।"

মানসিংহ। কে? রেবা?

রেবা। দাদা—

মানসিংহ। কি রেবা?

রেবা। আমার বিবাহ?

মানসিংহ। হাঁ রেবা।

রেবা। কুমার সেলিমের সঙ্গে?

মানসিংহ। হাঁ ভগ্নি।

রেবা। এতে তোমার মত আছে?

মান। এতে আমার মতামত কি রেবা?—এ বিবাহ সম্রাটের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাই আজ্ঞা।

রেবা। এ বিবাহে তোমার মত নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা।—এ সম্রাটের ইচ্ছা!

রেবা। সম্রাটের ইচ্ছা বিশ্ববিজয়িনী হ'তে পারে। কিন্তু রেবা তাঁর জগতের বাইরে।—এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা।—আমি কথা দিয়েছি।

রেবা। কথা দিয়েছো? আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও না ক'রে? নারীজাতি কি এতই হীন দাদা, যে তাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে ঘোড়াবেচার মত যার তার হাতে সঁপে দিতে পারো?

মানসিংহ। কিন্তু, আমি তোমারই ভবিষ্যৎ সুখের জন্য এ প্রতিজ্ঞা করেছি।

রেবা। সম্রাটের ভয়ে কর নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহে তোমার মত আছে?

মানসিংহ। আছে।

রেবা। উত্তম। তবে আমার আপত্তি নাই।

মানসিংহ। তোমার মত নাই কি রেবা?

রেবা। কি যায় আসে দাদা, যখন তোমার মত আছে। তুমি আমার অভিভাবক। আমি স্বীয় কর্ত্তব্য জানি। তোমার মতেই আমার মত।

মানসিংহ। রেবা। এ বিবাহে তুমি সুখী হবে।

রেবা। যদি হই সেই টুকুই লাভ—কারণ তার আশা করি না—

এই বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন

মানসিংহ। আমার ভগিনীর মত চরিত্র আমি দেখি নাই—এত উদাসীন, এত অনাসক্ত, এত কর্ত্তব্যপরায়ণ। ঐ যে গান গাচ্ছে, যেন কিছুই ঘটে নাই। কি স্বর্গীয় স্বর।—যাই, রাজসভায় যাবার সময় হয়েছে।

মানসিংহ চিন্তিতভাবে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে কিছুক্ষণ পরে গাইতে গাইতে পুনরায় রেবা সেই কক্ষ দিয়া চলিয়া গেলেন

ভালবাসি যারে, সে বাসিলে মোরে, আমি চিরদিন তারি ;
চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার, দিব নয়নের বারি।
দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব, র'ব তারি অনুরাগী ;
মরুভূমে, জলে, কাননে, অনলে, পশিব তাহার লাগি'।
ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি তাহে অভিমান নাইরে—
সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু হবে দুজনার ঠাঁইরে ;
নিরবধি কাল—হয় ত কখন ভুলিব সে ভালবাসা ;
বিপুল জগৎ—হয় ত কোথাও মিটিবে আমার আশা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ফিনশরার দুর্গের অভ্যন্তর। কাল—প্রভাত। সশস্ত্র শক্ত সিংহ একাকী সেই স্থানে পরিক্রমণ করিতেছিলেন

শক্ত। হত্যা! হত্যা! হত্যা! এ বিশ্বসংসার একটা প্রকাণ্ড কষাইখান। ভূকম্পে, জলোচ্ছ্বাসে, রোগে, বার্দ্ধক্যে, প্রত্যহ পৃথিবীময় কি হত্যাই হচ্ছে; আর, তার উপরে আমরা, যেন তাতেও তৃপ্ত না হয়ে—যুদ্ধে, বিগ্রহে, লোভে, লালসায়, ক্রোধে,—এই বিশ্বপ্লাবিনী রক্ত-বন্যার ভৈরব স্রোত পুষ্ট কচ্ছি।—পাপ?—আমরা হত্যা কল্লেই হয় পাপ, আর ঈশ্বরের এই বিরাট জল্লাদগিরি কিছু নয়? আবার, সমাজে মানুষ মানুষকে হত্যা কল্লে তার নাম হয় হত্যা; আর যুদ্ধে হত্যা করার নাম বীরত্ব! মানুষ কি চরম ধর্ম্মনীতিই তৈ'র করেছিল!

দূরে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল

"ঐ আবার আরম্ভ হোল—হত্যার ক্রিয়া—ঐ মৃত্যুর হুঙ্কার!—ঐ আবার!"

কক্ষে শশব্যস্তে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিল

শক্ত। কি সংবাদ?

দুর্গাধ্যক্ষ। প্রভু! দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাকার ভেঙে গিয়েছে; আর রক্ষা নাই।

শক্ত। রাণা প্রতাপ সিংহকে দুর্গ-অবরোধের সংবাদ পাঠিইছিলে, তাঁর সংবাদ পাও নাই?

দুর্গাধ্যক্ষ। না।

দুর্গাধ্যক্ষ কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিল

শক্ত। সৈন্য সাজাও।—অহর!

শক্ত। মহাবৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে। দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাকার যে সব চেয়ে কম মজবুত, তার খবর নিয়েছে। কুছ্ পরোয়া নেই! মৃত্যুর আহ্বানের জন্য চিরদিনই প্রস্তুত আছি।—সেলিম! প্রতিশোধ নেওয়া হোল না।

এই সময়ে মুক্তকেশী বিস্রস্তবসনা দৌলৎ উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কে? দৌলৎ উন্নিসা!—এখানে? অসময়ে?

দৌলৎ। এত প্রত্যুষে কোথায় যাচ্ছ নাথ?

শক্ত। মর্ত্তে!—উত্তর পেয়েছো ত? এখন ভিতরে যাও।—কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে! বুঝতে পাল্লে না? তবে শোন, ভাল করে' বুঝিয়ে বল্‌ছি।—মোগলসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করেছে, তা জানো?

দৌলৎ। জানি।

শক্ত। বেশ! এখন তা'রা দুর্গজয় সম্পূর্ণপ্রায় করেছে! রাজপুত জাতির একটা প্রথা আছে যে দুর্গ সমর্পণ কর্ব্বার আগে প্রাণ সমর্পণ করে। তাই আমরা সসৈন্যে দুর্গের বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করে মর্ব্ব।

আবার কামান গর্জ্জন করিল

"ঐ শোন।—পথ ছাড়ো যাই।"

দৌলৎ। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

শক্ত। তুমি যাবে!—যুদ্ধক্ষেত্রে! যুদ্ধক্ষেত্র ঠিক প্রণয়িযুগলের মিলনশয্যা নয়, দৌলৎ। এ মৃত্যুর লীলাভূমি।

দৌলৎ! আমিও মর্ত্তে জানি, নাথ।

শক্ত। সে ত দিনের মধ্যে দশবার মর! এ মৃত্যু তত সোজা নয়। এ প্রাণবিসর্জ্জন, অভিমানিনীর অশ্রুপাত নয়। এ মৃত্যু অসাড়, হিম, স্থির।

দৌলৎ। জানি। কিন্তু আমি মোগলনারী মৃত্যুকে ডরাই না। যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের অপরিচিত নহে।—আমি যাবো।

শক্ত বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন ; পরে কহিলেন

"কেন! মর্ত্তে হঠাৎ এত আগ্রহ যে! তোমার নবীন বয়স ; সংসারটা দিনকতক ভোগ করে' নিলে হত না?"

দৌলৎ উন্নিসার পাণ্ডু মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইল

শক্ত। বুঝি—ও চাহনির অর্থ বুঝি। ওর অর্থ এই—'নিষ্ঠুর! আর আমি তোমাকে এত ভালবাসি।'—তা' দৌলৎ, পৃথিবীতে শক্ত ভিন্ন আরো সুপুরুষ আছে।

দৌলৎ শক্ত সিংহের দিকে সহসা গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইলেন
পরে স্থির স্পষ্ট-স্বরে কহিলেন

"প্রভু! পুরুষের ভালবাসা কিরূপ জানি না। কিন্তু নারী একবারই ভালবাসে। প্রেম পুরুষের দৈহিক লালসা হ'তে পারে ; কিন্তু প্রেম নারীর মজ্জাগত ধর্ম্ম। বিচ্ছেদে, বিয়োগে, নিরাশায়, তাচ্ছিল্যে, নারীর প্রেম ধ্রুবতারার মত স্থির।"

শক্ত। ভগবদ্গীতা আওড়ালে যে!—উত্তম! তাই যদি হয়! তবে এস। মর্ত্তে এত সাধ হয়ে থাকে, সঙ্গে এস! কি সজ্জায় মর্ত্তে চাও?—

আবার দূরে কামান গর্জ্জন করিল

দৌলৎ। বীরসজ্জায়! আমি তোমার পাশে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ব্ব।

শক্ত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন) বাগ্‌যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন রকম যুদ্ধ জানো কি দৌলৎ?

দৌলৎ। যুদ্ধ কখন করি নাই। কিন্তু তরবারি ধর্ত্তে জানি। আমি মোগলনারী।

শক্ত। বেশ কথা। তবে বর্ম্ম চর্ম্ম পরে এস! কিন্তু মনে রেখো দৌলৎ, যে কামানের গোলাগুলো এসে ঠিক প্রেমিকের মত চুম্বন করে না—যাও, বীরবেশ পর।

দৌলৎ উন্নিসা প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ না দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, ততক্ষণ শক্ত সিংহ তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন

"সত্যই কি আমার সঙ্গে মর্ত্তে যাচ্ছে। সত্যই কি নারীজাতির প্রেম শুদ্ধ বিলাস নয়, শুদ্ধ সম্ভোগ নয়? এ যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে!"

এই সময়ে দুর্গাধ্যক্ষ সেই স্থানে আসিলে শক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন

"সৈন্য প্রস্তুত?"

দুর্গাধ্যক্ষ। হাঁ প্রভু।

শক্ত। চল।

উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন

দৃশ্যান্তর

স্থান—ফিসশরার দুর্গের প্রাকার। কাল—প্রভাত। প্রাকারোপরি শক্ত ও বর্ম্মপরিহিতা দৌলৎ উন্নিসা দণ্ডায়মান

শক্ত। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন) ঐ দেখ্‌ছো শত্রুসৈন্য? আমরা শত্রুব্যূহ ভেদ কর্ব্ব! পার্ব্বে?

দৌলৎ। পার্ব্বো।

শক্ত। তবে চল। অশ্ব প্রস্তুত!—এ যুদ্ধে মরণ অবশ্যম্ভাবী জানো?

দৌলৎ। জানি।

শক্ত। তবে এস। কি? বিলম্ব কর্চ্ছ যে। ভয় হচ্ছে?

দৌলৎ। ভয়! তোমার কাছে আছি, আবার ভয়? তোমাকে মৃত্যুমুখে দেখ্‌ছি, আবার ভয়! আমার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি, আবার ভয়? এতদিন ভালবাসো নাই, কিন্তু আশা ছিল, হয় ত বা একদিন বাসবে; হয় ত বা একদিন আমাকে প্রীতিচক্ষে দেখ্‌বে; হয় ত এক দিন স্নেহ গদগদ স্বরে আমাকে "আমার দৌলৎ" বলে' ডাক্‌বে। সেই আশায় জীবন ধরে' ছিলাম। সে আশার আজ সমাধি হতে চলেছে। আবার ভয়!

শক্ত। উত্তম! তবে চল!

"চল।—তবে—"

এই বলিয়া দৌলৎ শক্ত সিংহের হাত দুইখানি ধরিয়া তাঁহার পূর্ণ সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন

শক্ত। 'তবে'?

দৌলৎ। নাথ। মর্ত্তে যাচ্ছি! মর্ব্বার আগে, এই শত্রুসৈন্যের সম্মুখে, এই বিরাট কোলাহলের মধ্যে, এ জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে, মর্ব্বার আগে, একবার বল, 'ভালবাসি'!

নৈপথ্যে কোলাহল প্রবলতর হইল

শক্ত। দৌলৎ! পূর্ব্বে বলি নাই যে যুদ্ধক্ষেত্র বাসরশয্যা নয়?

দৌলৎ। জানি নাথ! তবু অভাগিনী দৌলৎ উন্নিসার একটী সাধ—শেষ সাধ রাখো! প্রিয়জন, পরিজন, বিলাস, সম্ভোগ ছেড়ে তোমার আশ্রয় নিয়েছি—এই দীর্ঘকাল ধরে' একবার সে কথাটি শুন্তে চেয়েছি, শুন্তে পাই নাই। আজ মর্ব্বার আগে, সে সাধটি মেটাও।—বল, হাত দুইখানি ধরে' বল' 'ভালবাসি'।

শক্ত। এই কি উপযুক্ত সময়?

দৌলৎ। এই সময়!—ঐ দেখ সূর্য্য উঠ্ছে—(আবার কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল)—"ঐ শুন মৃত্যুর বিকট গর্জ্জন—পশ্চাতে জীবন—সম্মুখে মরণ;—এখন একবার বল 'ভালবাসি।'—কখনও বল নাই, যে সুধার আস্বাদ কখন পাই নাই, যে কথাটি শুনবার জন্য ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে এতদিন নিষ্ফল প্রত্যাশায় চেয়ে আছি—একবার সেই কথাটি বল—এই মর্ব্বার আগে একবার বল—'ভালবাসি।"—সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো।"

শক্ত। দৌলৎ—একি! চক্ষু বাষ্পে ভরে আসে কেন? দৌলৎ—না বল্‌তে পার্ব্বো না।

দৌলৎ। বল।—(সহসা শক্ত সিংহের চরণ ধরিয়া কহিলেন) "বল, একবার বল।"

শক্ত। বিশ্বাস কর্ব্বে? আজ—

বাষ্পগদ্গদ হইয়া শক্তের কণ্ঠরোধ হইল

দৌলৎ। বিশ্বাস! তোমাকে?—যাঁর চরণে সমস্ত ইহকাল বিশ্বাস করে' দিয়েছি!—আর যদি মিথ্যাই হয়—হোক্; প্রশ্ন কর্ব্ব না, দ্বিধা কর্ব্ব না, কথা ওজন করে নেবো না। কখনও করি নাই, আজ মৃত্যুর আগেও কর্ব্ব না। তবে কথাটি কেন শুনতে চাই যদি জিজ্ঞাসা কর—তবে তার উত্তর—আমি নারী—নারী-জীবনের ঐ এক সাধ—জীবনে পূর্ণ হয় নি। আজ মর্ব্বার আগে একবার সেই কথাটি শুনে মর্ব্ব।—সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো।—বল—

শক্ত। দৌলৎ! তুমি এত সুন্দর! তোমার মুখে এ কি স্বর্গীয় জ্যোতি!—তোমার কণ্ঠে এ কি মধুর ঝঙ্কার! এতদিন ত লক্ষ্য করিনি—মূর্খ আমি! অন্ধ আমি! স্বার্থপর আমি! পৃথিবীকে এতদিন তাই স্বার্থময়ই ভেবেছিলাম!—এ ত কখন ভাবিনি!—দৌলৎ! দৌলৎ! কি কল্লে'। আমার জীবনগত ধর্ম্ম, আমার মজ্জাগত ধারণা, আমার মর্ম্মাগত বিশ্বাস সব ভেঙে দিলে! কিন্তু এত বিলম্ব!

দৌলৎ। বল 'ভালবাসি'!—ঐ রণবাদ্য বাজ্‌ছে। আর বিলম্ব নাই। বলনাথ—(পুনরায় চরণ ধরিয়া কহিলেন) "একবার—একবার—"

শক্ত। হাঁ দৌলৎ! ভালবাসি।—সত্য বল্‌ছি ভালবাসি; প্রাণ খুলে বলছি ভালবাসি। এতদিন আমার প্রাণের উৎসের মুখে কে পাষাণ চেপে রেখেছিল! আজ তুমি সরিয়ে দিয়েছো। দৌলৎ! প্রাণেশ্বরী! এ কি! আমার মুখে আজ এ সব কথা!—আজ রুদ্ধ বারিস্রোত ছুটেছে। আর চেপে রাখতে পারি না। দৌলৎ! তোমাকে ভালবাসি!

কত ভালবাসি তা দেখাবার আর সুযোগ হবে না, দৌলৎ! আজ স্বর্গে যাচ্ছি। এ ভালবাসার এখানেই আরম্ভ, এখানেই শেষ।

দৌলৎ। তবে একটি চুম্বন দাও—শেষ চুম্বন—

শক্ত দৌলৎ উন্নিসাকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন করিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন

"দৌলৎ উন্নিসা"—

দৌলৎ। আর নয়। বড় মধুর মুহূর্ত্ত! বড় মধুর স্বপ্ন! মর্ব্বার আগে ভেঙে না যায়—চল, এই সমরতরঙ্গে ঝাঁপ দিই।

শক্ত। চল দৌলৎ—ঐ অশ্ব প্রস্তুত।

উভয়ে সে স্থান হইতে অবতরণ করিলেন

নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল হইতেছিল। প্রাকারনিম্নে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিলেন

দুর্গাধ্যক্ষ। যুদ্ধ বেধেছে! কিন্তু জয়াশা নাই। একদিকে দশ হাজার মোগল-সৈন্য, অপর দিকে এক হাজার রাজপুত—উঃ, ভীষণ গর্জ্জন! কি মত্ত কোলাহল!

এই সময়ে সহসা নেপথ্যে শ্রুত হইল

"জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়"

দুর্গাধ্যক্ষ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন

"এ কি!"

নেপথ্যে পুনর্ব্বার শ্রুত হইল

"জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।"

"আর ভয় নাই। রাণা সসৈন্যে দুর্গরক্ষার জন্য এসেছেন, আর ভয় নাই।"

দুর্গাধ্যক্ষ এই বলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দুর্গের সমীপস্থ যুদ্ধক্ষেত্র, প্রতাপ সিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা। প্রতাপ, গোবিন্দ ও পৃথ্বীরাজ সশস্ত্র দণ্ডায়মান

প্রতাপ। কালীর কৃপা!

পৃথ্বী। স্বয়ং মহাবৎ ত বন্দী!

গোবিন্দ। আট হাজার মোগল ধরাশায়ী।

প্রতাপ। মহাবৎকে এখানে নিয়ে এস গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহ চলিয়া গেলেন। পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ মহাবৎ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে গোবিন্দ সিংহ ও প্রহরীদ্বয়

প্রতাপ প্রহরীকে কহিলেন—"শৃঙ্খল খুলে দাও।"

প্রহরীরা উক্তবৎ কার্য্য করিল

প্রতাপ। মহাবৎ! তুমি মুক্ত। যাও আগ্রায় যাও। মানসিংহকে আমার অভ্যর্থনা জানিয়ে বোলো' যে প্রতাপ সিংহ ভেবেছিলেন, এ সমরক্ষেত্রে মহারাজের সাক্ষাৎ পাবেন। তা হলে' হলদিঘাটের প্রতিশোধ নিতাম। মোগল সেনাপতি মহারাজকে জানিও—আমি একবার সমরাঙ্গনে তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থী।—যাও।

মহাবৎ নিরুত্তর হইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিলেন

পৃথ্বী। উদিপুর রাণার করতলগত হয়েছে?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বী।

পৃথ্বী। তবে বাকি চিতোর?

প্রতাপ। চিতোর, আজমীর আর মণ্ডলগড়।

এই সময়ে শক্ত সিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন

"এস ভাই—"

এই বলিয়া প্রতাপ উঠিয়া শক্ত সিংহকে আলিঙ্গন করিলেন

"আর একদণ্ড বিলম্ব হ'লে তোমাকে জীবিত পেতাম না, শক্ত।"

শক্ত। আমাকে রক্ষা করেছ বটে দাদা,—কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসসহ কহিলেন—"এ যুদ্ধে আমি আমার সর্ব্বস্ব হারিয়েছি।"

প্রতাপ। কি হারিয়েছে শক্ত?

শক্ত। আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা।

প্রতাপ। তোমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা!!!

শক্ত। হাঁ, আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা।

প্রতাপ। সে কি! তুমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলে!

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলাম।

প্রতাপ বহুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। পরে ললাটে করাঘাত করিয়া কহিলেন

"ভাই, ভাই! কি করেছ! এতদিন যে সর্ব্বস্ব পণ করে' এ বংশের গৌরব রক্ষা করে' এসেছি—"

এই বলিয়া প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন

প্রতাপ কিয়ৎকাল স্তব্ধ রহিলেন, পরে শুষ্ক স্থির, দৃঢ় স্বরে কহিলেন

"না। আমি জীবিত থাকৃতে তা হবে না—শক্ত সিংহ! তুমি আজ হতে আর আমার ভ্রাতা নও, কেহ নও, মেবার বংশের কেহ নও। ফিন্‌শরার দুর্গ তুমি জয় করেছিলে। তা হতে তোমাকে বঞ্চিত কর্ব্বার আমার অধিকার নাই। কিন্তু সেই দুর্গ ও তুমি আজ হতে মেবার রাজ্যের বাইরে।"

পৃথ্বী। কি কর্চ্ছ প্রতাপ।

প্রতাপ। আমি কি কর্চ্ছি আমি বেশ জানি, পৃথ্বী।—শক্ত সিংহ, আজ হ'তে তুমি মেবারের কেহ নও! এ রাণা-বংশের কেহ নও!

এই বলিয়া রোষে, ক্ষোভে প্রতাপ হস্ত দিয়া চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন

গোবিন্দ। রাণা—

প্রতাপ। চুপ কর গোবিন্দ সিংহ। এ পবিত্র বংশগৌরব এতদিন প্রাণপণ করে' রক্ষা করে' এসেছি। এর জন্য ভাই, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ কর্ত্তে হয় কর্ব্ব। যতদিন জীবিত থাকব এ বংশগৌরব রক্ষা কর্ব্ব। তার পর যা হবার হ'বে।

পৃথ্বী। প্রতাপ! শক্ত সিংহ এই যুদ্ধে—

প্রতাপ। আমার দক্ষিণহস্ত, তাও জানি। কিন্তু তাকে ব্যাধিগ্রস্ত দক্ষিণ হস্তের ন্যায় পরিত্যাগ কর্ল্লাম—

এই বলিয়া প্রতাপ চলিয়া গেলেন

"হা মন্দভাগ্য রাজস্থান!"

এই বলিয়া পৃথ্বীও নিষ্ক্রান্ত হইলেন

গোবিন্দ সিংহ নীরবে পৃথ্বীর পশ্চাদ্গামী হইলেন

শক্ত। দাদা, তোমাকে ভক্তি করি, দেবতার মত। কিন্তু তোমার আজ্ঞামতও দৌলৎ উন্নিসাকে স্ত্রী বলে' অস্বীকার কর্ব্ব না। একশ'বার স্বীকার কর্ব্ব যে আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। যদিও সে বিবাহে মঙ্গল-বাদ্য বাজে নাই, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ হয় নাই, অগ্নিদেব সাক্ষী ছিলেন না, তবু আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। এখন এইটুকু স্বীকার করে'ই আমার সুখ। প্রতাপ! তুমি দেবতা বটে, কিন্তু সেও ছিল দেবী। তুমি যদি আমার চোখ খুলে পুরুষের মহত্ত্ব দেখিয়েছো; সেও আমার চোখ খুলে নারীর মহত্ত্ব দেখিয়ে গিয়েছে। আমি পুরুষকে স্বার্থপরই ভেবেছিলাম; তুমি দেখিয়ে দিলে পৃথিবীতে ত্যাগের মহামন্ত্র। আমি নারীকে তুচ্ছ, অসার, কদাকার জীব বলে' মনে করেছিলাম; সে দেখিয়ে দিলে নারীর সৌন্দর্য্য। কি সে সৌন্দর্য্য! আজ, প্রভাতে সে দাঁড়িয়েছিল আমার সম্মুখে—কি আলোকে উদ্ভাসিত, কি মহিমায় মহিমান্বিত, কি বিশ্ববিজয়ী-

রূপে মণ্ডিত! মৃত্যুর পরপারস্থ স্বর্গের জ্যোতির ছটা যেন তার মুখে এসে পড়েছিল; তার চিরজীবনের সঞ্চিত পুণ্যের বারিরাশি যেন তাকে ধৌত করে' দিয়েছিল। পৃথিবী যেন তার পদতলে স্থান পেয়ে ধন্য হয়েছিল। কি সে ছবি! সেই হত্যার ধূমীভূত নিশ্বাসে, সেই মরণের প্রলয়কল্লোলে, সেই জীবনের গোধূলি-লগ্নে, কি সে মূর্ত্তি!

এই বলিয়া শক্ত সিংহ সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের উদয় সাগরের তীর। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি। মেহের একাকিনী বসিয়া গাহিতেছিলেন

সে মুখ কেন অহরহ্ মনে পড়ে—পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সেই জনে।
এ নিখিল স্বর মাঝে তারি স্বর কানে বাজে ;
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে!
মোহেরি মদিরা ঘোর ভেঙেছে ভেঙেছে' মোর ;
কেন রহে পিছে পড়ি' পাপবাঞ্ছা পরশনে।

"কি সুন্দর এই রাত্রি! আজ এই স্তব্ধ নিশীথে এই শুভ্র চন্দ্রালোকে, কেন তার কথা বার বার মনে আসছে! এতদিনেও ভুলতে পার্লাম না! কেন আর আপনাকে ছলনা করি। পিতার অগাধ স্নেহ তুচ্ছ ক'রে আগ্রার প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছিলাম বটে ; কিন্তু এখানে আমায় টেনে এনেছে কে? শক্ত সিংহ। এখানে এসে প্রতিজ্ঞা করেছি বটে, তাকে আর চোখের দেখাও দেখবো না ; সে প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেছি। কিন্তু তবু এস্থান পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি না কেন? কারণ, এখানে তবু শক্ত সিংহের সেই প্রিয় নাম দিনান্তে একবারও শুন্তে পাই। তাতেই আমার কত সুখ। কিন্তু আর পারি না! এতদিন ইহাকে সমস্ত প্রাণের আবেগে জড়িয়ে ধ'রেছিলাম, তাতেই আপনাকে এ প্রলোভন হতে', চিন্তা হতে', এত দিন রক্ষা কর্ত্তে পেরেছিলাম। কিন্তু সে অবলম্বনও গিয়েছে। আর নিজেকে ধরে' রাখতে পারি না। না, এ স্থান পরিত্যাগ করাই ঠিক! দৌলৎ উন্নিসা জানতে পেলে বড় কষ্ট পাবে। বোন্! কতদিন তোকে দেখিনি। তোর সংবাদ পাইনি। বোধ করি রাণার ভয়ে শক্ত সিংহ সে কথা প্রকাশ

করেন নি। আমিও সেই কথা প্রকাশ করিনি। একদিন তার অস্ফুট জনরব রাণার কর্ণে প্রবেশ করে। রাণা তা বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু শ্রবণ মাত্রই আরক্তিম হয়েছিলেন, লক্ষ্য করেছিলাম। প্রেমের মুক্তরাজ্যে এ সব সামাজিক বাধা, বিভাগ, গণ্ডী কি জন্য আমি তা' বুঝি না। কি জানি! কিন্তু যা করেছি, বোন্ দৌলৎ উন্নিসা, তোরই সুখের জন্য। তুই সুখে থাক। তুই সুখী হ' বোন্। সেই আমার সুখ। সেই আমার সান্ত্বনা।

এই সময় জনৈক পরিচারিকা আসিয়া ডাকিল
মেহের চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন

"কে?"

পরিচারিকা। সাহজাদি! রাণা ফিরে এসেছেন। মা আপনাকে ডাকছেন। বাদসাহের কাছ থেকে আপনার নামে চিঠি এসেছে।

মেহের। পিতার পত্র? কৈ?

পরিচারিকা। রাণার কাছে। কুমার অমর সিংহ এদিকে আসেন নি?

মেহের। না।

"তবে তিনি কোথায় গেলেন? দেখি।"

বলিয়া পরিচারিকা চলিয়া গেল

মেহের। পিতা! পিতা! এতদিন পরে কন্যাকে মনে পড়েছে! —দেখি যাই। কে? অমর সিংহ?

অমর সিংহ প্রবেশ করিয়া জড়িতস্বরে কহিলেন

"হাঁ, আমি অমর সিংহ।"

মেহের। পরিচারিকা তোমাকে খুঁজতে এসেছিল। চল' যাই।

অমর। কোথায় যাবে দাঁড়াও!

এই বলিয়া মেহের উন্নিসার হাত ধরিলেন

মেহের। কি কর অমর সিংহ! হাত ছাড়ো।

অমর। ছাড়ছি, আগে শোন। একটা কথা আছে—দাঁড়াও।

মেহের। সুরাজড়িত স্বর দেখ্‌ছি।

পরে অমর সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি, বল।"

অমর। কি বল্‌ছিলাম জানো?—ঐ দেখ, ঐ হ্রদের বক্ষে চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি দেখ্‌ছো?—কি সুন্দর! কি সুন্দর!—দেখ্‌ছো মেহের, দেখ্‌ছো!

মেহের। দেখ্‌ছি।

অমর। আর ঐ আকাশ, এই জ্যোৎস্না, এই বাতাস!—দেখছো?—এই সৌন্দর্য্য কিসের জন্য তৈয়ার হয়েছিল মেহের?

মেহের। জানি না—চল, বাড়ী চল।

অমর। আমি জানি!—ভোগের জন্য মেহের! ভোগের জন্য!

মেহের। পথ ছাড় অমর সিংহ।

অমর। সম্ভোগ। প্রকৃতি যেন এই পূর্ণপাত্র মানুষের ওষ্ঠে ধর্চ্ছে—যদি সে তা পান না কর্ব্বে মেহের?

মেহের। চল গৃহে যাই—

বলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন; অমর পথ রোধ করিলেন

অমর। এতদিন চেপে রেখেছি; আর পারি না। শোন মেহের উন্নিসা! আমি যুবক! তুমি যুবতী! আর এ অতি নিভৃত স্থান। এ অতি মধুর রাত্রি!

মেহের। অমর! তুমি আবার সুরাপান করেছো। কি বলছো জানো না।

"জানি মেহের উন্নিসা!"

এই বলিয়া অমর পুনরায় হাত ধরিল

মেহের উচ্চৈস্বরে কহিলেন

"হাত ছাড়ো।"

"মেহের উন্নিসা! প্রেয়সি!"

এই বলিয়া অমর মেহেরকে বক্ষের দিকে টানিলেন

মেহের। অমর সিংহ! হাত ছাড়।

হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন

"এই, কে আছো?"

এই সময়ে লক্ষ্মী ও প্রতাপ সিংহ সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। এই যে আমি আছি।

পরে গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন

"অমর সিংহ!"

অমর মেহেরের হাত ছাড়িয়া দুরে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলেন

প্রতাপ। অমর সিংহ।—এ কি!—আমি পূর্ব্বেই ভেবেছিলাম যার শৈশব এমন অলস, তার যৌবন উচ্ছৃঙ্খল হতেই হবে।—তবু আশ্রিতা রমণীর প্রতি কই অত্যাচার যে আমার পুত্রদ্বারা সম্ভব, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই! কুলাঙ্গার! এর শাস্তি দিব! দাঁড়াও।

বলিয়া পিস্তল বাহির করিলেন

অমর শুদ্ধ "পিতা"

বলিয়া প্রতাপ সিংহের পদতলে পড়িলেন

প্রতাপ। ভীরু! ক্ষত্রিয়ের মর্ত্তে ভয়!—দাঁড়াও।

লক্ষ্মী দ্রুত আসিয়া প্রতাপের পদতলে পড়িলেন, কহিলেন

"মার্জ্জনা কর নাথ! এ আমার দোষ! এতদিন আমি বুঝি নাই।"

প্রতাপ। এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। পুত্র বলে' ক্ষমা কর্ব্ব না।

মেহের। ক্ষমা করুন রাণা।—অমর সিংহ প্রকৃতিস্থ নহে। সে সুরাপান করেছে। তাই—

প্রতাপ। সুরাপান!!!—অমর সিংহ!

অমর। ক্ষমা করুন পিতা!

"ক্ষমা!—ক্ষমা নাই!—দাঁড়াও।—"

এই বলিয়া প্রতাপ পিস্তল উঠাইলেন

মেহের। পুত্রহত্যা কর্ব্বেন না রাণা!

লক্ষ্মী পুত্রকে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন

"তার পূর্ব্বে আমাকে বধ কর।'

প্রতাপের হস্তে পিস্তল আওয়াজ হইয়া গেল। লক্ষ্মী ভূপতিত হইলেন

মেহের। এ কি সর্ব্বনাশ!—মা—মা—

দৌড়িয়া গিয়া লক্ষ্মীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন

প্রতাপ। লক্ষ্মী!—লক্ষ্মী!—

লক্ষ্মী। নাথ! অমর সিংহকে ক্ষমা কর। আমি জীবনে একবার বিদ্রোহী হয়েছি। আমাকে ক্ষমা কর!—মৃত্যুকালে চরণে স্থান দাও!—

প্রতাপের চরণ ধরিয়া লক্ষ্মী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন

প্রতাপ। মেহের! আমি করেছি কি জানো?

অমর সিংহ স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মেহের উন্নিসা কাঁদিতেছিলেন

প্রতাপ। জগদীশ্বর! আমি পূর্ব্ব-জন্মে কি পাপ করেছিলাম যে সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রণাই আমাকে সহিতে হবে!—ওঃ!—চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি!—

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের নিভৃত কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন। আকবর ও মানসিংহ মুখোমুখি দণ্ডায়মান

আকবর। শুনেছি, মানসিংহ! সমস্ত শুনেছি। দুর্গের পর দুর্গ মোগলের করচ্যুত হয়েছে; শেষে মহাবৎ খাঁ প্রতাপের হস্তে পরাজিত, ধৃত, শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হয়ে, দিল্লী ফিরে এসেছে।--এও শুন্তে হল!

মানসিংহ। জাঁহাপনা! প্রতাপ সিংহ আজ মূর্ত্তিমান প্রলয়। তার গতিরোধ করে কার সাধ্য!

আকবর। এই কথা শুন্‌বার জন্যে মহারাজকে আহ্বান করি নাই।

মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন

আকবর। মহারাজ মানসিংহ! আপনি জানেন কি যে এর অর্থ শুদ্ধ মোগলের পরাজয় নহে; এর অর্থ মোগলের অপমান; এর অর্থ দেশে অসন্তোষবৃদ্ধি; এর অর্থ দেশীয় রাজগণের রাজভক্তির ক্ষয়। পৃথিবীতে ব্যাধিই সংক্রামক হয় না মহারাজ! স্বাস্থ্যও সংক্রামক; ভীরুতাই সংক্রামক নয়, সাহসও সংক্রামক। পাপই সংক্রামক নয়, ধর্ম্মও সংক্রামক। প্রতাপের এই স্বদেশ-ভক্তি সংক্রামক হবার উপক্রম হয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি!

মানসিংহ। (অবনতবদনে কহিলেন) করেছি।

আকবর। তবে সময়ে এর প্রতিকার কর্ত্তে হবে। এই প্রতাপ সিংহের গতিরোধ কর্ত্তে হবে। যত সৈন্য চাই, যত অর্থ চাই, দিব।

মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন, আকবর তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন; কহিলেন

মহারাজ! প্রতাপ সিংহের শৌর্য্যে আপনি মুগ্ধ, তা সম্ভব; আমি

স্বীকার করি, আমি স্বয়ং মুগ্ধ। কিন্তু যে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে আপনি ও আপনার পিতা আমার পরমাত্মীয় ভগবানদাস এত বর্ষ ধরে' সহায়তা করেছেন, আপনার এরূপ ইচ্ছা নয় যে আজ তা এক বৎসরে ধূলিসাৎ হয়।

মানসিংহ। সম্রাটের সাম্রাজ্য আক্রমণ করা প্রতাপ সিংহের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর সঙ্কল্প কেবলমাত্র চিতোর উদ্ধার। তিনি দেশহিতৈষী, কিন্তু পরস্বাপহারী নহেন।

আকবর। জানি। কিন্তু মহারাজ; আমি নিশ্চয় জানি যে, যদি আমি চিতোর হারাই, তাহ'লে এ সাম্রাজ্য হারাব; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।—মহারাজ! আপনি আমার পরমাত্মীয় ভগবানদাসের পুত্র। মাসাধিক পরে স্বয়ং আরও ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। আমি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি জান্‌বেন।

মানসিংহ। সম্রাট্! চিতোর যাতে মোগলকরচ্যুত না হয় তার বন্দোবস্ত কর্ব্ব।

আকবর। এই ত মহারাজ মানসিংহের উপযুক্ত কথা।

"তবে আমি আসি।"

বলিয়া মানসিংহ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন

মানসিংহ চলিয়া গেলে সম্রাট্ কক্ষমধ্যে ধীর পদচারণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন

"সে দিন সেলিমকে উপদেশ দিয়াছিলাম যে পরকে শাসন কর্ত্তে গেলে আগে আপনাকে শাসন কর্ত্তে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধপরবশ হয়ে প্রাণাধিকা কন্যাকে হারালাম। এখন কামের বশ হয়ে রাজপুত রাজগণের সম্প্রীতি হারিয়েছি। দেখি বুদ্ধি-বলে আবার সব ফিরে পাই কি না— মহাবৎ খাঁর মুখে মেহের উন্নিসার সংবাদ পেয়েছি। মেহের! প্রাণাধিকা কন্যা! তুই অভিমানে পিতার আশ্রয় ছেড়ে, পিতৃশত্রুর আশ্রয়

নিয়েছিস্! এও শুন্‌তে হল!—এবার কোথায় আমি অভিমান কর্ব্ব, না ক্ষমা চেয়ে, তোকে আমার ক্রোড়ে ফিরে আস্‌তে লিখেছি। পিতা হয়ে কন্যার অপরাধের জন্য কন্যার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। ভগবান্! পিতাদের কি স্নেহদুর্ব্বলই করেছিলে!

এই সময় দৌবারিক কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

আকবর। মেহের উন্নিসা! মেহের উন্নিসা! ফিরে আয়। তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি; তুই আমার এক অপরাধ ক্ষমা কর।

দৌবারিক পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল

"খোদাবন্দ—মেবার থেকে দূত এসেছে।"

আকবর। (চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন) কি, মেবার থেকে? কি সংবাদ নিয়ে? কৈ?

দৌবারিক। সঙ্গে সম্রাটকন্যা মেহের উন্নিসা।

"সঙ্গে মেহের উন্নিসা! কোথায় মেহের উন্নিসা!"

এই বলিয়া সম্রাট্ আগ্রহাতিশয্যে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এই সময় মেহের উন্নিসা দৌড়িয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া

"পিতা! পিতা—"

বলিয়া সম্রাটের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। দৌবারিক অলক্ষিতভাবে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল

আকবর। মেহের! মেহের! তুই! সত্যই তুই!

মেহের। পিতা! পিতা! ক্ষমা করুন! আমি আপনার উগ্র, মূঢ় নির্ব্বোধ কন্যা। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে, দৌলৎ উন্নিসার সর্ব্বনাশ করেছি, রাণার সর্ব্বনাশ করেছি, আমার সর্ব্বনাশ করেছি। ক্ষমা করুন।

আকবর। ওঠ্ মেহের। আমি কি তোকে লিখি নাই যে, আমি তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি?—ভারতের দুর্জ্জয় সম্রাট্ যে তোর কাছে তৃণখণ্ডের মত দুর্ব্বল।—মেহের তুই আমাকে ক্ষমা করেছিস্ ত?

মেহের। আপনাকে ক্ষমা!—কিসের জন্য?

আকবর। তোর মাতৃনিন্দা করেছিলাম।

মেহের। তার জন্য ত আপনি মার্জ্জনা চেয়েছেন।

আকবর। যদি না চাইতাম, ফিরে আস্‌তিস্ না?

মেহের। তা জানি না। অত বিচার করে' বিবেচনা করে' ফিরে আসিনি। আপনার পত্র পেলাম, পোড়লাম, থাকতে পার্ল্লাম না, তাই ফিরে এলাম।—বাবা! আপনাকে এত ভালবাসি আগে জান্তাম না।

মেহের উন্নিসা আকবরের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ক্রন্দন সংবরণ করিয়া কহিলেন

"পিতা, এতদিনে বুঝেছি যে নারীর কর্ত্তব্য তর্ক করা নহে, সহ্য করা; নারীর কার্য্য বাহিরে নয়, অন্তঃপুরে, নারীর ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার নয়।"

আকবর। রাণা প্রতাপ সিংহ কখন তোর প্রতি অত্যাচার করেন নাই?

মেহের। অত্যাচার সম্রাট্? তিনি এই অভাগিনীকে অত্যাচার হ'তে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে আপন স্ত্রীহত্যা করেছেন।

আকবর। সে কি?

মেহের। একদিন রাণার পুত্র অমর সিংহ সুরাপান করে' আমার হাত ধরেন। রাণা তাই দেখ্‌তে পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুত্রকে গুলি করেন। রাণার স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে হত হয়েন।

আকবর। প্রতাপ সিংহ! প্রতাপ সিংহ! তুমি এত মহৎ! প্রতাপ! তুমি যদি আমার মিত্র হতে' তা'হলে তোমার আসন হত আমার দক্ষিণে! আর তুমি শত্রু, তোমার আসন আমার সম্মুখে। এরূপ শত্রু

আমার রাজ্যের গৌরব। আমি যদি সম্রাট্ আকবর না হতাম ত আমি রাণা প্রতাপ সিংহ হতে' চাইতাম। আমি সম্রাট বটে; ভারত শাসন কর্ত্তে চাহি; কিন্তু আপনাকে সম্যক্ শাসন কর্ত্তে শিখি নাই। আর তুমি দীন দরিদ্র হয়ে আশ্রিতাকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে, ক্ষাত্র-ধর্ম্মের পদে স্বীয় পুত্রকে স্বহস্তে বলি দিতে পারো! এত মহৎ তুমি!

মেহের। পিতা! আমার এই ভিক্ষা, যে রাণা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। তাঁকে বীরোচিত সম্মান করুন। প্রতাপ সিংহ শত্রু হলেও প্রকৃত বীর; তিনি মনুষ্য নহেন—দেবতা! তাঁর প্রতি এ নির্য্যাতন আমার পিতার উচিত নহে। তিনি আজ পীড়িত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন। তাঁর সে শোকের সীমা নাই। তাঁর কন্যা, স্ত্রী মৃত, ভ্রাতা পরিত্যক্ত, পুত্র উচ্ছৃঙ্খল। তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।

আকবর। আমি তাঁকে তোর বিনিময়ে ত চিতোর অর্পণ করেছি।

মেহের। তিনি তা গ্রহণ করেন নাই—হাঁ, ভুলে গিইছিলাম, পিতা, প্রতাপ সিংহ আমার হাতে সম্রাটকে এক পত্র দিয়েছেন।

প্রতাপের পত্র প্রদান করিলেন

আকবর। কি, স্বয়ং রাণা প্রতাপ সিংহের পত্র!—কৈ?

এই বলিয়া আকবর পত্র লইয়া মেহেরের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন

"আমি ক্ষীণদৃষ্টি। তুমি পড়!—"

মেহের উন্নিসা পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন

"প্রবল প্রতাপেষু!

দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আপনার ভাগিনেয়ী দৌলত উন্নিসা আর ইহজগতে নাই! কিন্‌শরার যুদ্ধে যোদ্ধবেশিনী দৌলত উন্নিসার মৃত্যু হয়। তাঁহার যথারীতি সৎকার করাইয়াছি।"

আকবর। দৌলৎ উন্নিসার মৃত্যুর বৃত্তান্ত পূর্ব্বে শুনেছি—তার পর!

মেহের পড়িতে লাগিলেন

"দৌলৎ উন্নিসার বৃত্তান্ত যুদ্ধের পরে সাহজাদি মেহের উন্নিসার নিকটে শুনি। তাহার পূর্ব্বেই মেবার কুলকলঙ্ক শক্ত সিংহকে বর্জ্জন করিয়াছি। শক্ত সিংহ আমার ভাই ছিল। এ যুদ্ধে সে আমার দক্ষিণ হস্ত ছিল। কিন্তু আজ আর শক্ত সিংহ আমার বা মেবারের কেহ নহে।

"আমি আপনার যে শত্রু সেই শত্রুই রহিলাম। চিতোর উদ্ধার করিতে পারি না পারি, ভারত লুণ্ঠনকারী আকবরের শত্রুভাবে মরিবারই উচ্চাশা রাখি।

"আপনি চাহিয়াছেন যে দৌলৎ উন্নিসার কলঙ্ক ও মেহের উন্নিসার আচরণ যেন বহির্জ্জগতে প্রকাশিত না হয়। তাহাই হউক।—আমার দ্বারা তাহা প্রকাশ হইবে না।

"আমি যদি মেহের উন্নিসাকে আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করি তাহা হইলে আপনি আমাকে বিনিময়ে চিতোর দুর্গ অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। মেহের উন্নিসা স্বেচ্ছায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করি নাই। তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অধিকার আমার নাই। তিনি স্বেচ্ছায় আসিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় যাইতেছেন। তাঁহাকে আমি বাধা দিবার কে! তাঁহার বিনিময়ে আমি চিতোর চাহি না।—পারি ত বাহুবলে চিতোর উদ্ধার করিব। ইতি—

রাণা প্রতাপ সিংহ।"

আকবর উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন

"প্রতাপ! প্রতাপ! আমি ভেবেছিলাম যে, তোমার আসন আমার সম্মুখে। না; তোমার আসন আমার উপরে।—ভেবেছিলাম

যে তুমি প্রজা, আমি সম্রাট্। না, তুমি সম্রাট্, আমি প্রজা।—ভেবে-ছিলাম যে, তুমি বিজিত, আমি জয়ী! না; তুমি জয়ী, আমি বিজিত।—যাও মেহের! অন্তঃপুরে যাও! তোমার অনুরোধ রক্ষা কর্ল্লাম। আজ হতে প্রতাপ আর আমার শত্রু নহে। তিনি আমার পরম মিত্র! কোন মোগলের সাধ্য নেই যে, আর তাঁর কেশ স্পর্শ করে!—যাও মা অন্তঃপুরে যাও। আমি এক্ষণেই আস্‌ছি।"

এই বলিয়া সম্রাট সভা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন

মেহের। সার্থক আমার শ্রম, নিগ্রহ, ক্লেশ ও অশান্তি যে আমি সম্রাট্ ও রাণার মধ্যে শেষে এই শান্তি স্থাপন কর্ত্তে পেরেছি।

পরে উদ্যানাভিমুখে বাতায়নের নিকটে গিয়া কহিলেন

"এই আবার আমি আমার শৈশবের দোলা শুদ্ধ সুখস্মৃতিময় চির-পরিচিত স্থানে ফিরে এসেছি! এই সেই স্থান। ঐ সেই মধুর নহবৎ বাদ্য বাজ্‌ছে। ঐ সেই স্বচ্ছসলিলা যমুনা নদী। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিইছি। আমি বদলিইছি। আমার মূঢ়, ক্ষিপ্ত, উগ্র আচরণে শক্ত সিংহের, দৌলৎ উন্নিসার, রাণা প্রতাপ সিংহের, আর আমার সর্ব্বনাশ করেছি। যেখানে গিয়েছি, অভিশাপ স্বরূপ হয়েছি। তথাপি ঈশ্বর জানেন, আমার লক্ষ্য মহৎ ছিল। আমি একা সমগ্র সংসার-নিয়মের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কেবল অনর্থের সৃষ্টি করেছি! তথাপি ঈশ্বর জানেন, দাঁড়িয়েছি সরল স্বাধীন ভাবে, নিজে ক্ষত হ'য়ে, ত্যাগ স্বীকার করে'। আমি আজ এ কোলাহলময় রঙ্গভূমি হতে' অপসৃত হচ্ছি—নীরব নিভৃত নিরহঙ্কার কর্ত্তব্যসাধনায়। ভগবান্ আমাকে বিচার কর—আমি কৃপার পাত্র, ঘৃণার পাত্র নহি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের বাটির নিভৃত কক্ষ। কাল—রাত্রি। মাড়বার, বিকানীর, গোয়ালীয়র, চান্দেরী ও মানসিংহ আসীন

চান্দেরী। ধিক্ মহারাজ মানসিংহ! তোমার মুখে এই কথা!

মানসিংহ। মহারাজ! আমি কি অন্যায় বল্‌ছি? যদি এটি বিশৃঙ্খল শাসন হ'ত, তা'হলে আমি আপনাদের সঙ্গে সারি বেঁধে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দুবার চিন্তা কর্ত্তাম না, কিন্তু মোগলরাজ্যের রাজনীতি লুণ্ঠন নয়, শাসন: পীড়ন নয়, রক্ষা; অহঙ্কার নয়, স্নেহ।

বিকানীর। স্নেহটা একটু অত্যধিক পরিমাণে। সে স্নেহ সম্ভ্রান্ত-পরিবারবর্গের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছে।

মানসিংহ। এ কথা অস্বীকার করি না! কিন্তু আকবর সম্রাট্ হলেও, তিনি মানুষমাত্র। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, তিনি রিপুবর্গের অধীন। অন্যায় অপরাধ মধ্যে মধ্যে সকলেরই হয়ে' থাকে। কিন্তু আকবর সে অপরাধ স্বীকার করেছেন; মার্জ্জনা চেয়েছেন; ভবিষ্যতে ভারতমহিলার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।—আর কি কর্ত্তে পারেন?

মাড়বার। সে কথা সত্য।

মানসিংহ। আকবরের উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান জাতি এক করা, মিশ্রিত করা, সমস্বত্বাধিকারী প্রজা করা।

গোয়ালীয়র। তার ত কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

মানসিংহ। শত শত। আকবর মুসলমান; কিন্তু কে না জানে যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী? যদি মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে পার্ত্ত, আকবর এতদিনে কালী ভজনা কর্ত্তেন। তা পারেন না, তাই তিনি

পণ্ডিত মোল্লার সাহায্যে এক ধর্ম্ম স্থাপন কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্ছেন যা উভয় জাতিই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ কর্ত্তে পারে। মুসলমান ও হিন্দু কর্ম্মচারী সমান উচ্চপদস্থ! ভারতের সম্রাজ্ঞী হিন্দুনারী।

গোয়ালীয়র। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞীও হিন্দুনারী—অর্থাৎ মহারাজ মানসিংহের ভগ্নী!

পরে মাড়বারের দিকে চাহিয়া কহিলেন

"বলেছিলাম না যে, মহারাজ মানসিংহকে পাবার আশা দুরাশা। ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নমাত্র।"

মানসিংহ। স্বাধীনতা মহারাজ! জাতীয় জীবন থাক্‌লে তবে ত স্বাধীনতা! সে জীবন অনেক দিন গিয়েছে। জাতি এখন পচ্‌ছে।

চান্দেরী। কিসে?

মানসিংহ। তাও প্রমাণ কর্ত্তে হবে? এ অসীম আলস্য, ঔদাসীন্য নিশ্চেষ্টতা—জীবনের লক্ষণ নয়! দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণ বারাণসীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে খায় না; সমুদ্র পার হলে' জাত যায়; জাতির প্রাণ যে ধর্ম্ম, তা আজ মৌলিক আচারগত মাত্র;—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়! ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, অহঙ্কার,—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়। —সেদিন গিয়েছে মহারাজ!

বিকানীর। আবার আসতে পারে, যদি হিন্দু এক হয়।

মানসিংহ। সেইটেই যে হয় না। হিন্দুর প্রাণ এতই শুষ্ক হয়েছে, এতই জড় হয়েছে, এতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে,—আর এক হয় না।

গোয়ালীয়র। কখন কি হবে না?

মানসিংহ। হবে সেই দিন, যেদিন হিন্দু এই শুষ্ক শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের খোলস হ'তে মুক্ত হয়ে, জীবন্ত জাগ্রত বৈদ্যুতিক বলে কম্পমান নবধর্ম্ম গ্রহণ কর্ব্বে।

মাড়বার। মানসিংহ সত্য কথা বলেছেন।

মানসিংহ। মনে করেন কি মহারাজগণ!—যে আমি এই পরকীয় দাসত্বভার হাস্যমুখে বহন কর্চ্ছি? ভাবেন কি যে, এই যাবনিক সম্বন্ধরজ্জু আমি অত্যন্ত গর্ব্বভরে গলদেশে জড়াচ্ছি? অনুমান করেন কি যে, আমি রাণা প্রতাপের মহত্ত্ব বুঝি নাই? আমি এতই অসার!—কিন্তু না, মহারাজ, সে হবার নয়। যা নেই তার স্বপ্ন দেখার চেয়ে, যা আছে, তারই যোগ্য ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

মানসিংহ। কি সংবাদ দৌবারিক!

দৌবারিক। বাদসাহের পত্র।

মানসিংহ। কৈ?—

এই বলিয়া পত্রগ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন

বিকানীর। আমি পূর্ব্বেই জান্তাম।

গোয়ালীয়র। আমি বলি নি?

বিকানীর। আমরা মানসিংহের সহায়তা চাহি না! আমরা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে যোগ দিব। আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব।

মানসিংহ। মহারাজ! সম্রাট্ আপনাদের অভিবাদন জানিয়েছেন, এবং মন্ত্রণা-কক্ষে আপনাদের ডেকেছেন! আর এই কথা লিখেছেন—"কুমার সেলিমের শুভ বিবাহ উপলক্ষে যেন তাঁহারা আমার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করেন।"

চান্দেরী। আপ্যায়িত হলাম।

মাড়বার। আর এ শুভ বিবাহ উপলক্ষে সম্রাট কি কর্চ্ছেন?

মানসিংহ। এই শুভকার্য্য উপলক্ষে তিনি তাঁর সর্ব্বপ্রধান শত্রু

প্রতাপ সিংহকে ক্ষমা কর্চ্ছেন। আর প্রতাপ সিংহের জীবদ্দশায় আমাকে ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার মেবারে সৈন্য নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। আমায় লিখেছেন—"দেখিবেন মহারাজ! ভবিষ্যতে কোন মোগল-সেনানী যেন সে বীরের কেশ স্পর্শ না করে। প্রতাপ সিংহ প্রধানতম শত্রু হইলেও, অদ্য হইতে আমার প্রিয়তম বন্ধু।"

বিকানীর। এ উদারতা দায়ে পড়ে' বোধ হয়।

মানসিংহ। আমাকে সম্রাট এই মুহূর্ত্তে আহ্বান করেছেন। আমাকে বিদায় দিন।

এই বলিয়া মানসিংহ সকলকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন

গোয়ালীয়র। আমরাও উঠি।

সকলে উঠিলেন

মাড়বার। যা'ই বল—সম্রাট মহৎ।

চান্দেরী। হাঁ, শত্রুকে ক্ষমা করেন।

গোয়ালীয়র। মার্জ্জনা চাহেন।

মাড়বার। হিন্দুরাজপুতগণকে শ্রদ্ধা করেন।

চান্দেরী। এ কথা মানসিংহ সত্য বলেছেন যে সম্রাট জেতা বিজেতার মধ্যে প্রভেদ রাখেন না!

মাড়বার। আর হিন্দু-ধর্ম্মের পক্ষপাতী।

গোয়ালীয়র! আর সত্য সত্যই হিন্দুর স্বাধীন হবার শক্তি নাই।

মাড়বার। বাতুলের স্বপ্ন।

সকলে চলিয়া গেলেন

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—রাজপথ। কাল—রাত্রি

রাজপথ আলোকিত। দূরে যন্ত্রসঙ্গীত। নানাবর্ণে রঞ্জিত পতাকা উড্ডীন। বহু সিপাহী রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। এক পার্শ্বে কয়েকজন দর্শক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিল

১ দর্শক। সোজা হয়ে দাঁড়ানা। (ধাক্কা)

২ দর্শক। আহা ঠেলা দাও কেন বাপু?

৩ দর্শক। এই চুপ, চুপ—সমারোহ আস্‌তে দেরী নেই বড়!

৪ দর্শক। এলে বাঁচি; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে' গেল।

৫ দর্শক। যুবরাজের বিয়ে হচ্ছে মানসিংহের মেয়ের সঙ্গে ত?

১ দর্শক। না না ভগিনীর সঙ্গে।

২ দর্শক। আরে দূর তা কখন হয়! মহারাজের মেয়ের সঙ্গে।

৩ দর্শক। না না ভগিনীর সঙ্গে।—আমি জানি ঠিক।

২ দর্শক। তবে এ কি রকম বিয়ে হোল?—এ ত হ'তে পারে না।

১ দর্শক। কেন? বলি, হতে পারে না যে বল্লে—কেন?

২ দর্শক। সেলিমের ঠাকুর্দ্দা হুমায়ুন বিয়ে কল্লে´ ভগবানদাসের এক মেয়েকে, আবার সেলিম বিয়ে কল্লে´ আর এক মেয়েকে।

১ দর্শক। তা হোলই বা। তাতে ক্ষতিটা হয়েছে কি?

২ দর্শক। আর সেলিমের বাপ বিয়ে কল্লে´ ভগবানের বোনকে?

৪ দর্শক। সম্পর্কে ত বাধছে না। বাপ বিয়ে কল্লে´ ভগবানের বোনকে, আর ঠাকুর্দ্দা আর নাতি ভগবানের মেয়ে দুটোকে ভাগ করে নিলে।

৫ দর্শক। সূতোটা ভগবানদাসের চারিদিকেই জড়াচ্ছে।

১ দর্শক। ভাগ্যবান পুরুষ—ভগবান।

৩ দর্শক। হাঁ, এই—দশ চক্রে ভগবান ভূত—রকম আর কি!

২ দর্শক। মহারাজা মানসিংহ কিন্তু ভারি চাল চেলেছে।

৫ দর্শক। কিসে?

২ দর্শক। একবারে এক দৌড়ে কুমার সেলিমের শালা।

৩ দর্শক। ভাগ্যির কথা বটে—সেলিমের শালা হওয়া ভাগ্যির কথা।

৫ দর্শক। ভাগ্যির কথা কিসে?

৩ দর্শক। আরে প্রথমে দেখ, শালা হওয়াই ভাগ্যি। তার উপরে সেলিমের শালা। শালা বলে' শালা।—আহা আমি যদি শালা হতাম!

৫ দর্শক। কি করবি বল্। ললাটের লিখন—

৩ দর্শক। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল রে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। এতেই পূর্ব্বজন্ম মান্তে হয়।

৫ দর্শক। মান্তে হয় বৈকি।

৩ দর্শক। শালা বলে' শালা!—সম্রাটের ছেলের শালা।

১ দর্শক। আচ্ছা, যুবরাজ সেলিমের এইটে নিয়ে কটা বিয়ে হোল?

২ দর্শক। একশ'র ওপর হবে।

৩ দর্শক। তা হবে বৈকি। আমরা ত মাসে একটা ক'রে বিয়ে দেখে আস্ছি।

৪ দর্শক। আহা যা'র এতগুলি স্ত্রী, সে ভাগ্যবান্ পুরুষ!

১ দর্শক। ভাগ্যবান্ কিসে?

৪ দর্শক। ভাগ্যবান্ নয়? বস্তে, শুতে, উঠতে, নাইতে, খেতে, যেতে,—সব সময়েই একটা মুখ দেখছে। যেন গোলাপ ফুলের বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর কি।

১ দর্শক। ঐ সমারোহ আস্‌ছে যে। আরে সোজা হয়ে দাঁড়ানা।

২ দর্শক। ওহে রাম সিংহ! তোমার মাথাটা অভ্র নয়!

৩ দর্শক। মাথাটাকে বাড়ী রেখে আস্‌তে পারো নি?

৪ দর্শক। চুপ চুপ। সমারোহ এসে পড়েছে—

বিবাহ সমারোহ আসিল। এই সমারোহের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তাহা সম্রাটের পুত্রের বিবাহের উপযোগী সমারোহই হইয়াছিল

১ দর্শক। ঐ সম্রাট রে, ঐ সম্রাট।

৩ দর্শক। আর ঐ বুঝি মেয়ের বাপ মানসিংহ।

২ দর্শক। না রে; মেয়ের ভাই—এতক্ষণ ধরে' মুখস্থ কর্লি, ভুলে গিয়েছিস্ এরি মধ্যে!

৪ দর্শক। সম্রাটের মত সম্রাট বটে।

৫ দর্শক। মানসিংহের মত মানসিংহ বটে।

১ দর্শক। ঐ নর্ত্তকীর দলরে, নর্ত্তকীর দল।

২ দর্শক। বাঃ বাঃ নাচ্‌ছে দেখ। নর্ত্তকী বটে।

৪ দর্শক। রাস্তায় নাচছে!

৩ দর্শক। নাচ্‌লোই বা—ও যে ময়ূর-পঙ্খী।

৫ দর্শক। বা, বেড়ে নাচছে কিন্তু—চল্

দর্শক। চল্ চল্, বর বেরিয়ে গেল।

দর্শক। আহা আমি যদি এ সময়ে সেলিম হতাম।

৩ দর্শক। বিয়ের বর দেখ্‌লে সকলেরই হিংসা হয়।

২ দর্শক। তা হবে না। কেমন হাওদা চড়ে' যাচ্ছে। বাদ্য বাজছে, লোকজন সঙ্গে যাচ্ছে। বর ঘোড়ার ঘাস কাটলেও, সেদিন তার এক দিন। অমন দিন আর আসে না—

নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ হইল। পথে বিরাট কোলাহল উত্থিত হইল। পরে আবার বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল

১ দর্শক। এত কোলাহল কিসের?

ব্যক্তিত্রয় শশব্যস্তে প্রবেশ করিল

২ দর্শক। কি হে, ব্যাপার কি?

১ ব্যক্তি। গুরুতর।

১ দর্শক। কি রকম?

২ ব্যক্তি। এক পাগল, সেলিমের তিনটে বাহককে কেটে ফেল্লে।

৩ দর্শক। সে কি!

৩ ব্যক্তি। তার পর সেলিম মাটিতে পড়ে' গেলে, তাকে তিন লাথি।

২ দর্শক। বলিস্ কি?

১ ব্যক্তি। তারপর, তাকে ধর্ত্তে লোক ছুটলো; তাদের মাল্লে না; তরোয়াল ফেলে, এমনি করে' পিস্তল নিয়ে নিজের মাথা উড়িয়ে দিলে।

২ দর্শক। কে সে?

৩ ব্যক্তি। এক পাগল।

২ ব্যক্তি। পাগল না রে।—রাণা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ।

২ দর্শক। চিন্‌লে কেমন কোরে।

২ ব্যক্তি। দুই লাথি মেরে চেঁচিয়ে বল্লে যে, "আমি শক্ত সিংহ, সেলিম এই তোমার পদাঘাত—আর এই তার সুদ।"—বলে আর দুই লাথি।

১ দর্শক। বটে। বেটার সাহস কম নয় ত!

২ দর্শক। মরে গিয়েছে?

১ ব্যক্তি। ঢাউস হয়ে গিয়েছে।

৩ ব্যক্তি। দেখা যাক্, তাকে পোড়ায় কি গোর দেয়।

সকলে মিলিয়া চলিয়া গেল

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত জঙ্গল। কাল—সন্ধ্যা। প্রতাপ সিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সম্মুখে কবিরাজ, রাজপুত-সর্দ্দারগণ, পৃথ্বীরাজ ও অমরসিংহ

প্রতাপ। পৃথ্বীরাজ! এও সহিতে হোল! সম্রাটের কৃপা!

পৃথ্বী। কৃপা নয়, প্রতাপ!—ভক্তি।

প্রতাপ। পৃথ্বী, অপলাপ কর্‌ছ কেন? ভক্তি নয়, কৃপা! আমি হতভাগ্য, দুর্ব্বল, পীড়িত, শোকাবসন্ন। সম্রাট তাই আমাকে আর আক্রমণ কর্ব্বেন না। শেষে মর্‌বার আগে এও সহিতে হোল! উঃ—গোবিন্দ সিংহ!

গোবিন্দ। রাণা!

প্রতাপ। আমাকে এই শিবিরের বাহিরে একবার নিয়ে চল। মর্‌বার আগে আমার চিতোরের দুর্গ একবার দেখে নেই।

গোবিন্দ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। কবিরাজ কহিলেন

"ক্ষতি কি।"

সকলে মিলিয়া প্রতাপ সিংহের পর্য্যঙ্ক বহিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"বাঁচ্‌বার কোনও আশা নাই?"

কবিরাজ। কোন আশাই নাই।

গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন

প্রতাপ শয্যায় অর্দ্ধোত্থিত হইয়া অদূরে চিতোর দুর্গোপরি চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিলেন

"ঐ সেই চিতোর। ঐ সেই দুর্জ্জয় দুর্গ, যা' একদিন রাজপুতের ছিল;

আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়ছে—মনে পড়ে আজ আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে—যিনি চিতোরের আক্রমণকারী ম্লেচ্ছকে পরাস্ত করে' তাকে গজনি পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে' গজনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন। মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমর সিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ, যা'তে কাগার-নদের নীল বারিরাশি ম্লেচ্ছ ও রাজপুত শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর, যাতে বীরনারী চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শবর্ষীয় পুত্র ও তার পুত্রবধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন!—আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখ্‌ছি।—ঐ সেই চিতোর! তা উদ্ধার কর্ব্ব ভেবেছিলাম। কিন্তু পার্‌লাম না। কার্য্য প্রায় সমাধা করে' এনেছিলাম; কিন্তু তার পূর্ব্বেই দিবা অবসান হোল! কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

পৃথ্বী। তার জন্য চিন্তা নাই প্রতাপ, সকল সময়ে কাজ একজনের দ্বারা সমাধা হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়; কখনও বা পিছিয়েও যায়! কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে যে সেই অসম্পূর্ণ কাজকে আগিয়ে নিয়ে যায়। ঢেউর পর ঢেউ আসে, আবার দিন আসে, আবার রাত্রি আসে; এইরূপে পৃথিবী-জীবন অগ্রসর হয়। অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে আলোকের বিস্তার! জন্ম ও মৃত্যুতে মনুষ্যের উত্থান! সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ!—কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপ। চিন্তা থাকৃত না, যদি বীর পুত্র রেখে যেতে পার্ত্তাম। কিন্তু—ওঃ—

এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন

গোবিন্দ। রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে?

প্রতাপ। হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয় গোবিন্দ সিংহ!

যন্ত্রণা মানসিক।—আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে এ কাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ। কেন রাণা?

প্রতাপ। আমার মনে হচ্ছে যে আমার পুত্র অমর সিংহ সম্মানের লোভে আমার উদ্ধৃত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে।

গোবিন্দ। সে ভয়ের কোন কারণ নেই, রাণা!

প্রতাপ। কারণ আছে গোবিন্দ সিং! অমর বিলাসী; এ দারিদ্র্যের বিষ সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না—তাই ভয় হয় যে, আমি মরে' গেলে এ কুটীরস্থলে প্রাসাদ নির্ম্মিত হবে, আর মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। আর তোমরাও সে বিলাস প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবে।

গোবিন্দ। বাপ্পার নামে অঙ্গীকার কর্চ্ছি তা কখনো হবে না।

প্রতাপ। তবে এখন আমি কতক সুখে মর্ত্তে পারি।—(পরে অমর সিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন)—অমর সিংহ কাছে এস—আমি যাচ্ছি। শোন। যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়! —কেঁদ না বৎস! আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না। আমি তোমাকে তাঁদের কাছে দেখে যাচ্ছি, যা'রা এতদিন সুখে, দুঃখে, পর্ব্বতে, অরণ্যে এই পঁচিশ বৎসর ধরে' আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। তুমি যদি তাদের ত্যাগ না কর, তা'রা তোমাকে ত্যাগ কর্ব্বে না। তা'রা প্রত্যেকেই প্রতাপ সিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।—আমি তোমাকে সমস্ত মেবার-রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি—শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পার্ল্লাম না, এই দুঃখ রৈল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্ব্বাদ—যেন তুমি সে চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে পারো।—আর দিয়ে যাচ্ছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি—(অমরকে তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন) যার সম্মান, আশা করি তুমি উজ্জ্বল রাখ্‌বে।

আর কি বলব পুত্র। যাও, জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও।—এই আমার আশীর্ব্বাদ লও।

অমর সিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। প্রতাপ সিংহ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন

জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে!—কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। অমর সিংহ! —কোথায় তুমি!—এস—প্রাণাধিক! আরো—কাছে এস।—তবে— যাই—যাই—লক্ষ্মী! এই যে আস্‌ছি!

কবিরাজ নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন

"রাণার মানবলীলা শেষ হয়েছে। সৎকারের আয়োজন করুন।"

গোবিন্দ। পুরুষোত্তম! মেবার সূর্য্য!—প্রিয়তম! তোমার চিরসঙ্গীকে ফেলে কোথায় গেলে!

বলিতে বলিতে মৃত রাণার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন

রাজপুত সর্দ্দারগণ নতজানু হইয়া মৃত রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল

পৃথ্বী। যাও বীর! তোমার পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গধামে যাও। তোমার কীর্ত্তি রাজপুতের হৃদয়ে, মোগল হৃদয়ে, মানব জাতির হৃদয়ে, চিরদিন অঙ্কিত থাক্‌বে; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষরে মুদ্রিত থাক্‌বে; আরাবলির প্রতি চূড়ায়, সানুদেশে, উপত্যকায় জীবিত থাকবে; আর রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, তোমার অক্ষয় স্মৃতিতে পবিত্র থাক্‌বে।

যবনিকা

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্তৃক মুদ্রিত।